খাদ্য মন্ত্রী

শ্রীযুধাজিৎ

বুক ব্যাঙ্ক
১২৭বি, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড,
কলিকাতা-১৪

প্রথম প্রকাশ :
১০ই নভেম্বর, ১৯৫৫

॥ ১ম পর্ব ॥

বুক ব্যাঙ্ক, এক শ সাতাশ-এর বি, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা—চৌদ্দ থেকে স্বত্বাধিকারিণী ঝরনা বক্সী কর্তৃক প্রকাশিত। নারায়ণী প্রেস, ছাব্বিশ-এর সি, কালীদাস সিংহ লেন, কলিকাতা—নয় থেকে শ্রীশরৎচন্দ্র গুড়ে কর্তৃক মুদ্রিত। প্রচ্ছদ এঁকেছেন দীনেন চট্টোপাধ্যায়, ব্লক করেছেন আর্টলিঙ্ক (ইণ্ডিয়া), এক-এর দুই-এব এইচ, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা—বার এবং প্রচ্ছদ ছেপেছেন—মোহন মুদ্রণী, কলিকাতা—নয়।

উৎসর্গ

দেশের সেই নাগরিকদের

যাঁরা উচ্চ মূল্যে কালবাজারের দামে খাদ্য সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে নীরবে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হচ্ছেন ও খবরের কাগজে সংবাদ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করছেন অথবা করছেন না।

KHADYAMANTI

A BENGALI NOVEL

BY

Sree Yudhajit

লেখকের অন্যান্য উপন্যাস :

অনুরাধা

রাগ-বিরাগ

প্রতিভাসিতা

মেখলা পরা মেয়ে—১ম পর্ব

মেখলা পরা মেয়ে—২য় পর্ব

বসন্তে [illegible]ন্দিনী

[illegible]নেতা (

আভাষণ

এ উপন্যাসটি লেখার সিদ্ধান্ত করি গত ১৯৬০ সালে। তাই গত ১৯৬১ সালে মুদ্রিত আনন্দ পাবলিশার্সের পুস্তক তালিকায় এই উপন্যাস লেখার কথা ঘোষণা করা হয়। অতঃপর ১৯৬০ সালে উপন্যাসটির তিন-চতুর্থাংশ লেখা শেষ করি। ছাপাও সুরু হয় কিন্তু প্রেস থেকে পাণ্ডু[illegible] খোয়া যায়। ফলে ১৯৬০ সালে পাণ্ডুলিপিটি পুনরায় লেখার শ্রম স্বীকার করতে হয়। শেষ পর্যন্ত এ বছরের শারদীয়া 'রূপাঞ্জলি'তে রচনাটি প্রকাশিত হয়। আলোচ্য উপন্যাস তারই পরিবর্দ্ধন ও পরিমার্জনের ফলশ্রুতি।

যে সকল পাঠক পাঠিকা উক্ত শারদীয়া সংখ্যায় লেখাটি পড়েছেন, তাঁদের বেশী সংখ্যক এ উপন্যাস লেখার দুঃসাহসিকতা উল্লেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। জনৈক পাঠক বন্ধু যিনি এক লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান এবং পুরাতত্ত্বের গবেষক, লিখেছেন :

আপনার রচিত খাদ্যমন্ত্রী
পড়ে স্তম্ভিত হলাম। করেছেন কি? এমন
সাহস আপনার। এই রকম সাহস ও
নির্ভীক সাহস দেশবাসীকে সাহিত্যিকরা
যদি কলম ধরতেন তাহলে আমাদের
এত দুর্ভোগ পোহাতে হত না।

আর একজন পাঠক, যিনি স্কুল শিক্ষক—লিখেছেন, 'শারদীয়া রূপাঞ্জলি'র 'খাদ্যমন্ত্রী' অপূর্ব, অদ্ভুত! এ শুধু আমার বক্তব্য নয়। আমার বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী ও অন্যদেরও নিজস্ব মন্তব্য। আমার টাকা থাকলে এ তলোয়ার প্রতিটি রাজনৈতিক নেতার কাছে ও প্রতিটি বুদ্ধিজীবীর কাছে পৌঁছে দিতাম। 'খাদ্যমন্ত্রী'তে যে পেন-পিক্‌চার আপনি তুলে ধরেছেন, এ এক বিরাট দুঃসাহস। প্রতি ঘরে ঘরে এ বইয়ের সমাদর হওয়া উচিত। আজ আমরা কোথায়, এ তার অতি বাস্তব চিত্র।'

আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মন্তব্য করেছেন, এ বই এমন সময় লিখলে, [illegible]ময় ডি, আই, রুল চালু রয়েছে। প্রশ্ন হ'ল জাতিকল্যাণমূলক কোন [illegible] গিয়ে লেখককে 'ডি, আই, রুল' জাতীয় আইনের ভয় করা [illegible]। আমা[illegible] মনে [illegible] সাহিত্য রচনা যাঁদের কাছে অর্থ

উপার্জনের একটা উপায়মাত্র যেমন লেখকরাই এরূপ আইনের ভয়ে ভীত হয়ে সত্য প্রকাশে হবেন পরাঙ্মুখ।

অবশ্য হটকারী আমলাবৃন্দ যে বহুক্ষেত্রে মোটাবুদ্ধিতে চালিত হয় তা বলাই বাহুল্য। কেননা আমার 'মেখলা পরা মেয়ে' আসাম রাজ্যে বাজেয়াপ্ত করায় অন্যতম কারণ ছিল, "Contains matters which promotes or are intended to promote feeling of enmity and hatred between the Bengalee Hindus and Immigrant Mnsilms living in Assam" অথচ বইটি বাজেয়াপ্ত করার ছ মাস পরেই আসাম সরকার ঘোষণা করলেন যে, বহিরাগত মুসলমান অর্থাৎ পাকিস্তানীরা আসাম রাজ্যের নিরাপত্তার পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক। সুতরাং যে আমলাদের এরূপ অন্যায় সিদ্ধান্তের পাহাড় জমে উঠছে, তারা অতিউৎসাহ দেখাবার জন্য আমার মত জাতীয়তাবাদী লেখককে ডি, আই, রুল-এ ধরলে বিস্ময়ের কিছু নেই।

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমি ঘোষণা করছি যে এ উপন্যাসের প্রতিটি পাত্র-পাত্রী কাল্পনিক। যদি কোন চরিত্রে বাস্তব কোন চরিত্রের ছায়া পড়ে থাকে তা নিতান্ত কাকতালীয়। লেখক যে যুগে বাস করেন, তাঁর ধ্যানধারণায় বাস্তবের ছোঁয়াচ যতটুকু পড়াটা খুবই স্বাভাবিক, তার বেশী বাস্তবমূল্য এ বইয়ের নেই। কোন কোন বন্ধু আবার এ বইয়ের জন্য দুর্নীতি ফ্রন্টের নায়কবৃন্দ ও তাদের দোসরদের পক্ষ থেকে আমার জীবনহানির প্রয়াস আসতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁদের কেউ কেউ জানলেও অনেকে হয়তো জানেন না যে, এ গ্রন্থের লেখক নিজের জীবনের মূল্য এত বেশী বিবেচনা করেন না যার রক্ষার জন্য অন্যান্য অনেক লেখকবন্ধুদের মত সত্য প্রকাশের পবিত্র কর্তব্য ও জাতির প্রতি দায়িত্ব পালনে তিনি পরাঙ্মুখ হবেন।

জাতিকে ভালবাসি বলেই এ উপন্যাসটি লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছি, তাই এই সৃষ্টির কারণে যে কোন ক্লেশ সহ্য করার জন্য আমার অন্তরাত্মা সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

জানি না এ বই লেখার স্বার্থকতা বুদ্ধিজীবী পাঠকরা কতটা বুঝতে সক্ষম হবেন। তবে জাতির একাংশ যখন দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে পড়েছেন তখন সুবুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের জাগরণের মধ্যেই জাতির প্রকৃত জাগরণ সম্ভব, সেই সম্ভাবনায় যদি এ বইটি ইন্ধন যোগাতে সক্ষম হয় তবেই আমার শ্রম স্বার্থক মনে করব।

শ্রীযুধাজিৎ

'মেখলা পরা মেয়ে' বাজেয়াপ্ত করার দলিল

NO-PLA. 15/60/Pt. VIII/2.—Where as the Govenor of Assan is satisfied that the Book entitled **"Mekala Pada Maye"** written by one **Shri Judhajit,**.....................as a whole and the following passages in particular, contain matters which promote or are intended to promote feeling of enmity and/or hatred between different classes of the citizens of India, namely Bengalees and Assamese, viz.

Page 44 (last para)	beginning from এক সময় ও	and ending in বীভৎস দৃশ্য
„ 46 (second para)	„ সে স্বপ্নে···	„ বেড়াতে দেখে
„ 60 „	„ ১৪৪ ধারা···	„ ডুবে আছে
„ 76-79 (inclusive)	„ হঠাৎ এক প্রচণ্ড ··	„ [illegible] বাঙালী নয়
„ 82-86 „	„ গাড়ী থামতে না থামতেই	„ স[illegible] উচিয়ে ধরল
„ 110 „	„ তুমি বলো কানাই দা	„ আ[illegible] সেরে নেব
„ 177 „	„ শিবানীর ভয় ব্যাকুল	„ লোকগুলো উঠেথার
„ 195-199 (inclusive)	„ শুভেন্দুকে নিয়ে	„ গ্রহণ ক'রে থাকে

AND

Whereas the passages on paragraph 2 of page 49 which begins from গৌহাটি সহরের অবস্থা and ends in পাপ ঢুকেছে and the last paragraph of page 198 which begins from এখন চলো and ends গ্রহণ ক'রে থাকে also contain matters which promote or are intended to pomote feeling of enmity and/or hatred between the Bengalees and Assamese Police Officers as a class : and Where as page 84 of the said Book particularly its last paragraph which begins from আসামের এক শ্রেণীর and ends in লিখে দিতে হবে contains matters which promote or are intended to promote feeling of eamity and/or hatred between the Bengalee Hindus and Immigrant Muslims living in Assam :

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Section 99A of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act, V of 1898), the Governor of Assam is pleased to declare every [illegible] of the said Book to be forfeited to the Government.

Sd/-A. N. Kidwai

Chief Secretary to the Govt. of Assam

ঘটনাটা আকস্মিক

রোজকার মতই ডাক্তার অমূল্যভূষণ রোগীর ভিড়ে বন্দী হয়ে একের পর এক ডায়গনসিস করে যাচ্ছিলেন। সামনের টেবিলে রাখা ক্যাচারে আটকানো স্লিপ কাগজে একে একে লিখে যাচ্ছিলেন প্রেসক্রপশান।

ঠিক এমন সময়ই দু' দু'টো জীপ গাড়ী এসে দাঁড়ালো ডিসপেন্সারির সামনে। প্রায় হৈ চৈ করতে করতে খদ্দর পরিহিত কর্মী পরিবেষ্টিত যিনি গাড়ী থেকে নেমে এগিয়ে এলেন ডিসপেন্সারীর মধ্যে, তাঁর ছবি খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় প্রায়ই ছাপা হয়। এ রাজ্যেরই শুধু নয়, সারা ভারতের কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের অন্যতম স্তম্ভ তিনি। অন্ততঃ খবরের কাগজের লোকেরা তাই বলে। তাঁকে দেখে রোগীদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেলেও ডাক্তার অমূল্যভূষণের মনযোগ নষ্ট হয় নি, ছেদ পড়ে নি তাঁর গভীর তন্ময়তায়।

তাই স্থানীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ডাক্তারবাবুর পাশে এসে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই অমূল্যভূষণ শশব্যস্তে স্বাগত জানালেন সর্বভারতীয় নেতাকে। নমস্কার বিনিময় হবার পর তিনি প্রত্যয়পূর্ণ অথচ বিনীত ভঙ্গীতে বল্লেন—

: ডাক্তারবাবু, আপনার কাছে একটা জীবন ভিক্ষা চাইতে এসেছি।

: সে কি! ও কথা বলে আমায় অপরাধী করবেন না। রোগী দেখা আমার শুরু হয়েছিল একদা পেশার খাতিরে, এখন [illegible]ম নেশাই হ'য়ে গেছে। রোগী কোথায়, চলুন, এখনই দেখে

ঃ হ্যাঁ, আমি আপনার হাতযশ জানি, তাই আপনার কাছে এসেছি। আপনিই বাঁচাতে পারবেন।

বললেন নেতা।

ঃ আপনাদের শুভেচ্ছা আর ভগবানের আশীর্বাদেই চিকিৎসা করি, আমি ত নিমিত্তমাত্র। তা' চলুন, দেরীতে রোগীর প্রতি অবহেলা দেখানো হবে। তোমরা সব একটু বস, আমি এখুনি আসছি।

বলে ডাক্তার টেবিল থেকে ষ্টেথিসকোপটা হাতে তুলে নেন।

ডাক্তার অমূল্যভূষণের কথায় নেতার ঠোঁটে মৃদু হাসি। বলেন—

ঃ না ডাক্তারবাবু, রোগী কোন ব্যক্তিমাত্র নয়, রোগী আমাদের জাতি। বৃহত্তর ক্ষেত্রের এক চিকিৎসায় আপনার হাতযশ প্রমাণ করতে হবে ডাক্তারবাবু। আমার বিশ্বাস আপনি তা পারবেন।

ঃ আমি ত' ঠিক বুঝতে পারছি নে।

ঃ বুঝলেন না ডাক্তারবাবু, দাদা এসেছেন এবারের জেনারেল ইলেকশনে আপনাকে ক্যাণ্ডিডেট করবেন বলে।

উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন জেলা কংগ্রেসের নেতা।

ঃ কিন্তু অতবড় কাজে আমি কি ঠিক···

ঃ না ডাক্তারবাবু; আপনার 'না' শুনতে আমি আসি নি। জানেন ত, পরপর দু'দু'টো ইলেকশনে কম্যুনিষ্ট ক্যাণ্ডিডেটের কাছে আমরা হেরে গিয়েছি। তাই আপনার মত পপুলার ম্যানকে এবারে ক্যাণ্ডিডেট দিতে চাই।

বললেন সর্বভারতীয় নেতা।

ঃ কিন্তু···

আপত্তি জানাতে যাচ্ছিলেন ডাক্তার অমূল্যভূষণ, তাতে কান না দিয়ে নেতা আবার বলেন—

ঃ আর কোন 'কিন্তু' না ডাক্তারবাবু! যদি জিততে পা[illegible] মন্ত্রীত্ব আপনার হাতের মুঠোয়। আপনি মন দিয়ে রো[illegible] আমরা চলি।

বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন নেতা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দলবলও।

নেতা চলে যেতে অমূল্যভূষণ ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনার অথৈয়তায় ডুব দিতে যাচ্ছিলেন, ঠিক এমনই সময় ডিস্পেন্সারীর চেম্বারের ভেতরের দরজায় চাবির গোছার টোকা পড়ল। এ সঙ্কেত তাঁর অপরিচিত নয়। অন্দরমহলের জবরদস্ত তাগাদার এ সঙ্কেত। তাই তিনি উঠে অন্দরে গেলেন।

তিন কন্যা পরিবৃতা সুভাষিনী স্বামীকে দেখামাত্র বলে বসলেন—

ঃ তোমার বুদ্ধি যে কবে হবে, তাই আমি ভাবি।

ঃ কেন, আমি আবার কি করলাম ?

ঃ লোকে অমন ভাবে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে ? মন্ত্রীত্ব দিতে চাইছে, আর তুমি কিনা···

ঃ আহা, ওসব তুমি বোঝ না। ও সব করলে আমার প্র্যাকটিসের কি হবে ?

ঃ রাখ তোমার রোগী দেখা ! বাব্বা, মন্ত্রী বলে কথা ! বুঝলি, তোদের বাবার ভীমরতি ধরেছে।

মেয়েদের দিকে চেয়ে বলেন সুভাষিনী। বড় ও মেজ মেয়ে যথাক্রমে রমা ও অমা মায়ের এ মন্তব্যে মুখটিপে হাসে। ছোট মেয়ে ক্ষমা ক্ষীণ প্রতিবাদ করে। বলে—

ঃ তোমার যে কথা মা, মন্ত্রীত্ব হলই বা, তাই বলে বাবা কেন দেখবে না নিজের সুবিধা অসুবিধা।

ঃ তুই থাম ত'! মন্ত্রী হওয়া কি কম ভাগ্যের কথা। এই রমা, অমা, চল দেখি মা, মঙ্গলচণ্ডীর থানে একটা সিধে দিয়ে আসি। মা যদি মুখ তুলে চান, যদি ভোটে জেতেন, তবে ত' মন্ত্রী হওয়া যাবে।

ঃ হ্যাঁমা, ঠিকই ত'। চল, স্নান-সেরেই মায়ের থানে যাই।

ঃ মা, তাই চল।

খুসীঝরা কণ্ঠে ব'লে হ্লাদিতা সুভাষিনী দুই অনুগামিনী কন্যা সহ প্রস্থান করলেন।

মা ও দিদিরা চলে যেতে আনতমুখী ক্ষমা চোখ তুলে দেখল বাবার মুখ চিন্তা-গম্ভীর। এগিয়ে এলো কাছে। একটা হাত ধরে বলল—

ঃ বাবা, মিছে কেন ভাবছ অত। ভেবে কি হবে।

ঃ হ্যাঁরে মা, ঠিকই বলেছিস, মিছে ভেবে কি হবে। 'নিয়তি কে ন বাধ্যতে'। যাই দেখি, ওদিকে আবার এক ঘর রোগী বসে আছে।

কথা শেষ করেই ডাক্তার অমূল্যভূষণ আবার ফিরে আসেন ডিস্‌পেন্সারীতে। আবার কানে গুঁজে নেন ষ্টেথিসকোপ। পরবর্তী রোগীর ডায়গনসিসে ডুবে যান আবার।

ঃ দেখি খোকা, জিভটা দেখাও ত'।...বাঃ, এই ত' লক্ষ্মী ছেলে! ...হ্যাঁ, বেশ জোরে জোরে বুকের খাঁচা সবটা ফুলিয়ে নিশ্বাস নাও।

ক্যাচারে আটকানো কাগজের স্লিপে ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে লিখে যান প্রেসক্রিপশান।

কিন্তু মাঝে মাঝেই অমূল্যভূষণের মনযোগ আজ ভ্রষ্ট হয়ে যায়...চোখের সামনে ভেসে ওঠে ফেষ্টুন, চ্যাটাইয়ে মারা নানা রকম স্লোগান, পেপার পাল্পে তৈরী ইয়া বড় বড় জোড়া বলদ, চল্‌ছে দীর্ঘ মিছিল, ভলান্টিয়াররা ধ্বনি দিচ্ছে...

ভোট দেবেন কাকে ?
আপানাদের চির পরিচিত
সেবাব্রতী ডাক্তার অমূল্যভূষণকে !...

ঃ তা হ'লে কালকেও আর গা কাঁপিয়ে জ্বর আসেনি ? মনে হচ্ছে এই অষুধেই কাজ হবে। পথ্য হিসাবে দুধ-সাবু যেমন চালাচ্ছিলেন, চালাবেন। দুপুরে আজ দু' স্লাইস স্যাঁকা পাউরুটি আর কাঁচ কলা-গন্ধমাদাল দিয়ে ঝোল দিন। ও হ্যাঁ ঘরের জানালা বন্ধ ক'রে গাটা বেশ ক'রে গরম জলে স্পঞ্জ করে

…ভোট দেবেন কাকে? হাঁক ডাক উত্তেজনা শেষ হ'য়ে গেল। যথা সময়ে ব্যালট বাক্সের চিরকুটগুলো অমূল্যভূষণের পক্ষে জয় চিহ্নিত করল। তারপর স্থানীয় লোকদের প্রিয় ডাক্তারবাবুকে নিয়ে পথে বেরুলো বিজয় মিছিল। একটিমাত্র মানুষ অমূল্যভূষণ—গলাও ত' একটিই কিন্তু শত শত ফুলের মালা এসে পড়তে লাগল তাঁর গলায়। শেষ পর্যন্ত মালাগুলি আকণ্ঠ নয় আ-কপাল হলে খুলে খুলে হুড খোলা জীপ গাড়ীতে রাখা হ'তে লাগল—আবার তাঁর গলায় পড়তে লাগল মালার পর মালা।…

ঃ কাল দাস্ত হয়েছে ক বার?…ঠিক আছে অষুধটা পাল্টেই দিচ্ছি। না-না ভয়ের কিছু নেই। ভয়ের হ'লে আমি স্লিপ লিখে হাসপাতালে এ্যাডমিশনের ব্যবস্থা করে দিতাম।……

আবার যেন অমূল্যভূষণের চোখ থেকে মুছে গেল এই সব আর্ত মানুষরা, যাদের মুখ ভাষাহীন। ফী চাইলে অনেক সময় এনে দেয় যারা এক বোঝা লাউডগা অথবা দশ বিশটা হাঁস মুরগীর ডিম।…

জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে অমূল্যভূষণ ছুটে গেলেন রাষ্ট্রপতি ভবনে। উর্দি আঁটা চাপরাশী, হোমরা চোমরা অফিসার মহল, এ ডি. কং, প্রোটকল শিক্ষা। তারপর দেশের এক নম্বরের নাগরিক, রাষ্ট্রপতির কাছে মিনিষ্টার প্যানলের অন্যান্য নতুনদের মত বুকের দুরু দুরু উত্তেজনা নিয়ে গিয়ে দাঁড়ানো শপথ নিতে। সংবিধানের নামে জাতির প্রতি কর্তব্য পালনের এই শপথ।…

না—না—না—এ ভাবে হারিয়ে যেতে চান না তিনি তাদের কাছ থেকে যারা ডাক্তারবাবু বলে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে জীবন ভিক্ষা চায়; চায় আরোগ্য কামনার আশ্বাস। হঠাৎ ডাক্তার অমূল্যভূষণ চেয়ার ছেড়ে উঠে দ্রুত চলে আসেন অন্দরমহলে। উঠানে পা দিয়েই চীৎকার ক'রে ডাকেন—

ক্ষমা, ক্ষমা?

ঃ· যাই বাবা।

সাড়া দিয়ে ছুটে আসে বাবার কাছে ছোট মেয়ে। তাকে দেখেই উত্তেজিত অমূল্যভূষণ বলেন—

ঃ না—না—ভেবে দেখলাম মা, এ হবে না, হ'তে পারে না, আমার হাজার হাজার রুগী, ওদের নির্ভরতা। তোর মাকে —পূজো দিতে বারণ কর। আমি বহুর কল্যাণ ব্রতে নেমেছি, এর চেয়ে বড় কোন কল্যাণ আমি চাই না.।

ঃ কিন্তু বাবা, মা বড়দি-ছোড়দিকে নিয়ে ত' পূজো দিতে চলে গেছে!

ঃ ও, চলে গেছে!

কেমন ভাবে যেন বলে ধীরে ধীরে অমূল্যভূষণ আবার ফিরে আসেন ডিসপেন্সারীতে। আবার হাতে তুলে নেন টেথিসকোপ।

২

ভোট পর্ব সত্যি সত্যিই ভণ্ডুল হ'ল না ডাক্তার অমূল্যভূষণের জীবনে। স্থানীয় শিক্ষিত অশিক্ষিত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল ভোটারই তাদের প্রিয় ডাক্তারবাবুর প্রতিক চিহ্নের ওপর আড়াআড়ি ছাপ দিয়ে তাদের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার স্বীকৃতি দিল। ফলে বিজয়লক্ষ্মী ভোটযুদ্ধের জয়মাল্য পরিয়ে দিলেন ডাক্তার অমূল্যভূষণের কণ্ঠে।

ক্ষমাই এ সংসারের শিক্ষিতা মেয়ে। বড় ও মেজ মেয়ে পড়াশুনায় খুব একটা এগোতে পারে নি। এর প্রধান কারণ হয়তো মায়ের প্রশ্রয়। দাম্পত্য জীবনের খুব কম সময়ই স্বামীর প্রতি ব্যবহারে সুভাষিনীর মুখ হয়ে থাকে মধুক্ষরা। তাই রমা ও অমা শৈশব থেকেই চিকিৎসাশাস্ত্রে নিষ্ঠাবান, আপাত বেচ[illegible] বাবার পক্ষ নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে নি। [illegible]

তারা মায়ের দাপটের কাছে যেখানে বাবাকে কোন সময়ই সপৌরুষ দ্বন্দ্ব-মুখর হতে দেখে নি। এইসব বিবেচনায়ই ওঁরা দু' বোন মায়ের ন্যাওটা। সকল কাজে মায়ের পক্ষভুক্ত হওয়ায় লাভ যে অনেক, সেটা ওরা বুঝেছিল। কারণ রোজকারের কাণ্ডারী বাবা হলে কি হবে সংসারেব কর্তৃ সুভাষিনীই। তাই ওরা মায়ের আদর্শ সন্তান হয়ে ঘরগেরস্থালীর কাজে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছে; বাবার অভীপ্সানুসারে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আয়াসসাধ্য পথ মাড়াতে যায়নি। ফলে ওদের লেখাপড়ার পদ-চারণা অষ্টম মানের সিঁড়ি ডিঙ্গোতেই দু' দু বার হাঁটু ভেঙ্গে পড়েছে। কারণ মায়ের মতে 'মেয়ে সন্তান, দুদিন পর শ্বশুর ঘরে গিয়ে হাতাবেড়ি যখন ধরতেই হবে তখন মিছিমিছি পুঁথির পাতায় মুখ গুঁজে পস্তাবার প্রয়োজনটা কি' অনুসারে ওরা সে প্রয়াসে দিয়েছে ক্ষান্ত।

কিন্তু তৃতীয় কন্যা ক্ষমা স্বভাবে সম্পূর্ণ আলাদা। দর্শন-ধারিতে সে দিদিদের সম সাবিতে বসবার যোগ্য না হলেও মনেব সৌন্দর্যে সে বরাবরই সৌন্দর্য্যময়ী। জ্ঞান বুদ্ধি হ'বার সময় থেকেই সে মায়ের পক্ষভুক্ত হওয়া প্রয়োজন মনে করেনি। বরং দেখেছে যে মায়ের অসংগত ব্যবহার ও অসংযত রসনা কত না পীড়াদায়ক তার বাবাব মত সুপ্রতিষ্ঠিত পুরুষের জীবনে। তাই সে নিজের প্রতি মায়ের কটাক্ষবাণের ক্ষত উপেক্ষা করেও প্রায় সকল যুক্তিসঙ্গত কাজে পিতার পক্ষভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেছে। এই ভাবেই সে লেখাপড়ায়ও অনুরাগিণী হয়েছে বাবার নির্দেশে। মোটা-মুটিভাবে সে ভাল ছাত্রী।

ভোটের কয়েকদিন ক্ষমা কম পরিশ্রম করে নি। বিশেষ করে তার সহপাঠিনীদের বিরাট বাহিনী নিয়ে মেয়ে ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করার কাজে ডাক্তার দুহিতা যে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল, তা এ অঞ্চলের নির্বাচন ইতিহাসে এই প্রথম। তাই অনেক [illegible]'-এই মেয়ে ভোটারের উপস্থিতি অতিক্রম করে গিয়েছিল পুরুষ

ভোটারের সংখ্যাকে। আর এই কারণেই রমা ও অমা যখন মায়ের সাক্ষ্য হয়ে মা, মঙ্গলচণ্ডীর থানে ধর্ণা দিয়ে কাল কাটিয়েছে, ক্ষমা দুপুরের চড়া রোদ মাথায় নিয়ে ঘুরেছে গ্রামের পর গ্রাম!

আর এই জন্যই ভোট যুদ্ধের 'থ্রিল' যেন পেয়ে বসেছিল তাকে তার বাবার চেয়েও বেশী। তাই ভোট কাউন্টিং-এর সময় থেকেই সে গিয়ে ঘুরঘুর করছিল ভোট গণনা কেন্দ্রে। বলা বাহুল্য কাউন্টিং শেষ হবার অনেক আগেই যখন ডাঃ অমূল্যভূষণ তার প্রতিদ্বন্দ্বী কম্যুনিষ্ট ক্যাণ্ডিডেটকে কুড়ি হাজার ভোট পেছনে ফেলে এগোচ্ছিলেন, তখনই ফলাফল কি হবে তা জানা হয়েছিল কৌতুহলীদের। জানা হ'য়ে গিয়েছিল বিজয়লক্ষ্মী কার কণ্ঠ ভূষিত করবেন জয় মাল্যে। তাই স্থানীয় বিশিষ্ট অধিবাসীরা এবং কংগ্রেস মহল তখন থেকেই ফুল, মালা, ব্যাণ্ডপার্টি, সাইকেল রিক্সাবাহিনী প্রভৃতি জোগাড়ে মেতে উঠেছিল, বিজয় মিছিল বের করার জন্য।

এক সময় ক্ষমা নিঃশব্দে চলে এসেছিল বাড়ীতে, মাকে সুখবরটা জানাতে। সুখবর পেয়েই সুভাষিনী রমা ও অমাকে নিয়ে মানতের বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করতে ছুটেছিলেন মা, মঙ্গল চণ্ডীর থানে।

এতক্ষণে ক্ষমা নিজেকে একা পেয়েছিল! তাই নানা চিন্তা এসে ভিড় করে ওর ছোট্ট মনে। একবার ওর মনে হয় বাবা ভোটে জিতে বৃহত্তর ক্ষেত্রের জন সেবার সুযোগ পেলেন। আবার যেন মনে হয়, কুটিল স্বার্থ ও দ্বন্দ্বভরা রাজনীতির আবর্ত্তে পড়ে ওর বাবার মত স্বভাব সৎ মানুষ শেষে পাবে না ত' কোন দুঃখ, ব্যথা, বিমর্ষতা! কিন্তু ওর বাবাই ত কত সময় বলেছেন, মানুষ নিমিত্তমাত্র স্বামীজী, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি মনীষীরাও তাই বলেছেন, 'কর্মই ধর্ম' কর্ম করে যেতে হবে নিঃস্বার্থ ভাবে; তার ফলের জন্য মনকে লোভের বশংবর্তী হতে দিলে চলবে না। সুতরাং যা ঘটছে তাকে প্র

মনে বরণ করাই ঠিক। বর্তমানকে বরণ করতে গিয়ে ভবিষ্যৎ ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কি লাভ ?

ক্ষমা এই সব ভাবতে ভাবতেই রমা অমাসহ সুভাষিনী মঙ্গলচণ্ডীর পূজা সেরে ফিরে এলেন। ক্ষমাকে চুপ করে চিৎ হ'য়ে শুয়ে থাকতে দেখে শুধান—

ঃ কি রে, ফল বেরুলো ?

ঃ এখনও বের হয় নি মা। তবে এর মধ্যেই বাবা কুড়ি হাজার ভোটে লিড করছে।

ঃ হে মা, মঙ্গলচণ্ডী, তুমি আমার মুখ রেখেছো। তোমায় শত শত কোটি প্রণাম।

বলতে বলতে গলবস্ত্র হ'য়ে সুভাষিনী যুক্ত কর কপালে ছোঁয়ালেন বেশ কয়েকবার। রমা ও অমাও মায়ের আচরণ নকল করল। ক্ষমা দিদিদের ও মায়ের কাণ্ড দেখে ঠোঁট টিপে হাসল। তা দেখে অমা মায়ের কাছে অনুযোগ করল—

ঃ দেখলে মা, ক্ষেমি কেমন মুখ টিপে হাসছে।

ঃ ও কি অলক্ষুণে কাজ। ঠাকুর দেবতায় মন-মতি নেই, এ আবার কেমন ধারা মেয়ে।

ঃ না মা, ঠিক দেবতাকে উপহাস করার জন্য আমার এ হাসি নয়, আমি ভাবছি, যদি কোন রকমে পাকেচক্রে বাবার হার হত, তবে তার দোষটা কার ঘাড়ে গিয়ে পড়ত।

ঃ ষাট, বালাই, হার কেন হবে। আমার মায়ের থানের মানত কি বৃথা যাবে।

সুভাষিনীর কথা শেষ হ'তে না হ'তেই দূর থেকে বহু কণ্ঠের মিলিত জয়ধ্বনি ভেসে এলো। জীপ গাড়ীর আরোহীদের চলমান জয়ধ্বনি ক্রমেই অমূল্যভূষণের বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ক্ষমা আর স্থির থাকতে পারল না—ছুটে বেরিয়ে গেল বড় [illegible] দেখল পত পত্ ক'রে ওড়া চরখা লাঞ্ছিত তে-রঙা পতাকা

শোভিত জীপের চালকের পাশে বসে আছেন মাল্য ভূষিত অমূল্য-ভূষণ। জীপের পেছনে বেশ কয়েকজন তরুণ। পরক্ষণেই জীপ এসে থামলো ডিস্‌পেন্সারীর সামনে। অমূল্যভূষণ নেমে পড়লেন। তরুণরা চেঁচিয়ে বল্‌ল—

: সবাই এখুনি এসে পড়বে কিন্তু ডাক্তারবাবু, পনর মিনিটের মধ্যে হাতে মুখে জল দিয়ে তৈরী হ'য়ে নিন।

: আচ্ছা ঝামেলায় ফেললে দেখছি। হুকুম যখন করেছ, তাই হবে।

কথা শেষ করে অমূল্যভূষণ হাসি-স্নিগ্ধ মুখে আদরিণী তৃতীয়া কন্যার কাছে এসে তার কাঁধে স্নেহ ভরে হাত রেখে বলেন—

: এ জয় কিন্তু তোর জন্যই হয়েছে রে মা। এই লিকলিকে শরীর নিয়ে যে তুই এত পরিশ্রম করতে পারিস, তা আমার জানা ছিল না।

: তাই কখনও হয়—আমি না খাটলেও তুমি জিততে। তোমাকে যে ওরা সত্যিই ভালবাসে, বাবা!

বলতে বলতে ক্ষমা বাবাকে প্রণাম করল।

: থাক, থাক মা, সুখী হ, চির আয়ুষ্মতি হ।

বল্‌তে বল্‌তে অন্দরের মুখোমুখি এসে গেলেন অমূল্যভূষণ। মৃদু স্বরে মেয়েকে শুধালেন—

: তোর মায়ের আজ মেজাজ কেমন রে?

: ঐ ত দেখ না বাবা, সামনেই ত মা।

ঠিক পূজারিণীর ভঙ্গিতে হাতে দেব-প্রসাদি ফুল পাতা ভরা রেকাবী হাতে সুভাষিণী। দরজার মুখে স্বামীর কপালে পরিয়ে দিলেন শ্বেত চন্দনের টিপ। মাথায় দিলেন প্রসাদি ফুল, হাতে গুঁজে দিলেন একটুকরো প্রসাদ।

অমূল্যভূষণ জীবনে যে গোণা গুনতি কটা বার স্ত্রীর মুখে হাসি দেখেছেন—আজ তার সঙ্গে আর একটি বার যুক্ত হল! অমূল্য-ভূষণ বড় ও মেজ মেয়ের দিকে চেয়ে স্মিত হেসে বলেন—

ঃ কিরে, তোরা খুসী হ'য়েছিস ত ?

ঃ হ্যাঁ-য়্যা-য়্যা !

ঃ ভালয় ভালয় মন্ত্রীত্বটা পেলে ত হয়। তবে আমি কা ঘাটে গিয়ে মায়ের মন্দিরে জোড়া পাঁঠা বলি দেব।

বলেন সুভাষিনী।

ঃ মন্ত্রীত্ব না পাই তাতে ক্ষতি নেই, এ অঞ্চলের মানুষরা যে আমাকে ভালবাসে, তা ভোটের ফলাফল দেখে বেশ বুঝতে পারলাম। অন্য ক্ষেত্রে যাই করা হ'ক না কেন, আমি অন্ততঃ টাকা ছড়িয়ে ওদের বশ করি নি।

ঃ ওই ত' তোমার দোষ। চিরটা কাল দেখলাম বড় হবার আকাঙ্খা নেই। পই পই করে মানা করলেও লুকিয়ে লুকিয়ে বিনা ফীতে রোগী দেখবে। ও টাকাগুলো থাকলে এতদিনে শহরে আরও একটা বাড়ী উঠে যেত।

ঃ গিন্নী, কথায় বলে—অতি বাড় বেড় নাক ঝড়ে পড়ে যাবে। ঐ সব মানুষের কাছে ফী নিলে আমি পাতক হব যে। তুমি না জানলেও আমি জানি ওরা কত অসহায়, কত দুঃখী !

ঃ বাবা, না আর কথা নয়। ভুলে গেলে ওদের কথা। তাড়াতাড়ি গা ধুয়ে নাও বাথরুমে গিয়ে। শুনতে পাচ্ছ না কতলোকের জয়ধ্বনি !

বাবাকে মনে করিয়ে দেয় ক্ষমা।

ঃ হ্যাঁ, তাই ত'। তুই এক কাজ কর মা, যারাই আসবে তাদের মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা কর।

ঃ বেশ, সে আমি দেখছি, তুমি যাও ত !

অমূল্যভূষণ জামা কাপড় ছেড়ে দ্রুত চলে যান বাথরুমে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরাট এক জনমণ্ডলী সমবেত হয় অমূল্য-[illegible]র বাড়ীর সামনে। মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি ওঠে। ক্ষমা প্রথমে মনে [illegible]য়ে বাড়ীর সামনেই ওদের এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান,

তাদের বলে সমাগত সবার মুখ-মিষ্টির ব্যবস্থা করবে। কিন্তু সমবেত সহস্র সহস্র জনতাকে এক টুকরো ক'রে মিষ্টি দেবার মত ক্ষমতাও ত ও মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের নেই। তাই বাড়ীর সম্মুখে সমবেত জনতার জীবন্ত চিত্র দেখে ও ছুটে গেল ভেতর বাড়িতে অমূল্য-ভূশণের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করতে। অমূল্যভূষণ বাথরুম থেকে সব শুনে বললেন যে অন্য একদিন হালুইকর ডেকে বিশেষ ব্যবস্থা করে সবাইকে মিষ্টি-মুখ করালেই হবে।

স্নান ঘর থেকে বেরিয়েই অমূল্যভূষণ ডিসপেন্সারীতে চলে এলেন। দেখলেন কংগ্রেস কর্মীরা জনতাকে রাস্তায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে লেগে গেছে। দেখতে দেখতে মানুষে, ফেষ্টুনে, ব্যাণ্ডপার্টিতে, সাইকেল রিক্সায় বিরাট এক মিছিল সাজান হল। সব শেষে যাবেন বিজয়ী অমূল্যভূষণকে নিয়ে হুডখোলা জীপ গাড়ীটা, পাশে থাকবেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি।

মিছিল সাজান হলেই ধীরে ধীরে তা এগিয়ে চলল শহর পদক্ষিণে। ডাক্তারবাবুর বিজয়কে উপলক্ষ্য করে গোটা জেলা শহরটাই যেন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল।

বামুন মেয়ে রান্নায় ব্যস্ত। সুভাষিনী বঁটি পেতে কুটনো কুটছিলেন। বড় ঘরে রেডিও বেজে চলেছে। একসময় সুরু হল ভোটের ফলাফল ঘোষণা। রেডিওর ভাষ্যকার বললেন, এ পর্য্যন্ত যতগুলি ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে নিকট প্রতিদ্বন্দ্বীকে সবচেয়ে বেশী ভোটে পরাস্ত করেছেন ডাঃ অমূল্যভূষণ সেন। শুধু তাই নয় গত দুটি সাধারণ নির্বাচনেও আর কোন প্রার্থী এত অধিক ভোটের ব্যবধান জয়ী হতে পারে নি। এ সংবাদ শুনে বামুন মেয়ের দিকে চেয়ে সুভাষিনী বলেন—

ঃ বুঝলে গো বামুন মেয়ে, সবই মা, মঙ্গলচণ্ডীর কৃপা!

ঃ তা বৈ কি মা। দেব দ্বিজরা ইচ্ছে করলি কি না [illegible] পারেন, বল।

ঃ এখন ভালয় ভালয় তোমাদের ডাক্তারবাবু মন্ত্রী হতে যদি পারেন, তবে ত সব পরিশ্রম স্বার্থক হয়।

ঃ হবেন মা, হবেন। মঙ্গলচণ্ডী ঠাইরেন যখন মুখ তুইলে চেইয়েছেন, তখন মনস্কাম পূরণ না করি কি তিনি খ্যান্ত হবেন?

ঃ আমি ত মেয়ে কালীঘাটে মায়ের কাছে জোড়া পাঁঠা মানত করেচি।

ঃ বেশ কইয়েছ মা। মন্ত্রী বলি কথা! সারা দেশেরই বা বলি কেন সারা পিরথীমির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। দেখবে গো মা ঠাইরেন, মন্ত্রী-গিরনী হইয়ে যেন মোকে আবার ছাইড়ে দিও নি।

ঃ সে কি বামুন মেয়ে। ছাড়াব কেন। ক্যাচ-ক্যাচই করি, খ্যাঁচ-খ্যাঁচই করি লোক আমবা ছাড়াই না। তবে মন্ত্রী হলে কিন্তু বাছা তোমায় শহরে, মানে রাজধানীতে গিয়ে থাকতে হবে, তা বলে দিচ্ছি।

ঃ বেশ ত, তা যাব'খন। মোব আর ভূভারতে কে আছে বল। যিখানে লিয়ে যাবে সিখানেই যাব।

বিজয় মিছিল সেরে বাড়ী ফিরতে ফিরতে রাত এগারটা। তারপর রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে শুতে শুতে সাড়ে বারটা।

প্রতিদিন যেখানে দশটায় শুয়ে পড়েন, সেখানে আজ এত রাতে শুয়েও ঘুম আসে না অমূল্যভূষণের চোখের পাতায়। একবার সেই অন্ধকার ঘরে অমূল্যভূষণের চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে সেণ্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট। তারই একটি ঘরের সামনে তাম্রফলকে লেখা যেন তাঁরই নাম, মিনিষ্টার ফব……। মনে প্রশ্ন জাগে, কোন্ দপ্তরের ভার দেবে তাঁকে যদি মিনিষ্টার প্যানেলে নাম ওঠে!

ঘুম আসে নি চোখে সুভাষিনীরও। একটা কেমন যেন [illegible]স্বাদিতপূর্ব মৃদুমন্দ উত্তেজনা অনুভব করেন শিরায় শিরায়, তন্দ্রীতে [illegible] থেকে থেকে এপাশ ওপাশ করেন বিছানায়। এক সময় [illegible] বলেন—

: ওগো, শুনছ !

: বল।

: তুমি মন্ত্রী হ'লে কি হবে বল ত' !

: কিছুই হবে না। মন্ত্রীরাও মানুষই ত, না হাতি ঘোড়া ?

: না, মানে, আমার কিন্তু আজ খুব আনন্দ হচ্ছে !

: সে বুঝেছি। মন্ত্রী হওয়ার লোভেই তোমার এ আনন্দ।

: লোভ হবে না কেন ? বড় থেকে আরও বড় হ'তে জগতে সবাই চায়।

: যোগ্যতা বলে বড় হওয়া আর যোগ্যতা না থেকেও বড় হওয়ার লোভ এক কথা নয়।

: কি যে সব বড় বড় কথা বল, ওসব আমি বুঝি না। তোমাকে ত' বলেই ছিলেন প্রথম দিন, তোমায় মন্ত্রীত্ব দেবেন।

: রাজনীতির লোকরা অমন অনেক কথাই বলেন, কিন্তু সেই কথার মত কাজ করেন না।

: আমার ত' মনে হয় তোমায় মন্ত্রী করবেই, কেননা গত তিন-তিনটে নির্বাচনে তোমার মত এত বেশী ভোট কেউ পায়নি।

: এ কথা আবার কোন্ রয়টার তোমায় জানাল ?

: বাঃ রেডিওতে বল্‌ল যে আজ সন্ধ্যায়।

: ও !

: জান, বামুন মেয়ে বলেছে, মন্ত্রী হ'লে ও আমাদের সঙ্গে শহরের বাড়ীতে গিয়ে থাকবে।

: মন্ত্রী ত' হচ্ছি আমি, সারা বাড়ী শুদ্ধ সবাই ত' নয়। তবে তোমরা শহরে যাবে কেন ?

: ওঃ, আমি বুঝি এই অজ পাড়াগায়ে পড়ে থাকব আর নিজে থাকবে রাজধানীতে ?

: যে যায়গায় জীবনের এতটা কাল কাটালে, রাতা-রা[illegible] জায়গার ঋণ ভোল কি করে ?

ঃ ও সব বড় বড় কথা আমি বুঝি না। তুমি যদি মন্ত্রী হ'য়ে চলে যাও শহরে, আমরাও যাব।

ঃ সে যখনকার কথা তখন দেখা যাবে, এখন ঘুমোও ত'।

স্বামীর আশ্বাসে আশ্বস্ত হ'য়ে সুভাষিনী চোখের কপাট বন্ধ করলেন। একটা নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ততায় ভরে গেল তাঁর মনদেশ। ঘুম নেমে এলো চোখের পাতায়।

কিন্তু ঘুম নামছে না আজ ডাক্তার অমূল্যভূষণের চোখে। মনে চলছে দ্বন্দ্ব, রাজধানীর হাতছানিতে ছুটে যাওয়া কি উচিত হবে যদি নাম ওঠে তাঁর মিনিষ্টার'স প্যানেল-এ। এই যে মানুষগুলো যৌবনে এম. বি. ডিগ্রি পিঠে ঝুলিয়ে আসার সময় থেকে স্নেহে শ্রদ্ধায় তাঁকে জীবনে করেছে প্রতিষ্ঠিত, তাদের মায়া কাটিয়ে, তাদের প্রতি কর্ত্তব্যের বন্ধন ছিন্ন করে তিনি ছুটে যাবেন নিজের সুবিধার জন্য? এটা কি এদের প্রতি কৃতঘ্নতা নয়। এটা কি বিশ্বাসীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা নয়? অসহায় মানুষদের সেবা করাই ত' চিকিৎসকের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। এদের স্নেহের দানে, কৃতজ্ঞতার নিদর্শনেই ত' আজ পেয়েছেন তিনি এমন প্রতিষ্ঠা। জেলার এ অংশের দশ বিশটা গ্রামের মানুষ অমূল্যভূষণ বলতে অজ্ঞান। সেই মানুষগুলোকে ছেড়ে তাদের দুঃখের সামিল না হ'য়ে, নিজেব সুখের ও সাফল্যের স্বর্ণ সিংহাসনে গিয়ে বসবেন।

এই সব ভাবতে ভাবতে বায়ু চড়ে যায় ডাক্তার অমূল্যভূষণের। বিছানায় শুয়ে থাকতে অশ্বস্তি লাগে। তাই উঠে পড়ে দরজা খুলে বারান্দায় চলে আসেন। নিশুতি রাতের হিমেল হাওয়ায় দেহ যেন জুড়িয়ে যায়। বারান্দায় ধীরে ধীরে পায়চারি করেন তিনি।

ক্ষমারও ঘুম নামেনি আজ চোখে। পাশে শোয়া দিদিদের মৃদু মৃদু [illegible]কছে। ওর মনেও দ্বন্দ্ব, বাবা ওর কি ভাবে নিজেকে মানিয়ে [illegible]টিক্স-এর কুটিল গতি-প্রবাহে। শুনেছে ও অনেকের

মুখে, রাজনীতিকেরা দিনকে রাত রাতকে দিন করতে পারে হাসতে হাসতে। পার্টি ও আত্মকল্যাণের জন্য করতে পারে না তারা এমন অপকর্ম নাকি অভিধানে লেখা নেই। এ ছাড়া মন্ত্রীত্ব পেলে ধূরন্ধর সেক্রেটারীদের সঙ্গে মানিয়ে চল্‌তে হবে। যাদের কাছে নাকি মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার চেয়েও ফাইলের মূল্য বেশী। কিন্তু ওর বাবা ত' ফাইল বোঝেন না, বোঝেন মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি কান্নাই। তবে? তবে কি ভাবে তিনি নিজেকে মানিয়া নেবেন নতুন মানুষগুলোর সঙ্গে। এই সব ভাবনায় যখন পেয়ে বসেছিল ক্ষমাকে ঠিক তখনই বারান্দায় বাবার চটি ঘষটানোর মৃদু শব্দ পেল ও। এত রাত পর্য্যন্তও তাহ'লে ঘুমোন নি ওর বাবা? অসুখ করবে যে। তাড়াতাড়ি মশারি থেকে বেরিয়ে খিল খুলে বারান্দায় চলে আসে। দেখে ওর অনুমান অভ্রান্ত। বারান্দার ওদিকটা থেকে ধীরে ধীরে অমূল্যভূষণই এগিয়ে আসছেন। ও এক পা দু'পা করে বাবার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে—

ঃ তুমি এখনও ঘুমোওনি, বাবা!

ঃ ঘুম যে আজ আসছে না মা। চিন্তায় ভাবনায় মাথাটা যেন কেমন গরম হ'য়ে উঠেছে।

ঃ ভেবে ত কিছু হবে না বাবা। চল শুয়ে পড়বে, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দেব।

আদরিণী কনিষ্ঠার কথা ফেলতে পারেন না অমূল্যভূষণ। তাই ঘরে ঢুকে বিছানার আশ্রয় নেন। ক্ষমা শিয়রে বসে বাবার মাথার চুলে আঙ্গুল চালাতে থাকে।

৩

পরদিন প্রভাতী পত্রিকা সারা দেশের সকল কেন্দ্রের ফলাফল বুকে নিয়ে বেরুলো। দু'একটি রাজ্যে অবস্থা খারাপ হয়েও কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল পার্লামেন্টের আসনগুলোতে। পত্রিকার নিজস্ব বিশেষ প্রতিনিধি সম্ভাব্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদেব যে প্যানেল প্রকাশ করেছে ঘনিষ্ট মহলের আলাপ আলোচনা শুনে, তাতে দেখা যাচ্ছে অমূল্যভূষণের নামও উক্ত হয়েছে। ক্ষমাই সর্বপ্রথম খবরের কাগজ দেখে থাকে ফি দিন। আজও তার চোখেই পড়ল বিজয়ীদের সচিত্র তালিকায় ওর বাবাব নাম ও ছবি। এরপর বিশেষ প্রতিনিধির সম্ভাব্য তালিকায় বাবার নাম দেখে ও ছুটলো মায়ের কাছে। সুভাষিনী আঁচলে ভিজা হাত মুছতে মুছতে এসে দাঁড়ালেন সংবাদ পাঠবতা মেয়ের কাছে। সংবাদ শোনা নয় ত শ্রবণের ভেতর দিয়ে মর্মে পৌঁছানো। বয়েসের কথা ভুলে রমা ও অমা হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল—

ঃ কি মজা মা, বাবা মন্ত্রী হবে!

সুতবাং আব একবাব সুভাষিনী মেয়েদের নিয়ে ছুটলেন মা, মঙ্গলচণ্ডীর থানে সিধা দিতে।

অভ্যেসমত প্রাতঃস্নান সেরে বাথরুম থেকে বের হতেই বাবাকেও ক্ষমা সংবাদটা পড়ে শোনাল। কিন্তু অমূল্যভূষণের মুখ-চোখ কেমন যেন গম্ভীব। হা-না, ভাল-মন্দ কোন কথাই তিনি বললেন না। বুদ্ধিমতি ক্ষমা বুঝলো যে বাবার মনগহনে এখনও বয়ে চলেছে দ্বন্দ্ব-ধাবা।

যথা সময়ে অমূল্যভূষণ ডিসপেন্সারীতে বসলেন। প্রচুর রোগী [illegible] ত' হলই সেই সঙ্গে আর এক ধরণের মানুষ ভীড় করছে

লাগল—যারা তাঁর মন্ত্রীত্ব লাভের সম্ভাবনা জেনে জানাতে এসেছে আগাম অভিনন্দন। অনেকে আবার এখন থেকেই বেকার আত্মীয় স্বজনের একটা হিল্লে করার তদ্বির কবতে এলো। অমূল্যভূষণ কিছুক্ষণ ওদের এই অযাচিত অত্যাচার সহ্য করলেও শেষ পর্য্যন্ত স্পষ্ট বলে দিলেন যে মন্ত্রী না হওয়া পর্য্যন্ত মন্ত্রীত্ব লাভেব অভিনন্দন তিনি নিতে পারছেন না। তা ছাড়া চিকিৎসক তিনি, তাঁব সামনে রোগী বসে থাকতে তাদের না দেখে অন্য কাজে মন দিতে পাবেন না। তাঁব এই কথা সকলকে বলে দেবার জন্য ডিসপেন্সারীর সামনে বসিয়ে দিলেন দু'জন সহকারী ডাক্তারকে। ফলে আগন্তুকদেব অনেকে প্রস্থান করতে করতে মনে মনে ভাবতে লাগল যে, মন্ত্রী হবার আগেই এই, না জানি মন্ত্রী হলে মেজাজ কত তিরিক্ষে হবে।

অমূল্যভূষণ মন্ত্রীত্ব চান আর নাই চান শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু মন্ত্রীত্বের আসন যেন হেঁটে এসে তাঁকে বক্ষে বসিয়ে নিল। নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি পার্টিব নির্বাচিত নেতাকে রাষ্ট্রপতি আহ্বান জানালেন মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন কববাব জন্য। সাংগঠনিক শাখাব নেতৃবৃন্দেব সঙ্গে পবামর্শ করে যথাসময়ে বাষ্ট্রপতির কাছে ভাবি মন্ত্রীপবিষদেব সভ্যদের তালিকাও পেশ কবলেন দলেব নেতা। বলাবাহুল্য সংবাদ পত্রের বিপোর্টে মন্ত্রীদেব যে সচিত্র তালিকা বের হ'ল তাতে অমূল্যভূষণের নামও দেখা গেল। ফলে আশপাশেব দশ-বিশটা গ্রাম ও সদরেব প্রভাবশালী লোকরা ত বটেই এমন কি অশিক্ষিত কৃষাণ, বাউড়ি, সাঁওতালবা পর্য্যন্ত লোকমুখে তাদের প্রিয় ডাক্তাববাবুর সৌভাগ্যকে জানাতে এলো অকৃত্রিম অভিনন্দন। সেই সঙ্গে স্থানীয় কংগ্রেসের প্রভাবশালী চক্রের ও ব্যবসায়ী মহলের আনা-গোনাও গেল বেড়ে। সবারই এক কথা, একটু মনে রাখবেন। প্রয়োজনে যেন কোন আর্জি পেশ করলে তাতে নেক নজর দেওয়া হয়। অমূল্যভূষণের মনে এখনও [illegible] এখনও দ্বিধা। থেকে থেকে যেন কেবলই মনে হ'তে [illegible]

হঠাৎ সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে ওঠায় শেষে না। মৃত্যু হয় তার অন্তরের সংবেদনশীল মানুষটির। যে মানুষটি চিকিৎসা ব্রতর মাধ্যমে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে অসহায় মানবাত্মার আকুল আহ্বানে যেত ছুটে, চেষ্টা করত আন্তরিক ভাবে তাদের দুঃখ, ক্লেশ লাঘব করতে। অমূল্যভূষণ, মানুষ অমূল্যভূষণ হয়তো এ লোভনীয় পদ প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন কিন্তু রক্তের স্বাদ পাওয়া ম্যানইটারের মত তাঁর সহধর্মিণী সুভাষিনী পেয়েছেন যে নব মর্য্যাদারূপ রক্তের স্বাদ। তা থেকে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করা যাবে না। আর প্রতিনিবৃত্ত করতে গেলে সে হয়তো হিংস্র হয়ে সাংসারিক শান্তিদেহে বসিয়ে দেবে রক্ত লোলুপ থাবা। তাই মন্ত্রীত্বের মসনদ কণ্টকাকীর্ণ মনে হ'লেও তাতে অধিরোহী না হয়ে দ্বিতীয় পথ নেই।

যথা সময়ে রাজধানী থেকে ট্রাঙ্ককলে নির্দেশ এলো মন্ত্রীত্বের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদান করবার জন্য। ইতিমধ্যে প্রধান মন্ত্রী মোটামুটিভাবে দপ্তর বণ্টনের কাজও সেরে ফেলেছিলেন। খবরের কাগজে এ বিষয়ে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা গেল অমূল্যভূষণের কাঁধে পড়েছে সবিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পোর্টফোলিও। নির্বাচিত হয়েছেন তিনি খাদ্যমন্ত্রী।

অমূল্যভূষণ এ দপ্তরটা পেয়ে কিছুটা খুশী হ'লেন। রোগীর সেবাব্রতের সঙ্গে দারিদ্রপীড়িত দেশের ক্ষুধার্ত্তের মুখে আহার জোটাবার একটা কেমন যেন মানবিক সৌসাদৃশ্য আছে। সেদিক থেকে এ দপ্তরে জনসেবার সুযোগ কিছুটা যেমন বেশী তেমনি দপ্তরটি দায়িত্বপূর্ণও।

বিদায় নেবার দিন ঘনিয়ে এলো। কাতারে কাতারে মানুষ দেখা করতে ভিড় করল অমূল্যভূষণের বাড়ীর সামনে। সবার মুখেই [illegible] কথা, অসুখে বিসুখে মুমূর্ষু রোগীরা এখন কার পায়ে এসে [illegible] আশ্রয়, পাবে আশ্বাস। শুধু চিকিৎসার পরামর্শই ত নয়,

অভাবীকে কখনও পথ্য ও ওষুধের অর্থের জন্য ফেলতে হয়নি দীর্ঘশ্বাস। অমূল্যভূষণের ইচ্ছা প্রতিটি মানুষেব সঙ্গে কথা বলে আশ্বাস দেন যে, যে সহায়তা, যে সেবা তারা তাঁর কাছ থেকে পেয়ে এসেছে, সেই সেবা ও সহায়তার ধারা অক্ষুন্ন থাকবে। এ কাজের দায়িত্ব তাঁর দু'জন সহকারী সনিষ্ঠায় পালন কববেন। কিন্তু শত সহস্র লোককে ব্যক্তিগত ভাবে কথা ব'লে এ আশ্বাস দিতে গেলে বিমান বন্দরে গিয়ে নির্দিষ্ট প্লেন ধরা হয়তো যাবে না। কারণ আগে থেকেই এয়ার প্যাসেজ বুক করা ছিল—পবিবারেব সকলের ত বটেই সেই সঙ্গে স্থানীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট এবং অমূল্যভূষণেব বিশ্বস্ত দু'জন যুবকের। যাদেব ওপর প্রয়োজনে একান্ত সচিবের দায়িত্ব দেবেন বলে মনে মনে স্থিব ক'বে রেখেছেন।

শেষ পর্য্যন্ত মাইক আনা হ'ল। মাইকের মাধ্যমে অমূল্য-ভূষণ সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে তাঁব বিদায়বাণীতে বল্‌লেন—

ঃ যাঁরা আমাকে আজ এই গৌরব অর্জনে সহায়তা ক'রেছেন তাঁদের ঋণ অপরিশোধনীয়। আমি তাঁদের প্রতি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে যাইনি। আমার সেবাব্রত আগের মতই চল্‌বে, আগের মতই যে কোন রোগীর চিকিৎসার সুব্যবস্থা করবেন আমার সুযোগ্য সহকারীরা। এতে আমার মনে হয় আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না। অসুবিধা হবে ব্যক্তিগতভাবে আমার। কেননা আমিই আজ থেকে আপনাদের সেবা করার মাধ্যমে মানসিক পুণ্য অর্জনের সুযোগ হারালাম। যা হ'ক না কেন আপনারা আমার এ ত্রুটি মার্জনা করবেন। আমি যখনই সুযোগ পাব, তখনই আপনাদের কাছে ছুটে আসবো। তা ছাড়া বিশেষ কোন কোন রোগীর জন্য আমার পরামর্শ প্রয়োজন হ'লে ট্রাঙ্ককল করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতেও বলে গেলাম। পরমেশ্বরের [illegible] প্রার্থনা করি, আমি যেন ঠিক আগের মতই বৃহত্তর ক্ষেত্রে [illegible]

সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করে যেতে পারি। আপনারা আমাকে আমার নতুন কাজে সফল হতে আশীর্বাদ করুন।

বিদায়ের কাল ঘনিয়ে এলো। পর পর দাঁড়িয়ে আছে তিনটে মটর। এছাড়া ট্রেনে যাবে শ্যালক সঞ্জয়কুমার মালপত্র নিয়ে। মালপত্র সব ওঠানো হয়েছে লরিতে। ক্ষমা, অমা ও রমার বান্ধবীরাও এসেছে। বন্ধুদের বিদায় দিতে তাদের চোখ হ'ল জল-ছল-ছল। সুভাষিনী মা, মঙ্গলচণ্ডীর প্রসাদী ফুল আঁচলে বেঁধে নিলেন। অবশেষে অমূল্যভূষণের তাড়ায় সবাই গাড়ীতে গিয়ে উঠল। গাড়ী এগিয়ে চল্‌ল ধীরে ধীরে বড় রাস্তার দু'দিকে দাঁড়ান সারিবদ্ধ জনতার মাঝ দিয়ে। অমূল্যভূষণ যুক্ত করে সকলের অভিবাদন গ্রহণ করতে করতে এগিয়ে চল্‌লেন। বিদায় কালে সমবেত দীন দুঃখীদের অনেকের চোখই হ'ল অশ্রুপূর্ণ।

৪

এ জগৎ অন্য।

এ জগতে নেই আলোর প্রয়োজন। নিঃসীম কালোময় এ জগৎ। অপর রাষ্ট্রের সীমান্ত সন্নিহিত বিস্তীর্ণ গহন বনদেশের তলদেশে পঁচিশ বিঘা পরিমিত ভূখণ্ডে কংক্রিট ফ্লোরিং ও রুফিংয়ের বিরাট এক গুহা-নগর। দেশের ভেজাল কারবারী ও কালোবাজারীদের প্রতীক রাজ্য। না, এ কংক্রিট তৈরী হয় নি গঙ্গা মাটি মেশান সিমেণ্টে পাথর কুচি মিশিয়ে। খাঁটি এক নম্বর সিমেণ্টেই তৈরী করা হয়েছে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য এ গুহা-নগর। গুহানগরের সম্মুখভাগে মাটির ওপরটায় বিশাল ইঁটখোলা ও শুরকী মিল। তারই একদিকে সিমেণ্টের [illegible] বিরাট এক দৈত্য-মুখ সন্নিহিত মন্দির। দৈত্যের দেহের [illegible] ব্যাদিত মুখের দাঁতগুলো হাতির দাঁতের মত বড় ও

ধবধবে সাদা। মুখ-গহ্বর টকটকে লাল। কিছুটা দূরেই ইঁটখোলার ধূলি ধূসরিত অফিস। অফিসের ম্যানেজারটির চোখে-মুখে যদিও সারল্যের ছাপ কিন্তু বেশ মনযোগ দিয়ে দেখলে বোঝা যাবে সেই সারল্য আসলে একটা ছল মাত্র। কাল কুটিলদের নিভৃত নগরের সদা সতর্ক দারি এ। এই মানুষটি এত বিশ্বস্ত যে এর-ওপরই কালা-নগরের নিরাপত্তা নির্ভরশীল। কালি ঝুলি মাখা দেয়ালের নানাস্থানে কালা নগরের গুপ্ত দ্বারসমূহের ইলেকট্রিক সুইচ অফ বা অন করার মালিক এই লোকটিই।

কালা নগরের মিটিং রুমে অল ইণ্ডিয়া ব্ল্যাকমানি হোল্ডারস, ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারস এণ্ড এ্যাডালটারেটরস কংগ্রেস বা সংক্ষেপে ব্ল্যাক কংগ্রেস-এর সুপ্রিম প্রেসিডিয়াম সদস্যদের জরুরী সভা বসেছে। ...শের সকল প্রান্তের বড় বড় কালোবাজারী, ভেজাল কারবারী ও ...কার অধিশ্বররা সমবেত হয়েছেন দেশের নব নিযুক্ত কেন্দ্রীয় ... মধ্যে যারা নবাগত তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে ...না করবার জন্য এবং তাদের কালোবাজার ও ভেজাল বিরোধী ...াপ প্রতিরোধের উপায় উদ্ভাবনের জন্য।

...খীন চাদরে মোড়া বিরাট টেবিলের এক দিকে সারিসারি ...ন সুপ্রিম প্রেসিডিয়াম সদস্যরা আর অন্য দিকে বসেছেন ব্ল্যাক ...সের বিভিন্ন বিভাগীয় ডিরেক্টারবৃন্দ। এর মধ্যে সাইকো ...লিসিস বিভাগটি উল্লেখযোগ্য। এই বিভাগ দেশের বড় বড় ... ও উপনেতাদের জীবনের ঘটনা মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ...র বিশ্লেষণ করে তাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যকলাপ কিরূপ হবে, ...তার দ্বারা ব্ল্যাক কংগ্রেসের সদস্যদের কিরূপ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা প্রতিকারের উপায় কি, ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণাপ্রসূত ফলাফল নির্ণয় করেন।

ইতিমধ্যে সমবেতদের সামনে উর্দি আঁটা বেয়ারারা সর... সারভ করে গেল। সুপ্রিম প্রেসিডিয়ামের বর্তমান...

চেয়ারম্যান মগনলাল জাজরিয়া সাইকো এ্যানালিসিস ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টার ইন্-চার্জ ডক্টর নায়েকের দিকে চেয়ে বল্লেন—

: ডক্টর নায়েক, আপনি তা হ'লে এবারের নব-নিযুক্ত মন্ত্রীদের সম্পর্কে যে রিপোর্ট তৈরী করেছেন তার জিষ্ট প্রেসিডিয়াম সদস্যদের শুনিয়ে দিন।

জাজরিয়ার কথায় ডক্টর নায়েক আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে প্রেসিডিয়াম সদস্যদের অভিবাদন জানিয়ে বল্‌তে থাকেন—

: (আমাকে খুব দ্রুত সব খবর সংগ্রহ করতে হয়েছে, বিশেষ প্রতিনিধি পাঠিয়ে। তাই এ রিপোর্টকে আমার প্রাথমিক রিপোর্ট হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। এবারে যে সকল নতুন মন্ত্রী কেন্দ্রীর মন্ত্রী-সভায় ক্যাবিনেট মিনিষ্টার হিসাবে এসেছেন তার মধ্যে একমাত্র খাদ্যমন্ত্রী অমূল্যভূষণ গান্ধীবাদি নন। অন্যান্য আর সকলেই গান্ধীবাদি। ফলে সেই সব মন্ত্রীদের ট্যাকল করা সুবিধা। বিশেষ করে বিতর্কিত বিষয়েও এদেব আপোষমূলক মনোভাব থাকায় অনেক সময়ই ব্ল্যাক কংগ্রেস-এব সদস্যদের স্বার্থ বিরোধী কাজে কোন রকম ড্রাষ্টিক এ্যাকশান নিতে এরা হন দ্বিধাগ্রস্ত। তাই আমাদের সদস্যরা সম্মানের সঙ্গে ছাড় পেয়ে যান।)

: কিন্তু ডক্টর নায়েক, আমাদের ফুড মিনিষ্টার কি পলিটিক্স-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে এবারেব ইলেকশনের আগে থেকে জড়িত ছিলেন?

জানতে চান মগনলাল।

: না, তা ছিলেন না। সেইটাই সবচেয়ে ভয়ের কারণ। তিনি পুরাপুরি মানবিক বোধ সম্পন্ন মানুষ। এমন কি যৌবনে একবার নিজের প্রাণ বিপন্ন ক'রেও বর্ষার জলে ডুবন্ত এক শিশুকে রক্ষা করেছিলেন। এ ছাড়া চিকিৎসক জীবনে ইনি অর্থটাকেই পরমার্থ জ্ঞান করে রোগীদের শোষণ করতেন না। এমনও রিপোর্ট পাওয়া গেছে, যক্ষ্মা রোগীর পথ্য ও ওষুধ পর্য্যন্ত জুগিয়েছেন মাসের পর

মাস। তাই আমার মনে হয় খাদ্যমন্ত্রীই এবার ব্ল্যাক কংগ্রেসের সদস্যদের সবচেয়ে বেশী বেগ দেবেন।

প্রেসিডিয়ামের অপর সদস্য রতিকান্ত প্যাটেল শুধান—

ঃ আচ্ছা ডক্টর নায়েক, অমূল্যভূষণের নেশা-টেশা করার অভ্যাস আছে কি ?

ঃ না না, প্যাটেলজি, তিনি পুরোমাত্রায় আদর্শবাদী !

বলেন ডক্টর নায়েক।

ঃ তা হ'লে ত আমাদের রঞ্জিনীদের লাগিয়েও কাজ হবে না, নাকি বলেন ডক্টর নায়েক ?

প্যাটেলজি পুনরায় বলেন।

ঃ তবে পর্বত প্রমাণ নিরাশার মধ্যে সর্ষে পরিমাণ আশা হল খাদ্যমন্ত্রী অমূল্যভূষণের স্ত্রী সুভাষিনীর মানসিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা। মদ যিনি খান না—তার মেয়ে মানুষের প্রতি আকর্ষণ প্রায় ক্ষেত্রেই থাকে না। ডক্টর অমূল্যভূষণেরও ওসব দোষ নেই।

ঃ তা হ'লে ত খুবই ভাবনার কথা হ'ল।

বলেন মগনলাল জাজরিয়া।

ঃ হ্যাঁ, তা বৈকি। এখন খুব সহজে ব্ল্যাকমানি করার স্কোপ ত খাবার জিনিষেই হয়।

বলেন অন্য প্রেসিডিয়াম সদস্য অর্জ্জুন সিং। ডক্টর নায়েক খাদ্যমন্ত্রী অমূল্যভুষণের ফাইলটা সরিয়ে রেখে মাদ্রাজ থেকে নির্বাচিত শ্রমমন্ত্রী এ, পি, নাদার-এর ফাইলটা খুলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় মিটিং রুমের দক্ষিণ দিকের দেয়ালে জরুরী রেডসিগন্যাল বা লাল বাতি দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলতে-নিভতে লাগল। তা দেখে চেয়ারম্যান মগনলাল জাজরিয়া চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে অন্যান্য সদস্যদের বলেন—

ঃ আপনারা মিটিং চালিয়ে যান, আমি আর্জেণ্ট ইন্‌স্ট্রাকশন রুমে যাচ্ছি। ইনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টর-ইন-চার্জ মিঃ [illegible] একটু বিশেষ কাজে গেছেন, তাই।

কথা শেষ করেই মগনলাল ছুটে বেরিয়ে গেলেন মিটিং রুম থেকে।

ইনষ্ট্রাকশন রুমে এসে বিশেষ ধবণের রিসিভার কানে তুলে নিতেই অপর প্রান্ত থেকে কথা ভেসে এলো—

: আমি ইনফরমার এইট্টি বলছি স্যার।

: হ্যাঁ বল, এম, জি, স্পিকিং।

: নমস্কার স্যার। আমাদের ব্ল্যাক মেম্বার টু ফিফটির বিরুদ্ধে যাদের এফ, পি, আর. এস, নাইন হাণ্ডেড, আজই রেশন পাচার করার জন্য গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে যাচ্ছে এন্‌ফোর্সমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট। এক বস্তা চিনি নাকি সারপ্লাস আছে ষ্টক বুক থেকে।

: ফোনে খবর দিয়ে দাও, এক্সেস মালটা যে কোরেই হোক সরিয়ে দিতে।

: ওদেব ফোন যে নেই স্যার। ফোন থাকলে ত কোন কথাই ছিল না।

: তবে কি করতে চাও? পুলিশ কি বেরিয়ে পড়েছে?

: বের হয় নি স্যার, মিনিট পাঁচেক-এর মধ্যেই বেরুবে। আমি এনফোর্সমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের হেড কোয়ার্টারের কাছেই আমাদের সিক্রেট টেলিফোন বুথ থেকে কথা বল্‌ছি।

: তাহলে উপায়?

: একমাত্র উপায় আছে স্যার, পুলিশ ভ্যানটাকে এ্যাকসিডেণ্ট করিয়ে দেওয়া। তারপর সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি নিয়ে খবর দিতে বেরিয়ে যাওয়া।

: কি ক'রে এ্যাকসিডেণ্ট করাবে?

: এ লাইনে চার পাঁচটা বাস ড্রাইভার আমাদের "ব্ল্যাক পেনশন" পায় স্যার। ওদের একজনকে দিয়ে করান যাবে। আর [illegible] হ'লে লরী ঠিক করে নেব।

[illegible] তাই কর, তবে দেখবে, বড় এ্যাকসিডেণ্ট যেন না হয়।

তবে আবার এনকোয়ারী কমিশন বসতে পারে। সে আর এক ঝামেলা।

: আচ্ছা স্যার, ছেড়ে দিচ্ছি।

অতঃপর ইন্‌ফরমার এইট্টি ব্ল্যাক টেলিফোন বুথ থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। ভাগ্যক্রমে এই সময়ই ওদের পেনশনভোগী একটা ডবল ডেকার বাস ড্রাইভারকে দেখে হাতের ঈশারায় থামাল। তারপর টুক করে উঠে গিয়ে ড্রাইভারের ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে ইনষ্ট্রাকশন দিয়ে দিল। ঠিক এমন সময়ই রাস্তায় পড়লো রেড সিগন্যাল! তারপর লক্ষ্য পড়ল ওর নির্দিষ্ট নম্বরের পুলিশ ভ্যানটার ওপর। এনফোর্সমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের ঘাগু অফিসার বরেন রায়ের হাতে দেখা গেল ফাইল। ভ্যানটা এসে গেল বাসের ঠিক পেছনে। বাস ড্রাইভারকে শেষবারের মত ইশারা করে ইনফরমার এইট্টি দ্রুত নেমে গেল।

এফ, পি, আর, এস নাইন হাণ্ডেড-এর কাছে এসে ইনফরমার এইট্টি দেখল যে কার্ড হোল্ডাবদের বেশ ভিড়। মনে মনে ভাবল এর মধ্যে মাল সরাতে গেলেও আবার কোন গোল না হয়। হঠাৎ চোখ পড়ল গিয়ে পাশের টি. ষ্টল-এর ওপর। বসে বসে চা খাচ্ছে এফ, পি, আর, এস নাইন হাণ্ডেড-এর মালিক। ইন্‌ফরমার এইট্টি এগিয়ে গিয়ে আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়ে আসন্ন বিপদের কথা বলতেই মালিক অত্যন্ত নার্ভাস হ'য়ে পড়ল।

: না, না, এখন নার্ভাস হবেন না।

ফিস্‌-ফিস্‌ করে ইনফরমার এইট্টি বলল।

: আপনি আমাকে রেশন অফিসের সাপ্লাই বিভাগের ইনস্‌পেক্টর হিসেবে ব্যবহার করুন। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বিপদে ধৈর্য্য ধরতে হয়। মালটা সরিয়ে দেবেন, তবে নিজের বাড়ীতে কিছুতেই নয় কিন্তু।

ইনফরমার এইট্টির কথা মত ফেয়ার প্রাইস রেশন শপ-এর [illegible]

হাত কচলাতে কচলাতে তাকে স্বাগত জানাল। দোকানে ঢুকতে ঢুকতে লাইনের লোকদের মুখগুলো দেখে নিয়ে আই এইট্টি বলে—

ঃ দেখে এলাম এফ, পি, আর, এস্ এইট ফিফটিতে চিনি শর্ট, আপনি এক বস্তা চিনি দিয়ে আসুন ত'। ওদের চিনি আসবে বিকালে, তখন আবাব নিয়ে নেবেন, কেমন।

ঃ বেশ ত স্যার। আমি এখুনি নিয়ে যাচ্ছি।

রিক্সা ডেকে রেশন দোকানের মালিক সারপ্লাস চিনিব বস্তা নিয়ে চলে গেল। ইনফরমার এইট্টি কিছুক্ষণ বেশনের মাপ ঠিকমত দেওয়া হচ্ছে কিনা দেখে দু'একবার উপদেশ দিয়ে কেটে পড়ল।

ব্ল্যাক কংগ্রেসের সুপ্রিম প্রেসিডিয়ামে এতক্ষণে নতুন মন্ত্রীদের বিষয়ে আলোচনা শেষ হ'ল। এবারে আলোচনা সুরু হ'ল পুরাতন মন্ত্রী এম, পি ও এম, এল, এ,দের বিষয়ে। এ বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর শিউশঙ্কর শুক্লাকে তাব রিপোর্ট পেশ কবতে আহ্বান জানালেন মগনলাল। শিউশঙ্কব আসন ছেড়ে উঠে বলতে থাকে—

ঃ আমরা প্রথম সাধারণ নির্বাচনেব সময় আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য মাত্র একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, পাঁচ জন রাজ্যিক মন্ত্রী, কুড়ি জন এম, পি এবং একশ পঞ্চাশ জন এম-এল-এ, এম-এল-সি-কে পেয়েছিলাম। কিন্তু য•ই দিন যাচ্ছে, আমাদের গণ-সংযোগ শাখা ততই সুষ্ঠু ভাবে সর্বস্তবের মানুষের মনে কালটাকার লোভ বা অর্থ-লোলুপতা সঞ্চার করতে সফল হচ্ছে। এখন প্রায় প্রত্যেক মানুষই সৎপথে আয় করা টাকার চেয়ে অসৎ পথের আয়ের টাকার প্রতি বেশী আসক্ত হ'য়ে পড়ছে। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে, আমাদের সমর্থক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সংখ্যা দাঁড়ালো পাঁচ জন, রাজ্যিক মন্ত্রী পঁচিশ জন, এম, পি পঁচাত্তব জন এবং এম, এল, এ,-এম, এল, সি [illegible]শ জন। আমার বিশ্বাস এই তৃতীয় নির্বাচনের পর ঐ সংখ্যা [illegible] করা সম্ভব হবে। সব চেয়ে বড় কথা এই যে, সাদা পথে

চলে যে জীবনে উন্নতি করা যায় না—একথাটা আজ সর্বস্তরের জন-সাধারণই প্রায় মেনে নিয়েছে। বলাবাহুল্য আমাদের কালারাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে জন-গণের এই মনোভাব খুবই সহায়ক হবে। এমনকি মন্ত্রীদের মধ্যে বেশী সংখ্যকেরই মনোবল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তারা শুধুমাত্র নিজের নিজের স্বার্থ ও গদি ঠিক রাখার কথাই চিন্তা করে। এর কারণ আমরা বেশ সাফল্যের সঙ্গে মন্ত্রীতে মন্ত্রীতে ও পার্টি ও পার্লামেণ্টারি পার্টিতে ঠোকাঠুকি বাঁধিয়ে দিচ্ছি। দেশবাসীর কোন মঙ্গল বা কল্যাণ করা যে তাদের পক্ষে সম্ভব, এ-বিশ্বাস তাদেব অনেকেরই নাই।

রিপোর্ট পড়া হলে আলোচনার সূত্রপাত করে মগনলাল জাজরিয়া বলেন—

: আপনারা বলুন, এ রিপোর্টের ওপব কোন কিছু বলার আছে কি না।

: না, না, আমাদের কাজ খুব ভাল মতই ত' চলছে।

বলেন রতিকান্ত প্যাটেল। অর্জুন সিং প্যাটেলজির কথায় সায় দেন।

এবার উর্দি আটা বেয়ারারা খাবাব পরিবেশন করে। ইটিং-এর সঙ্গে চলতে থাকে ব্ল্যাক কংগ্রেসের মিটিং। ইতিমধ্যে আলোচনার তৃতীয় স্তর সুরু হয় গুজব বিভাগীয় অফিসার ইন-চার্জ, আকাশবাণীর প্রাক্তন ডিরেক্টর এস মাসানীর রিপোর্ট দিয়ে। মগনলালের ইঙ্গিৎমত মিঃ মাসানী তার বিপোর্ট পড়া শুরু করে—

: গুজব বিভাগ' বা 'রিউমার সেকশন' কাল টাকা আহরণের পক্ষে যে একটা 'ভাইটাল সেকশন' সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। তা ছাড়া এই সকল গুজব ছড়াবার কাজে যাদের নিয়োগ করা হয় তারা ছা পোষা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বা বস্তিবাসী মানুষ। এঁদের জন্য ব্ল্যাক কংগ্রেসের খুব কমই খরচ হয়ে থাকে। [illegible] সে বছর 'চাল নেই' গুজব ছড়িয়ে প্রায় ছয় কোটি টাকা [illegible]

গুজব ছড়িয়ে আশী লক্ষ টাকা, 'বেবি ফুড নেই' গুজব ছড়িয়ে দেড় কোটি টাকা, 'ডাল নেই গুজব ছড়িয়ে পাঁচ কোটি টাকা এবং 'সর্ষের তেল নেই' গুজব ছড়িয়ে তিন কোটি অতি মুনাফা আয় করা গিয়েছে। তা ছাড়া এই মওকায় বাদাম তেলের কৌলিণ্য বাড়িয়ে দেওয়া গেছে। এই সব গুজবগুলো ফলপ্রসূ হ'তো না—যদি জনসাধারণের সরকারের ওপর কিছুমাত্র আস্থা থাকত। সুতরাং গুজব বিভাগটিকে আরও সুসংগঠিত করার আমি পক্ষপাতি। এর দ্বারা আমরা কালা-রাজ প্রতিষ্ঠার আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারব অতি সহজে। অত্যন্ত সুখের কথা এই যে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সরকারী খবরের চেয়েও জনসাধারণ গুজবের ওপর বেশী আস্থাশীল। এ দেশের তথাকথিত জাতীয় নেতৃবৃন্দ এত বেশী মিথ্যা ভাঁওতা জনসাধারণকে দিয়েছেন, তার বিষময় ফল এটা। তা ছাড়া জাতীয়তা-বোধ সৃষ্টিতে শাসক দল ব্যর্থ হওয়ায় জনগণ এইভাবে হারিয়েছে মনোবল।

রিপোর্ট পড়া শেষ করে 'রিউমার সেকশন-এর' অফিসার-ইন-চার্জ মিঃ মাসানী আসন গ্রহণ করে। মগনলাল প্রেসিডিয়ামের তরুণ বয়স্ক সদস্য কে, কে মুন্দ্রার দিকে চেয়ে বলেন—

ঃ কি মুন্দ্রাজি, কুছ বাত ত' বলিয়ে। ইয়ে রিপোর্ট মে আপকা সাপোর্ট হায় কি নেহি

ঃ না না খুব ভাল হোয়েছে রিপোর্ট। রিয়ালি দিস ইজ এ ভাইটাল সেকশন। অন্য সেকশনগুলো থেকে আমরা ইমিডিয়েট কোন ফল পাচ্ছি না কিন্তু এ বিভাগের ফল পাওয়া যাচ্ছে হাতে হাতে।

কে, কে, মুন্দ্রা কথা শেষ করতে না করতে সুপ্রিম প্রেসিডিয়ামের অপর সদস্য নিবারণ সাধু খাঁ বলেন—

ঃ আমি ত' মশায় এই গুজব বিভাগের কাজের ফল হাতে হাতে [illegible]। "তেল নেই" গুজব যখন ছড়ালো তখন রাতারাতি [illegible]র টাকা মুনাফা লুটলাম। এই রকম মুনাফা না হলে

কি মুনাফা মশাই। তা ছাড়া সরকারের ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্টের দাও-দাও ভাব আর এক জ্বালা। সামলাই কি ক'রে?

ঃ তবে সে সময় আমাদের আণ্ডার গ্রাউণ্ড গোডাউন-এ সর্বের বস্তাগুলো সরিয়ে রেখে ধীরে ধীরে বের না করলে সরকার সব সর্ষে সীজ ক'রে নেবার চেষ্টা করত।

বলেন মগনলাল জাজরিয়া।

ঃ হ্যাঁ, সে না হ'লে ঐ অত মুনাফা লোটা সম্ভব হ'তোই না।

নিবারণ সাধু খাঁ বললেন।

ঃ 'বেবিফুড নেই' গুজবের সময় আমাদের ব্ল্যাক কংগ্রেসের সদস্যরা বেশ মোটা মুনাফাই কামিয়েছিলেন কিন্তু গোল বাঁধালেন মাত্র একজন সদস্য। তিনি হয়তো পুরাপুরী ভাবে আমাদের কংগ্রেসের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারলেন না, তাই অন্যান্য বেবিফুড-এর ব্ল্যাক স্টকিষ্টরা আমাদের আণ্ডার গ্রাউণ্ড স্টোর-এ মালগুলো গুম্ করে রাখলেও তিনি নিজস্ব গোডাউনেই স্টোর করলেন। ফলও হাতে হাতে পেলেন। মাঝখান থেকে সরকারী চেষ্টায় সমবায় মারফৎ বেবি ফুড বণ্টন করার ব্যবস্থা হ'ল। মার খেলাম আমরা। তবে দেখুন না কদিন পর কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। তাই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ব্ল্যাক কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যেকার ফেলো ফিলিংস আরও বাড়াবার প্রয়োজন আছে। আমাদের ব্ল্যাক কংগ্রেসের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যবৃন্দ অর্থাৎ ব্ল্যাকমাণি হোল্ডারস্ এ্যাডালটারেটরস, ফরেন কারেন্সী হোল্ডারস্, ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারস প্রভৃতি শাখার মধ্যে যত বেশী ইন্টিগ্রিটি গড়ে উঠবে, আমাদের ব্ল্যাক কংগ্রেসের কাজও ততবেশী সুষ্ঠু ভাবে চল্‌বে।

ঃ এ কথাটা যা বলেছেন না মগনলালজি—অত্যন্ত মূল্যবান কথা।

বললেন রতিকান্ত প্যাটেল। অন্যান্য সকল সদস্যই [illegible] সমর্থন জানালেন।

এরপর মগনলালজীর নির্দেশ পেয়ে এ্যাডালটারেশন রিসার্চ ইনষ্টিটিউট এর ডিরেক্টর-ইন-চার্জ বিশিষ্ট গবেষক, ডক্টব বন্দোদকর তাঁর রিপোর্ট পেশ করতে স্বুরু করলেন—

ঃ ভেজাল খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আমার নেতৃত্বে যারা গবেষণা করছেন, তারা অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য শীঘ্রই আমাদের ব্ল্যাক কংগ্রেসের সদস্যদেব দিতে পারবেন। আমবা যে দু' জন দুজন চারজন নারী পুরুষের ওপব ভেজাল খাদ্য ও খাঁটি খাদ্য গ্রহণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে রিসার্চ করছি, তা থেকে একটা জিনিষ স্পষ্ট বোঝা যায় যে ভেজাল খাদ্য ক্রমেই মানুষের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিদ্রোহী ভাব কমিয়ে দেয়। এ ছাড়া আরও একটা কাজ ভেজাল খাদ্য করে তা হ'ল মানুষকে তাব মনুষ্যত্বের কোয়ালিটি থেকে দুরে সরিয়ে নেওয়া। যেমন ধরুন না কেন খাঁটি খাদ্য যে দু' জন নাবী-পুরুষকে খাওয়াচ্ছি তাদেব ক্রিয়াকর্মগুলো সর্বদাই হৃদয়নির্ভরতা দিয়ে চালিত হয়। তারা অন্তরাত্মার প্রতি বেশী আস্থাশীল। মানুষ হিসাবে মানুষেব প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ। কিন্তু যারা ভেজাল খাদ্য খাচ্ছে সেই নারী-পুরুষ দুজন নিজের সুখ-দুঃখ, ভাল মন্দ নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত। বৃহত্তব বা মহত্তর কোন কাজে তাদের প্রবণতা ধীরে ধীবে কমে যাচ্ছে। খাঁটি খাদ্য খাওয়া দু'জন সাবজেক্ট সব সময়ই বিদ্রোহী লক মনোভাব প্রকাশ করে, কিন্তু ভেজাল খাদ্য যাবা খাচ্ছে—তাদের মনোভাব হ'ল 'যা হচ্ছে হ'তে দাও, আমি বেঁচে থাকলেই হল।'

ঃ অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন যে ভেজাল খাদ্য খাওয়ায় মনের বিদ্রোহী ভাব কমে যায়, কেমন কি না ?

কে, কে, মুন্দ্রা জানতে চায়।

ঃ এক্‌জাক্টলি সো।

বলেন ডক্টর বন্দোদকর।

তবে ত' দেখছি ভেজাল খাদ্য সত্যিকারের অহিংস মানুষ

তৈরী করছে। অর্থাৎ আমরা সরকারকে সহায়তাই করছি। তা ছাড় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাও এতে কমে যাচ্ছে।

রতিকান্ত প্যাটেল হাসতে হাসতে বললেন।

ঃ এক দিক দিয়ে কিন্তু কথাটা ঠিক। দেখুন না কেন সরকারী অব্যবস্থায় মানুষেব দৈনন্দিন ভোগ্য পণ্য পাওয়ার কোনই স্থিরতা নেই। অথচ তার বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহী সত্তা ফুলে ফুঁসে উঠছে না। যা হচ্ছে, সবই নির্বিবাদে মেনে নিচ্ছে।

ডক্টর বন্দোদকর বলেন।

ঃ কিন্তু অন্য দিকে এটা ত আমাদেরও সহায়ক। কেননা মানুষেব মনে যদি বিদ্রোহী ভাব বেশী থাকত তবে তারা আমাদের ব্ল্যাক মানুষদের বিরুদ্ধেও গর্জে উঠতে পারত। তা ত উঠছে না। শুধুমাত্র পরস্পর আলোচনা করে শ'কার ম'কারযুক্ত গালাগালি দিয়েই ওরা চুপ হয়ে যাচ্ছে।

বললেন নিবারণ সাধুখাঁ।

ঃ আচ্ছা, ডক্টব বন্দোদকর, যদি আপনার এ গবেষণা ঠিক হয় তবে দমদম দাওয়াই দিতে মানুষ ওভাবে উঠে পড়ে লাগল কেন?

প্রশ্ন করেন রতিকান্ত প্যাটেল।

ঃ এ নিয়ে আমার মনে যে প্রশ্ন ওঠেনি তা নয়। তবে ও বিষয়ে গবেষণা করে দেখেছি যে ওটা জনসাধারণের স্বতোৎসারিত ব্যাপার নয়। পলিটিক্যাল পার্টির লোকরা একটা চাল মেরেছিল মাত্র। তা যদি না হত তবে মানুষ সংঘবদ্ধ ভাবে দম্‌দম্‌ দাওয়াই প্রয়োগ করে আমাদের ব্ল্যাক কংগ্রেসকে কাবু করে ফেলত। কিন্তু যেইমাত্র দু'চার জায়গায় পুলিশি ব্যবস্থা দেখল, ওমনি দমদম দাওয়াই মুখ থুবড়ে মারা গেল। এর কারণ যে পলিটিক্যাল পার্টি এটা চালু করেছিল তারা দেখল যে এটাকে বেশী ব্যাপ্ত হ'তে দিলে জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্য তাদের পার্টির কোন প্রয়োজন হবে না। নিজেরাই সংঘবদ্ধ ভাবে সব সমাধান করবে। অর্থাৎ প[illegible]

পার্টিগুলোর নেতারা বেকার হ'য়ে যাবে। এই ভেবেই আন্দোলনটা চেপে দিল।

ডক্টর বন্দোদকর কথা শেষ করলেন।

: তবেই দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের মনে লোভ যত বেশী শিকড় গেড়ে বসবে, আমাদের কাজ তত সহজ হবে।

বলেন ডক্টর নায়েক।

ডক্টর নায়েকের কথা শেষ হ'তে না হতেই মগনলালের পাশের টেলিফোন বেজে উঠল, তিনি রিসিভার তুলে মুখের কাছে নিয়ে বললেন—

: হ্যাল্লো, চেয়ারম্যান স্পিকিং।

অপর প্রান্তের কথা শুনে আবার বলেন—

: কে? ফিল্ম এ্যাকট্রেস বহ্নিশিখা দেবী? কিন্তু এখন ত আমাদের সুপ্রিম প্রেসিডিয়ামের মিটিং চলছে···হুঁ······আচ্ছা, বুঝেছি···তবে একটু ধরুন, আমি প্রেসিডিয়ামের মেম্বারদের সঙ্গে কথা বলে নি।

টেলিফোনের মুখ চেপে ধরে মগনলালজি বলেন—

: ফিল্ম এ্যাকট্রেস বহ্নিশিখা দেবী আমাদের সঙ্গে জরুরী প্রয়োজনে দেখা করতে চান। আপনারা কি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন?

এ কথা শুনে সদস্যরা পরস্পর পরস্পরের মুখে চেয়ে দেখলেন যে, সকলের মুখে-চোখেই অভিনেত্রীর সঙ্গে কথা বলার একটা উদগ্র আকাঙ্খা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। কে, কে, মুন্দ্রা বললেন—

: বহ্নিশিখা দেবী ত' আমাদের ব্ল্যাক মানি লকার-এর মেম্বার। উনি সব রকম নিয়ম-কানুন মেনে চলছেন ত'?

: হ্যাঁ, তা চল্‌ছেন। তা ছাড়া আমাদের সব কাজেই ওঁর বেশ উৎসাহ আছে।

বলেন মগনলাল।

তবে দেখা করাই যাক না, কি বলেন আপনারা?

মুন্দ্রা সবার মত জানতে চেয়ে নিজের মতটা দিয়ে

দেন। সকল সদস্যই শেষ পর্য্যন্ত সম্মতি জানালেন। মগনলালজি ফোনের রিসিভার চাপা হাত সরিয়ে বলেন—

ঃ আচ্ছা, পাঠিয়ে দিন। তবে বলেদিন যে আমরা একস্ট্রা অরডিনারি মিটিংয়ে ব্যস্ত, তাই বেশী সময় দেওয়া সম্ভব হবে না।

কয়েক মিনিট পরেই উর্দি আঁটা বেয়ারা অভিনেত্রী বহ্নিশিখাকে মিটিংরুমে নিয়ে আসে। ঘরে ঢুকতে গিয়ে বহ্নিশিখা তার নেল পালিশরঞ্জিত সরু সরু আঙ্গুল তুলে সবার উদ্দেশ্যে বলে—

ঃ নমস্কার!

নমস্কার করেন প্রেসিডিয়াম সদস্যরা। আসন ত্যাগ ক'রে উঠে তাকে স্বাগত জানান। মগনলালজি একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে বলেন—

ঃ হেঁ-হেঁ, আইয়ে, তস্‌রিফ লিজিয়ে।

ঃ ও, থ্যাঙ্কস।

বলে বহ্নিশিখা। দেবী আসন গ্রহণ করে। প্রেসিডিয়াম সদস্যরাও আসন গ্রহণ করেন। মগনলালজি বলেন—

ঃ বলুন, কি কোল্ড ড্রিঙ্ক খাবেন।

ঃ ও, নো, থ্যাঙ্কস। আমি একটা জরুরী কথা বলতে আপনাদের ডিস্টারব করলাম, কিছু যেন মনে করবেন না।

ঃ না না আপনি নিঃসঙ্কোচে বলুন।

বলেন কে, কে, মুন্দ্রা।

ঃ দেখুন, বলছিলাম কি, আমার ব্ল্যাক মানি লকারে আজও তিন লক্ষ টাকা রেখে গেলাম।

ঃ তিন লাখ! কোন নতুন ছবির কণ্ট াক্ট হ'ল বুঝি?

প্রশ্ন করেন মগনলাল।

ঃ হ্যাঁ। সব শুদ্ধ রেম্যুনারেশন সেটলড হ'ল চার লাখ। তিন লাখ ব্ল্যাক, এক লাখ হোয়াইট।

ঃ ওঃ, ইউ আর এ লাকি চ্যাপ, নো ডাউট।

রতিলাল প্যাটেল বলেন।

ঃ হ্যাঁ, আমি যে জন্য এলাম। আমার টাকাগুলো ত' আয়ডল বসে আছে, আপনারা কিছু ইনভেষ্ট করার ব্যবস্থা ক'রে দিন না। তবে যা কিছু ইনভেষ্টমেন্ট হবে সবই বেনামে ; স্ব নামে নয়। তাই সব রেসপনসিবিলিটি নিতে হবে ব্ল্যাক কংগ্রেস-এর সুপ্রিম প্রেসিডিয়ামকে। বলুন, বাজি ?

ঃ আরে কিঁউ নেই, কিঁউ নেহি। আপনি এক কাজ করবেন ম্যাডাম, একদিন আমার অফিসে ফোন করে এক্সটেনশান হাণ্ড্রেড ফিফটি চেয়ে আমার সঙ্গে কথা বলবেন। আমি আমাদের স্পেকুলেশন ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে কথা বলে সব ঠিক করিয়ে রাখবো। তবে এখন ফুডগ্রেন হোল্ড করলেই যে সবচেয়ে বেশী লাভ, তাও বলে দিচ্ছি।

ঃ বেশ, আপনারা যা এ্যাডভাইস করবেন, তাই করবো। আজ তবে আমি চলি।

ঃ কিন্তু কিছুই খেলেন না। কোল্ড ড্রিঙ্ক না পিবেন ত' এক কাপ কফি খান।

ঃ আচ্ছা, বলছেন যখন, আনতে বলুন। আপনাদের হুকুম না মানা ঠিক হবে না।

ঃ এ কি বলেন, আপনাকে করব হুকুম ? দেশের বেশী লোক ত' এখন আপনার ফ্যান আছে। তাদের কাছে আপনি সাচমুচ্‌ দেবী আছেন, দেবী।

হাসতে হাসতে বলেন কে, কে, মুন্দ্রা।

ঃ কি যে বলেন !

ইতিমধ্যে কফির হুকুম চলে গিয়েছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কফি পট সহ এসে গেল বেয়ারারা। জনে জনে সার্ভ করল কফি। কফি পান শেষ করে ধহ্নিশিখা চলে গেলেন। এমন সময় চেয়ারম্যান [illegible] লেন—

•ঃ আজকের মত মিটিং এ্যাডজর্ন করা যাক। রাত ত' অনেক হ'ল। সদস্যরাও সব টায়ার্ড ফিল করছেন, না কি বলেন ?

ঃ বেশ, তাই হোক।

নিবারণ সাধু খাঁ বলেন—

ঃ তবে আগামী রবিবার এ্যাডজড মিটিং আবার হবে, কেমন ?

ঃ বেশ, তাই হোক।

সকল সদস্যই সম্মতি জানালেন। সভা ভঙ্গ হ'ল।

৫

সেণ্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটের খাদ্য দপ্তরের সেক্রেটারী, জয়েণ্ট সেক্রেটারী, আণ্ডার সেক্রেটারীবৃন্দ থেকে বিভাগীয় মন্ত্রীর বেয়ারা-মহল মৃদু উত্তেজনায় চঞ্চল। কারণ আজই দপ্তরে আসবেন ও কার্য্যভার গ্রহণ করবেন নবনির্ধারিত খাদ্যমন্ত্রী অমূল্যভূষণ। এক এক সময় এক এক মেজাজের মন্ত্রী দপ্তরের ভার নেন—আর সব কিছু ঢেলে সাজাতে হয় এদেরই। মন্ত্রীরা যে দৃষ্টিভঙ্গীতে দপ্তরের নীতিগুলি নির্দ্ধারণ করেন, সেইভাবেই ঢেলে সাজাতে হয় সবকিছু। তা ছাড়া অনেক সময় ব্যক্তিত্বহীন মন্ত্রী যদি দায়িত্ব নেন কোন দপ্তরের তবে অবশ্য পূর্ববর্তীর নীতিগুলি নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। সেক্রেটারীবৃন্দের এখন সেই নিয়েই যত চিন্তা, যত ভাবনা।

ঘড়ির কাঁটা ধরে যথা সময়ে অমূল্যভূষণ দপ্তরে এলেন। সেক্রেটারী, জয়েণ্ট সেক্রেটারী, আণ্ডার সেক্রেটারীবৃন্দ খাদ্যমন্ত্রীর চেম্বারের সামনে অমূল্যভূষণকে স্বাগত জানান। ধীর অথচ ব্যক্তিত্বব্যাঞ্জক পদক্ষেপে অমূল্যভূষণ নিজের দপ্তরে প্রবেশ ক[illegible] খাস আর্দালী অভিবাদন জানিয়েই ছুটে গিয়ে চেয়ার [illegible]

ক'রে তাঁকে বসতে সহায়তা করে। আসনে বসেই অমূল্যভূষণ বেয়ারাকে বললেন—

: সেক্রেটারী বাবুকে ডেকে আন ত' ?

: জি সাব !

বলে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল বেয়ারা। মিনিট দুই পরেই সেক্রেটারী পুষডোর-এর ওধারে এসে দাঁড়িয়ে ঠেলে দোর একটু ফাঁক করে বলেন—

: মে আই কাম ইন সার !

: ইয়েস, কাম ইন।

সেক্রেটারী চেম্বারে ঢুকে আসন গ্রহণ করলেন। অমূল্যভূষণ কোন রকম ভূমিকা না ক'রেই তাঁকে বলেন—

: দেখুন, ফুড ডিপার্টমেণ্ট গত পাঁচ বছরে যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সুসম বণ্টন, মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং জোনাল বেসিসে খাদ্যাভাব দুর করার ব্যাপারে, তার একটা সর্ট রিপোর্ট আমায় এখুনি দেবার ব্যবস্থা করুন। এছাড়া ঐ সকল পরিকল্পনার মধ্যে যেগুলোতে ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে এবং যেগুলো ব্যর্থ হয়েছে তার লিষ্টও দেবেন। আর কেন ব্যর্থ হল, সে বিষয়ে আপনার মতামত জানাবেন। এছাড়া দেবেন গত পাঁচ বছরে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির গড় হিসাব।

: আচ্ছা স্যার ! আমি এখুনি তৈরী ক'রে পাঠাচ্ছি।

বলে প্রস্থানোদ্যত সেক্রেটারী চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। অমূল্যভূষণ আবার বলেন—

: ও হ্যাঁ, আপনার সহকারী সেক্রেটারী, এ্যাডিশনাল সেক্রেটারী সবাইকে আজ তিনটার সময় এখানে আলোচনা চক্রে যোগ দিতে বলে দেবেন। কারণ আমি চাই যে সকলে মত বিনিময় করে এমন [illegible] করা, যাতে সমস্যা সলভ করা সহজ হয়।

[illegible] আচ্ছা স্যার !

সেক্রেটারী উঠে চলে যান। অমূল্যভূষণ ভাবতে থাকেন। ভাবতে ভাবতে এক সময় গিয়ে বসেন চেম্বারের কুষন আরাম কেদারায়। দেহটা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঁজে ভাবতে থাকেন: চল্লিশ কোটি মানুষ যেন মিছিল ক'রে ধীরে ধীরে হেঁটে চলে যায় তাঁর চোখের সামনে দিয়ে। এই চল্লিশ কোটি মানুষের মুখের গ্রাস নিয়মিত যোগাবার যে দায়িত্ব, সে দায়িত্ব হাল্কা নয়। অন্য অনেক কিছু বর্জন করা যায়, কিন্তু খাদ্য বর্জন করে মানুষ বাঁচতে পারে না। ভাবতে ভাবতে চোখ বোঁজেন অমূল্যভূষণ। চোখের পর্দায় ভেসে ওঠে একটা জলাশয়—ক্ষুদে ক্ষুদে অগণ্য অসংখ্য মাছ মনের আনন্দে সাঁতরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ কয়েকটা বড় বড় রাঘব বোয়াল হিংস্র ভাবে তেড়ে এসে বিরাট মুখে সেই সব ক্ষুদে মাছগুলোকে গিলে খেতে লাগল। চোখ খুললেন অমূল্যভূষণ। হঠাৎ এ প্রতিকী চিন্তা কেন ভেসে এলো তাঁর মাথায়। কি অর্থ বহন করে এ প্রতিকী চিন্তা? ক্ষুদে ক্ষুদে মাছগুলো কি কোটি কোটি জনতার প্রতীক আর ঐ বোয়ালগুলো কি মুনাফাবাজদের প্রতীক? অর্থাৎ খাদ্যের ব্যবসায়ে চলছে মাৎস্যন্যায়। এই মাৎস্যন্যায় রোধ করতে হ'লে কত সুসংগঠিত শাসনই না প্রয়োজন, প্রয়োজন, না জানি কত বলিষ্ঠ পদক্ষেপের। এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হ'লে সকল দিকের প্ররোচনা থেকে নিজেকে ত' মুক্ত রাখতেই হবে, সেই সঙ্গে টপ টু বটম সকল শ্রেণীর অফিসার, নেতা, উপনেতাদের মধ্যে চাই ফাটলহীন আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং। কিন্তু তা কি-সম্ভব করা যাবে? পার্টি ও ক্যাবিনেট কি সম্পূর্ণ ভাবে সহায়তা করবে। সহায়তা ও সমর্থন পাওয়া যাবে কি পার্লামেণ্টারী পার্টির সদস্যদের?

এই সব ভাবতে ভাবতে আবার এক সময় আরাম কেদারা ছেড়ে টেবিলের সামনেকার চেয়ারে গিয়ে বসেন অমূল্যভূষণ।

এক ঘণ্টা পরেই সেক্রেটারী গত পাঁচ বছরের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দিয়ে গেলেন অমূল্যভূষণকে। তবে খাদ্যদ্রব্যের মূ[illegible]

এ্যাভারেজ স্ট্যাটিসষ্টিকস্ তৈরী করতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে বলে জানালেন।

ঃ ঠিক আছে, আপনি আপনার চেম্বারে যান। আমি এগুলো যতদূর বুঝি দেখে নি। তারপর সেমিনারের সময় জিজ্ঞেস ক'রে ভাল ভাবে সব জেনে নেব'খন।

ঃ আচ্ছা স্যার।

বলে সেক্রেটারী বেরিয়ে চলে যান। অমূল্যভূষণ সামনের কাগজগুলো মনযোগ দিয়ে পড়তে থাকেন। পড়তে পড়তে সমস্যার গভীরতা যেমন তিনি বুঝতে পারেন, তেমনি তার প্রতিকারের জন্য মাঝে মাঝে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে অথচ সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপের অভাবে সেই কার্য্যক্রম পরিত্যক্ত হয়েছে, তার মূল কারণ হাতড়ে দেখেন নিজের মনেই। এক সময় অমূল্যভূষণের মনে হয় এযেন সেই তুঘলকী ব্যবস্থা। সেই খেয়ালী বাদশাহর যেমন নীতির বালাই ছিল না, ছিল না গৃহীত সিদ্ধান্তে অবিচলিত থাকার একনিষ্ঠতা, ঠিক তেমনি খাদ্য দপ্তরের কাজেও সুষ্ঠু কর্মনীতির অভাব প্রকট দেখতে পাচ্ছেন। এই সব ত্রুটির বিষয়ে সজাগ থেকে এমন একটি কর্মনীতি অবলম্বন করতে হবে, যাতে জনসাধারাণের সত্যিকারের কোন কল্যাণ করা সম্ভব হয়। তা ছাড়া নীতি স্থির করাটাও আবার নিজের মর্জিমত হলেই চল্‌বে না সেটাকে পার্লামেণ্টয়ী পার্টি এবং ক্যাবিনেটকে দিয়ে অনুমোদিত করিয়েও নিতে হবে। সুতবাং সমস্যা যেমন অনেক, তেমনি সমস্যা সমাধানের পথেও বাধা নেহাত কম নয়।

যথা সময়ে সেক্রেটারীবৃন্দ সমবেত হ'লেন খাদ্যমন্ত্রীর চেম্বারের সেমিনারে। প্রথমে সেক্রেটারী পরিচয় করিয়ে দিলেন সকলকে। অভিবাদনের পালা শেষ হ'তে অমূল্যভূষণের নির্দেশে আর্দালি চায়ের ব্যবস্থা করল। অমূল্যভূষণ বললেন—

ঃ আজ আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি গত পাঁচ বছরে

খাদ্য দপ্তরের যে কর্মনীতি অবলম্বিত হ'য়েছে তার 'ডার্ক সাইড' ও 'ব্রাইট সাইড' নিয়ে আলোচনা ক'রবার জন্য। আর এ আলোচনা করার উদ্দেশ্য হ'ল যে কাজ সুসমাধা করতে হবে আমাদের পারস্পরিক দায়িত্বে সে কাজ করতে যেন শ্লথতা প্রশ্রয় না পায়। জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হ'য়ে আছে সরকারী দপ্তরের দীর্ঘসূত্রতা অর্থাৎ লাল ফিতার ফাঁস বদ্ধ ফাইল-এর আতঙ্ক। এ আতঙ্ক আমাদের দূর করতেই হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিদেশী আমলের শাসনে শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ না রাখলেও চলত। কেননা তাদের কাজ ছিল শাসন ও শোষণ যুগ্মভাবে চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু স্বাধীন দেশের, সে যে কোন স্বাধীন দেশের শাসন-এর অপর নাম সেবা। যে বৃটিশ এ দেশে 'রেড টেপিজম্' সৃষ্টি করেছে আপনাদের সহায়তায় সেই বৃটনরা কিন্তু নিজের দেশের শাসনে এই রেড টেপিজম্-এর প্রশ্রয় দেয় নি। তার কারণ সেখানে নির্বাচন আছে; জনসাধারণের কাছে কুকাজ সম্পর্কে জবাবদিহি করার দায় আছে। কিন্তু এ দেশ ছিল তাদের উপনিবেশ। এখানে তারা তাদের রাজকীয় দম্ভ বজায় রাখার জন্যই সিভিলিয়ান তৈরী করত। অর্থাৎ দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলোকে তাদের দম্ভ প্রকাশের হাতিয়ার ক'রে নিত। আর এই জন্যই, নিশ্চয়ই জানেন যে, ওদের এই উদ্দেশ্য জেনে, বুঝে ঘৃণা করেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ঋষি অরবিন্দ প্রভৃতি মনীষীরা সিভিলিয়ানী স্বর্ণ-শৃঙ্খলে নিজেদের বন্দী করেন নি।

কিন্তু আপনাদের সে দায় বা দায়িত্ব নেই, এ সরকার আপনাদের, এ সরকার যাদের সমর্থনে গঠিত তারা আপনাদের মতই এক ভোটের অধিকারী নাগরিক। আর সেই সব নাগরিকরাই তাদের কষ্টার্জিত অর্থ থেকে কর দিয়ে সরকারের আয় যোগায়, ব্যয় নির্বাহে সহায়তা করে, তাই তারাই হল দেশের প্রকৃত মালিক। সুতরাং দেশের মালিক্ যারা, সেই জনসাধারণ তাদের পোষ্য অফিসারদের কাছে বা মন্ত্রীদের কাছে এসে যদি খারাপ ব্যবহার পায়, দেখে দীর্ঘসূত্রতা. তবে [illegible]

আস্থা সরকার কি ভাবে পেতে পারে? তাই আপনাদের কাছে আমার আবেদন, আসুন আমরা একযোগে হাতে হাত মিলিয়ে এই সব হতভাগ্য মূক, দুঃস্থ মানুষের সেবা করি। আমাদের এ দপ্তর অন্য আর সব দপ্তরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কেননা ভারতীয় ঐতিহ্য বলে, মানুষকে অন্ন দান হ'ল শ্রেষ্ঠ দান। সেই খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের দপ্তরের। সুতরাং সে কাজ সুষ্ঠুভাবে পালন করে আসুন আমরা নতুন নজীর সৃষ্টি করি।

প্রারম্ভিক কথন শেষ করলেন অমূল্যভূষণ। এরপর সেক্রেটারীর দিকে চেয়ে বললেন—

ঃ শ্রীযোশী, আপনি এবার আপনার মতামত পেশ করুন।

সেক্রেটারী এন. আর. যোশী বল্‌তে থাকেন—

ঃ স্যার, আপনি যা বলেছেন তার ওপরে নীতি সম্পর্কে কিছু বলার থাকতে পারে না। তবে আমি এ দপ্তরে আসার পর থেকেই দেখছি, সবচেয়ে বড় সমস্যা কেন্দ্রীয় দপ্তরে দপ্তরে এবং কেন্দ্রীয় সারকুলার সম্পর্কে রাজ্যের সহ দপ্তরের কাজের মধ্যে 'আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং'-এর অভাব। সাধারণত আমরা, কেন্দ্রীয় দপ্তর নীতি নির্দ্ধারণের কর্তা। আমরা যে কোন নির্দেশ দিলাম সেটার এ্যাকশান হবে অনেকগুলো ফাইল ঘুরে। সেই সেই ফাইল যাদের হাতে, তারা যদি করিৎকর্মা না হন অথবা তৎপরতার অভাব ঘটে কোন খানে, তা হ'লে যে সারকুলার দেওয়া হ'ল সেটার আসল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়।

এ কথা শুনে অমূল্যভূষণ বলেন—

ঃ এটা নিশ্চয়ই একটা ভাইটাল পয়েন্ট। আপনারা গত ক' বছরের ফাইল ঘেটে দেখুন কোন্ কোন্ পর্যায়ে এইভাবে নির্দেশ না মানার বা দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বিত হয়েছে। সেই সেই স্তরে আগে থেকে স্পেশাল নোট পাঠিয়ে তাদের এ্যালার্ট করার ব্যবস্থা করুন। আপনারা কি বলেন?

এ্যাডিশনাল সেক্রেটারী শ্রীমেহতা এবং আণ্ডার সেক্রেটারীদের দিকে ঘূর্ণায়মান দৃষ্টি ফেলে শুধান অমূল্যভূষণ।

ঃ হ্যাঁ স্যার সেটা চেষ্টা ক'রে দেখা যেতে পারে।

বলেন শ্রীমেহতা।

ঃ কিন্তু স্যার কোন কোন ক্ষেত্রে এ কাজের ফল পাওয়া গেলেও সব ক্ষেত্রে পাবেন না।

বলেন শ্রীযোশী।

ঃ কেন ?

জানতে চান অমূল্যভূষণ।

ঃ কারণ এই স্যার, প্রত্যেক অফিসেই এক একটা গোষ্ঠী আছে সেই গোষ্ঠী যদি দলে ভাবি হয়, অথবা যদি কর্মী যিনি তাব প্রিয়জন যদি হয় সেই অফিসার, যাব বিরুদ্ধে নোট যাবে, তবে তিনি নানা কারণ দেখিয়ে সেটা চেপে যাবাব চেষ্টা করবেন।

ঃ তবে ত এটা একটা দারুণ প্রবলেম।

ঃ নিশ্চয়ই স্যার, সামগ্রিকভাবে সরকাবী কর্মচারিদেব মধ্যে অনুপ্রেরণা না যোগালে প্রকৃত পক্ষে 'এ্যাকটিভ এ্যাণ্ড প্রম্পট এ্যাড-মিনিষ্ট্রেশন' বলতে যা বুঝি তা কবা এক দুরূহ সমস্যা।

ঃ এটা যদি একটা বিশেষ সমস্যা হয়, তবে আপনি এবং শ্রীমেহতা এই প্রবলেম কি কি ক্ষতি করছে তার সারভে করার ব্যবস্থা করুন। আমি সেটা নিয়ে ক্যাবিনেট মিটিংয়ে প্লেস কবব। কি বলেন শ্রীমেহতা, আপনাবা কি বলেন ?

ঃ এটা খুব ভাল সাজেশান স্যার।

শ্রীমেহতা এবং অন্যান্য আণ্ডাব সেক্রেটারীরা বলেন। এদের সমবেত সমর্থনে·সেক্রেটারী এন আর. যোশী কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেন। অমূল্যভূষণের দৃষ্টি এড়ায় না এ ভাবান্তর। হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা নতুন চিন্তা আসে, আচ্ছা এদের পৃথক্ পৃথকভাবে ডেকে অভিমত জানাতে বল্‌লে হয়তো 'বস'দের প্রভাব মুক্ত মন [illegible]

জানাতে পারে। এই রকম ভেবে ঠিক করেন যে এ্যাডিশনাল সেক্রেটারীকে তার মতামত বলতে দিয়ে সেমিনার শেষ ক'রে দেবেন। তারপর পৃথক পৃথক ভাবে ডাকবেন আণ্ডার সেক্রেটারীদের। শ্রীমেহতাকে বলেন—

ঃ শ্রীমেহতা, আপনি বলুন, আপনার কি অভিমত।

ঃ স্যার শ্রীযোশী যা বলেছেন, সেটা খুবই যুক্তিপূর্ণ। তবে সমস্যা যা আছে তাব সমাধান ত আমাদেরই করতে হবে, এটাও কঠোর সত্য। তবে আমার মনে হয় এমন কিছু কঠোর আইন তৈরী করা উচিৎ যাতে জনসাধারণ বুঝতে পারে যে, সরকার তাঁদের খাদ্যের কালোবাজারীদের হাত থেকে মুক্ত করার মত ক্ষমতা রাখেন।

ঃ আপনার কি মনে হয়, সরকার যে সে ক্ষমতা রাখেন, এ বিশ্বাসের অভাব আছে জনমনে ?

জানতে চান অমূল্যভূষণ—

ঃ হ্যাঁ স্যার, আমি তাই মনে করি। কেননা বিভিন্ন স্থানেই দেখা যায় যে খাদ্য দ্রব্যের সাপ্লাই ক'মে যাওয়ামাত্র ব্যবসায়ীরা হু হু ক'রে দাম বাড়িয়ে যায়। অথচ তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় না। দৈনন্দিন যে জিনিষের প্রয়োজন, তার মূল্য যদি হঠাৎ এ ভাবে বাড়ে তবে খুব কম আয়ের মানুষ, যেমন দোকান কর্মচারি দিন মজুর ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের অবর্ণনীয় দুর্দশা ঘটে। কারণ এই হঠাৎ বাড়া দাম দেবার মত তাদের বাড়তি কোন আয় ত নেইই অনেক ক্ষেত্রে তাদের আয় অনিশ্চিত।

ঃ হ্যাঁ, এটাও অত্যন্ত বিবেচ্য বিষয়।

বলেন অমূল্যভূষণ। শুনে সেক্রেটারী যোশী বলেন—

ঃ কিন্তু স্যার, এ কাজটা আমাদের দপ্তরের নয়।

ঃ সে কথা ঠিক, কিন্তু এ জন্য স্বরাষ্ট্র বিভাগ যাতে সতর্ক ও সজাগ থাকে, সে জন্য আমাদের পোক করতে হবে।

বলেন অমূল্যভূষণ। এমন সময় অন্যতম আণ্ডার সেক্রেটারী শ্রীমতী মালহোত্রা অমূল্যভূষণের দিকে চেয়ে বলেন—

ঃ স্যার, আপনার অনুমতি পেলে, আমি সামান্য একটা কথা বলব।

ঃ বেশ ত বলুন না। এটা ঘরোয়া আলোচনা ; বিনা দ্বিধায় বলতে পারেন যে কেউ।

আশ্বাস দেন অমূল্যভূষণ। শ্রীমতী মালহোত্রা বলেন—

ঃ মূল্য হঠাৎ বাড়াবার দোষে ত' স্যার আমাদের সরকাও দায়ী।

ঃ কি রকম ?

জানতে চান শ্রীযোশী।

ঃ যে দু' এক জায়গায় রেশন চল্ছে, সেখানে ৭০ পয়সা কেজী দরে চাল দেওয়া হতে হতেই সে চাল হঠাৎ ৮৮ পয়সা কেজী করা হয়েছে, কোন কোন রাজ্যে।

ঃ কিন্তু সে সব রাজ্যে খোলা বাজারে চাল ১'২৫ ১'৬০ পর্য্যন্ত বিক্রী হচ্ছে। তা হলে ক্রেতারা কি রেশনে সুবিধা দরেই পাচ্ছে না ?

বলেন শ্রীযোশী ; শ্রীমতী মালহোত্রা আবার বলেন—

ঃ কিন্তু খোলা বাজারের ও রেট ত' কালো বাজারের রেট। সরকার ত' কালোবাজারীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হঠাৎ দাম বাড়াতে পারেন না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটা 'ওয়েল ফেয়ার ষ্টেট' বা জন কল্যাণমূলক রাষ্ট্র।

ঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এটা ভাববার মত কথা।

বলেন অমূল্যভূষণ।

ঃ কিন্তু স্যার ওটা একটা রাজ্যের ব্যাপার। আমাদের কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তরের কাজত নয়।

বলেন শ্রীযোশী।

ঃ শ্রীযোশী, আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা দায়িত্ব কাঁধ-ঝাড়া দেবার ছল খুঁজতে পারি না। যেটা সমস্যা সেটা নিয়ে

আলোচনা করে তার সমাধান বের করতে হবে। যদি ষ্টেটের ব্যাপার হয়, তবে ষ্টেট ফুড মিনিষ্ট্রিকে এ সম্পর্কে জানাতে হবে এবং প্রতিকার যাতে হয় সে চেষ্টা করতে হবে। সব চেয়ে বড় কথা, আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটা একটা 'ওয়েল ফেয়ার ষ্টেট' এ কথাটা মনে রাখলে ও তার মানে বুঝলে আমাদের কেউই পাশ কাটিয়ে যাবার মনোবৃত্তিতে ভুগবো না।

ঃ হ্যাঁ স্যার, সে দিক দিয়ে বিচার করলে মিস মালহোত্রার কথা ভাববার মতই।

বলেন শ্রীমেহতা।

ঃ কিন্তু এমন যদি হয় যে, সরকার যে রেট রেশনে বেঁধে দিয়েছেন, তাতে পরে চাল পাচ্ছেন না বা পরতায় পোষাচ্ছে না, তখন কি করবেন?

জানতে চান শ্রীযোশী।

ঃ তা হলে, এই 'প্লী' কালোবাজারী খাদ্য ব্যবসায়ীরাও দেখাতে পারে। আর এর দ্বারা মূল্যমান কোন সময়ই স্থিতিশীল থাকবে না। পরতায় না পোষালেও সরকারকে 'সাবসিডি' দিয়ে প্রাইস ঠিক রাখতে হবে। এছাড়া আইন করে বা অর্ডিনান্স করে মজুদ খাদ্য শস্য টেনে বের করতে হবে।

বলেন অমূল্যভূষণ।

ঃ কিন্তু স্যার, অতীতে দেখা গেছে যে মূল্য বেঁধে দিলেও শেষে প্রকাশ্যেই বেশী দামে খাদ্য শস্য বিক্রী হয়েছে।

বলেন শ্রীযোশী।

ঃ তা স্বীকার করি। কিন্তু মূল্য বেঁধে দিয়ে সে মূল্য ঠিক না রাখতে পারার সব দোষ ত' সরকারেরই। তাছাড়া এখন এটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, খাদ্যের কালোবাজারীরা সরকারের অবলম্বিত সকল সৎ প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দেবার জন্য যেন একটা অঘোষিত যুদ্ধে নেমেছে। সরকার ও খাদ্যের কালোবাজারীদের যুদ্ধে দেখা যাচ্ছে

যে মূল্য নির্দ্ধারণ নীতি বানচাল করে দিতে পারছে কালোবাজারীরাই। ফলে জনসাধারণের মনে ধারণা বদ্ধমূল হবে যে আমাদের সরকার দুর্বল। ব্যবসায়ীদের কাছে তাদের হচ্ছে হার।

অমূল্যভূষণ বলেন।

ঃ তা ঠিক স্যার, কিন্তু এ জন্য পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব রয়েছে।

শ্রীযোশী বলেন।

ঃ সেই জন্যই ত' স্যার প্রথমেই বলেছেন যে দপ্তরে দপ্তরে 'আণ্ডার ষ্ট্যাণ্ডিং বাড়াতে হবে। আর এটা করতে হবে সেণ্ট্রাল থেকে ষ্টেট লেবেল অবধি টপ-টু বটম।

শ্রীমেহতা বলেন।

ঃ কাজটা খুব সহজ নয়। আর সেটা করা আমাদের দপ্তরের দায়িত্বও ত' নয়।

শ্রীযোশী বলেন।

ঃ সে কথা ঠিক, কিন্তু আমরা এ বিষয়ে কাবিনেট মিটিংয়ে বলব। সেটা ত' করতে পারি। অবশ্য যদি আমাদের দায়িত্ব আমরা সনিষ্ঠায় পালন করি।

ঃ হ্যাঁ স্যার, তা করা যায়।

বলেন শ্রীযোশী।

ঃ আসুন আমরা আমাদের দপ্তরের সবাই অন্তত মানসিক শান্তি অর্জন করি, দেশবাসীর মুখে ক্রয়ক্ষমতানুযায়ী খাদ্য যোগান দেবার মানবিক দায়িত্ব পালন করে। আর এ কাজ সমাধানের দায়িত্ব আমার দপ্তরের সকলকে যৌথভাবেই করতে হবে। তাই আমি আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা চাই।

বলেন অমূল্যভূষণ।

ঃ আমরা আপনার নির্দেশ সর্বদা মেনে চলব স্যার। সেক্রেটারী-বৃন্দ সমবেত ভাবে বলেন। অতঃপর অমূল্যভূষণ আজকের সেমিনার

শেষে হ'ল বলে ঘোষণা করেন। সেক্রেটারীরা প্রস্থানোদ্যত হলে অমূল্যভূষণ বলেন—

ঃ ও, আপনাদের প্রত্যেকের ফোনের এক্সটেনশান নাম্বারগুলো কাইণ্ডলি এই কাগজে লিখে দিন ত'।

ঃ দিচ্ছি স্যার।

বলে একে একে প্রত্যেকে একটা কাগজে স্ব স্ব এক্সটেনশন নাম্বার লিখে দিয়ে প্রস্থান করেন।

মিনিট পাঁচেক পরেই অমূল্যভূষণ সেক্রেটারীবৃন্দের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গোপন পরামর্শের জন্য ফোনে ডেকে পাঠাতে থাকেন।

৬

সেক্রেটারীবৃন্দের সঙ্গে গোপন পরামর্শ শেষ করে দপ্তরের অব্যবস্থার কথা ভাবতে ভাবতেই লান্স আওয়ার-এ অমূল্যভূষণ বাড়ী এলেন। এই গোপন পরামর্শ তাঁর কাছে খাদ্য সমস্যা সমাধান না হবার বহু প্রতিবন্ধকতার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে। সেই নিয়েই মনের অতলে হচ্ছিল তোলপাড়। ঠিক এমন সময় বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই সুভাষিনী বেশ কয়েকজনকে নিয়ে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। একে একে তারা অমূল্যভূষণের পদধূলি নিতে লাগল আর সুভাষিনী রেডিওর কমেণ্টেটারের মত তাদের পরিচয় দিতে লাগল—

ঃ এ হ'ল আমার মেজ দিদির পিসতুতো দেওরের শালার ছেলে।

ঃ থাক, থাক. সুখী হও।

আশীর্বাদ করেন অমূল্যভূষণ।

সুভাষিনী আবার বলেন—

ঃ এ হ'ল আমার ছোড়দিদির মেজ ননদের ভাসুরপো।

ঃ থাক থাক প্রণামের প্রয়োজন কি। আজকাল ত' প্রণাম করার চল উঠেই গেছে।

এর পর আর একজন প্রণাম করলে সুভাষিনী বলেন—

ঃ আমার বড়দির সেজ দেওয়ের শালীর ছেলে।

এমনি করে একে একে দশ দশ জনের পরিচয় তোতাপাখির মত গড় গড় ক'বে বলে যান সুভাষিনী। তাঁর পাশেই হাস্যময়ী রমা ও অমা।

ঃ তা এরা যখন শ্বশুর বাড়ির সম্বন্ধেব লোক, এদেব আদর যত্নের ত্রুটি কিছু কর নি ত ?

হেসে বলেন অমূল্যভূষণ। সুভাষিনী সঙ্গে সঙ্গে বলেন—

ঃ না, না, সে নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। এখন ওরা যে জন্য এসেছে তার একটা হিল্লে তুমি ক'বে দিলেই ওদের মনস্কামনা পূর্ণ হয় আব অতদূব থেকে আসাও সার্থক হয়।

অমূল্যভূষণ বুঝলেন যে সুভাষিনীব আর্জি খুব ছোট নয়, তাই কর্মক্লান্ত দেহ নিয়ে কতক্ষণ আর দাঁড়াবেন, একটা চেয়াবে বসে পড়েন। ওদের একজনকে বলেন—

ঃ তা তোমার নামটি কি ?

ঃ আজ্ঞে আমার নাম অরুময় বিশ্বাস।

ঃ তা অরুময়, তুমি কি ক'রে জানলে যে আমরা এখানে চলে এসেছি ?

ঃ আজ্ঞে খবরের কাগজে যেদিনই দেখেছি যে আপনি মন্ত্রী হয়েছেন, সেদিনই বাবা পাঠিয়ে দিলেন আপনার বাড়ী। বলে দিলেন যে যদি আপনারা রাজধানীতে চলে গিয়ে থাকেন তবে যেন বাড়ি থেকে ঠিকানা নিয়ে সোজা সেখানে চলে যাই। তাই চলে এলাম।

ঃ কিন্তু তোমার এতদূর এত পয়সা খরচ ক'রে আসবার প্রয়োজনটা কি ?

ঃ আজ্ঞে……

বলতে গিয়ে থেমে যুবক মাথা চুলকাতে থাকে। তার হয়ে সুভাষিনী বলেন—

ঃ ওরা এসেছে তোমার কাছে চাকরির জন্যে।

শুনে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন অমূল্যভূষণ।

ঃ হাসছ যে বড়, এতে হাসবার কি পেলে ?

একটু রাগত ভাবে বলেন কিছুটা অপ্রস্তুত সুভাষিনী। স্ত্রীর বায়ু চড়ে যাবার আশঙ্কায় হাসি সংবরণ করলেন অমূল্যভূষণ। এমন সময় বাবার হাসিব শব্দ শুনে কর্মান্তব থেকে দৃশ্যে এসে হাজিব হ'ল ক্ষমা। তাব দিকে চেয়ে অমূল্যভূষণ হাসতে হাসতেই বললেন—

ঃ এই যে রে মা, তুই এসেছিস, তা তোর মাকে শুনিয়ে দে ত নির্বাচনের পব কোন পদটি খালি পড়ে থাকে আর পদটিতে কে চাকরি পায় ?

ঃ নির্বাচনেব পব…

ভাবতে থাকে ক্ষমা। চট ক'বে উত্তর মাথায় আসে না। একটু ভেবে নিয়ে সে বলে—

ঃ পদ ত বাবা এ' টাই খালি হয় জানি, সে পদ নির্বাচনে হেরে যাওয়া বা নির্বাচনে না অবতীর্ণ হওয়া কোন মন্ত্রীর।

ঃ হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। আমাদের মিনিষ্ট্রির যে পদটি খালি হয়েছিল সেটা মন্ত্রীরই চেয়ার। আর সে চেয়ার ত আমিই দখল করে নিয়েছি, তাও আবার তোমারই কথায়। এখন যদি বল সে চেয়ার খালি করে নেমে আসতে, তাও আসতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই।

ঃ তোমার যে কথা, তোমাকে কে চেয়ার ছেড়ে নেমে আসতে বলছে। আমি বলছি ওদের একটা হিল্লে করে দেবার জন্য।

তেমনি রাগত স্বরেই বলেন সুভাষিনী।

তোমার মেয়েই ত' শুনিয়ে দিল যে কোন্ চেয়ার খালি হয়,

আর সে চেয়ারে কে বসেছে এখন। এদের কোন্ চেয়ারে বসাই বল ? এ ত' আর আমার ডিসপেন্সারী নয় যে, যা খুসী তাই করব। এখানে সব কিছু নিয়মের শিকলে বাঁধা। তার বাইরে মন্ত্রীদেরও যাওয়া চলে না। তবে কোন কোন মন্ত্রী যে যান না তা নয়, কিন্তু আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

ঃ ও প্রসঙ্গ এখন থাক বাবা, তোমার খাবার সময় চলে গেছে, এখন চল ত' ডাইনিং রুমে। চলুন, আপনারাও চলুন। যদি কিছু করার সুযোগ থাকে, তবে বাবা নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন, কিন্তু সুযোগ না থাকলে কি করে করা সম্ভব বল ? ক্ষমা আগন্তুকবৃন্দ এবং মায়ের দিকে চেয়ে কথা শেষ করে অমূল্যভূষণকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় অন্দরের দিকে। তার যাবার পথে মুখ ভঙ্গী ক'রে সুভাষিনী বলেন—

ঃ এই মেয়ে হয়েছে আমার এক জ্বালা, যাই বলতে যাব, একেবারে সঙ্গে সঙ্গে বাপের কাছা সামলাতে ছুটে আসবে।

ঃ হিঃ হিঃ !

মায়ের কথায় হেসে ওঠে রমা ও অমা। সুভাষিনী তাঁর সুবাদে আগত কুটুম্ববৃন্দের দিকে চেয়ে বলেন—

ঃ নাও, চল তোমরা, খেয়ে নেবে। মন খারাপ ক'র না। রাতে বলে বুঝিয়ে দেখব, কিছু একটা করা যায় কিনা। তোমরা কে কটা পাশ করেছ, তার ফিরিস্তি বিকালে আমার কাছে লিখে দিও।

সুভাষিনী কুটুম্ববাহিনী নিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকলেন। অমূল্যভূষণ অভ্যাসমত প্রাতঃস্নান সেরেই দপ্তরে গিয়েছিলেন। এখন বাথরুমে গিয়ে হাতে মুখে সাবান ঘষে টার্কিস টাওয়েলে মুখ হাত মুছতে মুছতে ডাইনিং রুমে এসে ঢুকলেন। অতিথিদের দেখে বললেন—

ঃ ও, তোমরা এসে গেছ। বেশ বেশ, ক্ষমা আমাদের খাবার দিতে বল ত' মা।

ঃ আমিই দিচ্ছি বাবা, একা বামুন মাসী পেরে উঠবেন না।

বলতে বলতে গাছ কোমর দিয়ে কাপড় পরে পাশেই রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকল ক্ষমা। একটু পর সে ও বামুন মেয়ে দু'হাতে দুটি করে থালা নিয়ে পরিবেশন করতে লেগে গেল। সবার সামনে ভাতের থালা দেওয়া হ'য়ে গেলে অমূল্যভূষণ পাতে হাত দিয়ে বল্‌লেন—

ঃ হ্যাঁ, স্নুরু করুন।

অতঃপর সকলেই ভাতে হাত লাগিয়ে খাওয়া স্নুরু করল। স্নুভাষিনী ততক্ষণে রান্না ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন পরিবেশনের পরিমাণ তদারক করতে।

শুক্তো দিয়ে খাওয়া স্নুরু ক'রে ভাজা-ডাল-এর পর মাছের বাটিতে হাত লাগাতে গিয়ে অমূল্যভূষণ বলেন—

ঃ আপনাদের হয়তো ধারণা যে মন্ত্রীরা যা খুশি তাই করতে পারে। অর্থাৎ মন্ত্রীই দেশের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা। অবশ্য এরূপ একটা ধারণা শুধু আপনাদের কেন, অনেকের মনেই বদ্ধমূল। তবে একজনমাত্র মন্ত্রীর ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। সমবেতভাবে মন্ত্রীদের অর্থাৎ ক্যাবিনেটের ক্ষমতা বেশ কিছুটা আছে; তা অবশ্য ঠিকই কিন্তু একজনমাত্র মন্ত্রীর ক্ষমতা খুব বেশী নয়। তবে অনেক মন্ত্রী যে ধরাকে সরা জ্ঞান ক'রে চলেন না তা নয়। সে ক্ষেত্রে তিনি অন্যায় করেন; করেন ক্ষমতার অপব্যবহার।

ইতিমধ্যে ক্ষমা পিতলের বালতিতে করে দ্বিতীয় বার সবার পাতে ভাত দিচ্ছিল। অমূল্যভূষণ তার দিকে চেয়ে বলেন—

ঃ তোর কি মনে হয় রে মা?

ঃ কাগজে মাঝে মাঝে যে ছিটে ফোঁটা খবর বের হয় কোন কোন মন্ত্রী সম্পর্কে, তা পড়ে ত তাই মনে হয় বাবা।

ঃ ঠিক তাই। বাস্তবে হয়তো আরও বেশী ক্ষমতার অপব্যবহার [illegible]কেউ কেউ। কিন্তু তাই বলে ত' সেটাই একটা আদর্শ 'কাজ

বলে বিবেচিত হ'তে পারে না। আর আমি আশা করি, আপনারাও আমার আত্মীয় হিসাবে আমাকে কোন অন্যায় কাজ করতে বলবেন না, যা করলে একটা খাবাপ নজির ত' সৃষ্টি হবেই তাব ওপর খবরের কাগজে এ নিয়ে লেখালেখি হ'লে কেলেঙ্কাবিব চূড়ান্ত।

আগন্তুকদের মধ্যে নাছোড়-বান্দা নয়, অথচ ভদ্র যুবকটি বলে—

ঃ না জামাইবাবু, আপনাকে অন্যায় কাজ কবতে কেন বলব, সেটা বলা উচিতও নয়।

ঃ আমি সেক্রেটাবীদেব কাছে জেনে নিই যে নতুন লোক নেবার কোন স্কোপ আছে কিনা, থাকলে তোমাদেব সুযোগেব ব্যবস্থা যে কবা হবে, এটুকু বিশ্বাস তোমবা আমাব ওপব বাখতে পার।

কথা শেষ কবে অমূল্যভূষণ টকেব বাটিতে হাত লাগালেন।

খাওয়ার শেষে হাত মুখ ধুয়ে এসে ক্ষমাব হাত থেকে মশলা নিলেন। ক্ষমা জিজ্ঞেস করে—

ঃ তুমি কি এখনই সেক্রেটারীয়েটে যাবে বাবা ?

ঃ না বে মা, আজ আবাব তিনটাব সময ক্যাবিনেট মিটিং আছে কিনা। একটু বিশ্রাম ক'বেই বেরুতে হবে।

কথা শেষ কবে শোবার ঘবেব দিকে চ'লে যান অমূল্যভূষণ। ক্ষমা ডাইনিং রুমে ফিবে আসে। তাকে দেখে সুভাষিনী বলেন—

ঃ তোব দিদিদেব ডেকে নিয়ে আয়, বেলা গড়িয়ে গেল, কখন খাবি তোবা ?

ঃ এই আসছি মা, টেবিল পরিষ্কার হ'য়ে গেলে তুমি বামুন মাসীকে ভাত দিতে বল।

কথা শেষ কবে দিদিদেব খোঁজে চলে গেল ক্ষমা। এ ঘর সে ঘর খুঁজে ওদেব আব পায় না। শেষ পর্য্যন্ত শোবার ঘবের পাশেই প্রসাধন কক্ষে গিয়ে ওদের দুটিকে আবিস্কার করল। দেখল এই দুপুর বেলাতেই ওরা দু'জনে দুটি ড্রেসিং টেবিলের সাম[illegible]

একজন ঠোঁটে ঘষছে লাল লিপষ্টিক, আর একজন গোলাপী। দু'জনেই স্নো, পাউডার, প্রভৃতি যত পারে মেখেছে মুখে। ওষ্ঠর-রঞ্জনীতে ওরা ইতি টানছে এখনকার মত প্রসাধন পর্ব্বে। দরজার ফ্রেমে দাঁড়ানো ক্ষমার মুখে মৃদু হাসি। সে হাসিমাখা মুখ দু' দিদির সামনের আয়নায় ভেসে উঠতেই ওরা যুগপথ ঘুরে বিরক্তিভরা গলায় বলে—

ঃ অমন মুখ টিপে হাসছিস্ যে বড় ?

ঃ হাসব না ত' কি কাঁদব ? কিন্তু বড়দি, ছোড়দি, তোদের কি কাণ্ড বল ত, এই দুপুর বেলাটায় অমন সাজন গোজনের প্রয়োজনটা কি হ'ল ?

ঃ বাঃ, সাজবো না কেন, আমরা এখন মিনিষ্টারের মেয়ে না! মা ব'লে দিয়েছে সব সময় সেজে গুজে থাকতে। মা যে আগে এমনি আটপৌরে ধরণের শাড়ী পরত, সেই মাও দেখিস্ না এখন ড্রেস দিয়ে শাড়ী পরছে। তোর মত ত' গেঁও ভূত নই যে সব সময় পেত্নীর মত না সেজে গুজে ঘুরে বেড়াব ?

ঃ ও, মন্ত্রীর বাড়ীর মেয়েরা তবে মানুষের খোলস খুলে পরী হ'য়ে যায়, নারে ? বেশ বাবা বেশ, তোরা সবাই পরী হয়ে নে। আমি সেই অজ পাড়াগাঁয়ের ক্ষেমিই থেকে যাব। এখন দয়া করে খেতে এসো। ডাইনিং টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে। আর এটা আমার কথা নয়, তোমাদের মা-জননীরই হুকুম।

বলেই মন ভরা ক্ষোভ নিয়ে ক্ষমা ডাইনিং রুমের দিকে চলে যায়। রমা-অমাও তাড়াতাড়ি অবশিষ্ট ঠোঁটটুকুতে ওষ্ঠরঞ্জনী ঘষা শেষ করে উঠে পড়ে।

৭

ব্ল্যাক কংগ্রেসের সুপ্রিম প্রেসিডিয়ামের এ্যাডজর্নড মিটিং বসেছে। যথারীতি সফট ড্রিঙ্ক পরিবেশন হ'য়ে গেল। পানপাত্রে একবার ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়ে মগনলালজী বলেন—

ঃ তা হ'লে আমাদের সভার কাজ এবার সুরু করা যাক, কি বলেন প্যাটেলজী ?

ঃ জরুর ! জরুর !

ঃ আমরা আজ প্রথমে সেই ছ' জন এ্যাবস্কণ্ডাক্ট মেহ মানের সঙ্গে পরামর্শ সেরে নিই, যাদের নামে ডি, আই, রুল অনুযায়ী ওয়ারেণ্ট জারি করা হয়েছে।

কথা শেষ ক'রে ইলেকট্রিক বেলের বোতাম টিপলেন মগনলালজী। পর মুহূর্তে একজন বেয়ারা পুষডোর ঠেলে ঘরে ঢুকে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল। মগনলাল বললেন—

ঃ ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ রাও কো সেলাম দাও।

ঃ জি সাব।

বলে বেয়ারা বেগে বেরিয়ে গেল।

ঃ আচ্ছা মগনলালজী, ওরা যে গ্রেফতারী পরোয়ানা এড়িয়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে শেলটার নিয়েছে, তাতে ওদের ব্যবসার কোন ক্ষতি হচ্ছে না ?

ঃ কিছুমাত্র না। বহাল তবিয়তে ব্যবসা ক'রে যাচ্ছে ওদের ষ্টাফ।

বলেন মগনলালজী।

ঃ বেশ বিশ্বাসী আর তৈরী স্টাফ ত' !

বলেন রতিকান্ত প্যাটেল।

ঃ কিন্তু ওদের যাবতীয় সম্পত্তি সরকার কনফিসকেট করে নিতে পারে কিনা সে নিয়ে ভেবে দেখেছেন কি ?

কে, কে, মুন্দ্রা বলেন।

ঃ সে আর ভাবি নি। আমাদের ল ডিপার্টমেন্ট বলেছে যে এ ব্যাপারে খুব বেশীদূর সরকার এগুবে না। তার কারণ সরকারের নেক নজরে আছে যে কজন ব্যবসায়ী, তাদের বিরুদ্ধে তা হ'লে এরা যে রুখে উঠবে। আব তাদের চটালে পার্টির ফাণ্ডের অবস্থা কাহিল হ'য়ে পড়বে। ফলে টাকার অভাবে বিশেষ করে ইলেকসন মেসিনারী ফেল করবে। কেননা টাকা না ছড়িয়ে আজকাল নির্বাচনে জেতা যায় না। তা ছাড়া ষ্টেট মিনিষ্ট্রিতে আমাদের সমর্থক যে কজন সদস্য আছে তাবা এ নিয়ে আলোচনা উঠলে বার বার সরকারকে স্মরণ কবিয়ে দিচ্ছেন যে, এটা মিলিটারী এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন নয়, এটা ডেমোক্র্যাসী। সুতরাং কোন রকম ড্র্যাষ্টিক এ্যাকশান সরকার নিতে পারেন না।

মগনলাল কথা শেষ কবতে না করতেই ডিরেক্টব জেনারেল রাও হন্ত দন্ত হ'য়ে ঘরে ঢোকেন। মগনলালের পাশেবই একটা খালি কুসান চেয়াবে বসেন।

প্যাটেলজী বলেন—

ঃ এই গণতন্ত্র জিনিষটা কিন্তু খাসা। আমরা ব্ল্যাক মার্কেটিং করি অথচ এই ব্যবস্থাব জন্য পার পেয়ে যাই! দেশের উদ্দেশ্যবাজ লোকরা এই গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে চেঁচিয়েই গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছে। অথচ সবকার এই গণতন্ত্রের জন্যই নাকি কিছু করতে পারছে না। সত্যি মগনলালজী, এই গণতন্ত্র ব্যাপরটা যে কি আছে, তা আমার মাথায় আসে না।

বলেন প্যাটেলজী।

ঃ সেদিন আমার তেল কলের কাছেই একটা রকে বসে কয়েকজন ছোকরা আড্ডা মারছিল। তাদের মধ্যে একজন ত' বেশ

জমিয়েই নিয়েছিল। পথ চলতে চলতে থেমে আমি ওদের কথা শুনলাম। সেই ছেলেটি বলল—এ ত' গণতন্ত্র নয়—এ হ'ল গে গ্যাঁড়াতন্ত্র!

বলেন নিবারণ সাধু খাঁ। শুনে সকলে কোরাস হাসি হেসে ওঠে। মগনলাল সুধায়—

ঃ কিন্তু গ্যাঁড়াতন্ত্র মানে টো কি আছে মিষ্টার সাধু খাঁ?

ঃ গ্যাড়াতন্ত্র মানে বুঝলেন না? মানেটা হ'ল, যে যা পার লুটে পুটে খাও—এই আর কি।

ঃ বাঃ বেশ বড়িয়া কথা বলেছে ত'।

বলেন কে, কে মুন্দ্রা। ডাইরেক্টর রাও মগনলালের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলেন—

ঃ আমায় কি ডেকেছেন স্যার! আমি আবার রঞ্জিনীদের তালিম দিচ্ছি—আজকে রাতে মিডনাইট ড্রিম হোটেলে আমরা যে পার্টির ব্যবস্থা করেছি সে সম্পর্কে কোন্ মেয়ে কোন্ অফিসারকে কি ভাবে ডিল করবে তা বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম।

ঃ লেকিন, সে হোবে এখন, পাঁচ মিনিটের জন্যে সেই এ্যাবস্কণ্ডাক্ট ছ' জন মেহ মানকে নিয়ে আস্থন।

ঃ আচ্ছা স্যার, এখনই আনছি।

বলে রাও বেরিয়ে যায়। মগনলালজী বলেন—

ঃ এই রাও লোকটা অদ্ভুত করিৎকর্মা। দিন-রাত এমন খাটতে পারে, যা একটা লোকের পক্ষে অসম্ভব। জানেন ত, এ কিন্তু একজন রিটায়ার্ড আই, সি, এস।

ঃ অথচ আমাদের আগে ধারণা ছিল, এই আই, সি, এস-রা ব্রিটিশ সরকারের নাত-জামাই।

বলেন নিবারণ সাধুখাঁ।

ঃ যা বলেছেন, নাত-জামাই-ই বটে। শালা চাকরি না করলেও ঘরে বসে বসে হাজার টঙ্কা পাবে।

বলেন সুপ্রিম প্রেসিডিয়াম মেম্বর যদুমণি মহান্তি। তাঁর কথা শেষ হ'তে না হ'তেই মাথার ওপর ডি, আই-রুল-এ ওয়ারেণ্ট ঝোলা ব্যবসায়ী ছয়জন মিঃ রাও-এর পেছু পেছু দরজা দিয়ে মিটিং রুমে চোকে। ঘরে ঢুকেই তারা সদস্যদের নমস্কার করে। মগনলালজী তাদের আসন গ্রহণ করতে বলেন। আসন গ্রহণ করবার পর তাঁদের একজন বলে—

ঃ সাচমুচ বলতে কি, ব্ল্যাক কংগ্রেস যে আমাদের কতটা উপকার ক'রেছে, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। অথচ আগে যখন আমাদের ব্ল্যাক কংগ্রেসের সদস্য হ'তে বলা হয়েছিল, তখন আমরা হই নি।

অপর জন বলে—

ঃ যদি আপনাদের ইনফরমার ঠিক সময়ে আমাদের জানিয়ে না দিত যে আমাদের নামে ওয়ারেণ্ট বেরুচ্ছে, তবে ত' আমরা কিছুতেই গ্রেফতার এ্যাড়াতে পারতাম না।

অন্যজন—মগনলালের দিকে চেয়ে বলেন—

ঃ মিঃ চেয়ারম্যান, আপনি যদি অনুমতি করেন আমরা আপনার সেই ইনফরমারকে কিছু বক্‌শিশ করতে চাই।

ঃ দেখুন ; আমরা সরকারী কর্মচারিদের যথেষ্ট ঘুষ দিয়ে বকশিশ দিয়ে প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন, কোটা, পারমিট ইত্যাদি সংগ্রহ করি বটে কিন্তু ব্ল্যাক কংগ্রেসের কোন কর্মীকে ঘুষ বা বকশিশ-এর প্রতি লোভাতুর হ'তে উৎসাহ দিই না। যে কোন ভাল কাজের জন্য রিউয়ার্ড বা বেষ্ট সারভিস বোনাস দেবার ব্যবস্থা আমাদের আছে। তাই আপনারা যদি বকশিশ দিতে চান, তা আমাদের মারফৎ দিতে হবে।

ঃ বেশ, ব্ল্যাক কংগ্রেসকেই বকশিশটা দিয়ে দিচ্ছি।

কথা শেষ করে গ্রেফতার হওয়া ছয়জন পরস্পরের পার্স থেকে নিয়ে [illegible] নোট মগনলালজীর হাতে দিয়ে দেয়।

মগনলালজী সঙ্গে সঙ্গে বোতাম টেপেন। ছুটে আসে বেয়ারা। সেলাম দিয়ে দাঁড়ায়। মগনলালজী বলেন—

ঃ ক্যাশিয়ার বাবুকো বোলাও।

ঃ জি সাব।

বলে বেয়ারা চলে যায়। মগনলাল আত্মগোপনকারি খাদ্য-ব্যবসায়ীদের বলেন—

ঃ আপনাদের এখানে আমাদের আণ্ডাব গ্রাউণ্ড গেষ্ট হাউসে থাকতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না ত?

ঃ না স্যার, কিছুমাত্র না।

ঃ তবে যতদিন খুশি থাকুন। আর এখা.ন থাকতে যদি মন না চায় তবে বলবেন অন্য রাজ্যেব গেষ্ট হাউসে থাকার ব্যবস্থা করে দেব। আ মাদেব ল ডিপার্টমেণ্টকে বলে দিয়েছি এ বিষয়ে কিছু করা যায় কিনা দেখতে। তাছাড়া আমাদেব ল ডিপার্টমেণ্ট উর্দ্ধতন পুলিশ মহল, রাজ্যেব মন্ত্রী মহল ও হাই কম্যাণ্ডস সঙ্গে যোগাযোগ করে ওয়াবেণ্ট যাতে বাতিল করা যায়, সে চেষ্টাও করছে।

ঃ সত্যি, এটা যদি কবতে পাবেন, আমবা আপনাদেব কেনা গোলাম হ'য়ে থাকবো।

আত্মগোপনকাবী ব্যবসায়ীদের একজন বলে।

ঃ দেখুন, আমবা কোন কালোবাজাবীকেই গোলাম মনে করি না। আমরা পবস্পর পবস্পাবেব বন্ধু। তবে অনেকে ঠিক সময়ে আমাদের সঙ্গে কো-অপারেশন কবে না বলেই পস্তায়। নইলে আমরা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যে, এতদিনে আমরা পুবাপুরি কালারাজ দেশে কায়েম করে ফেলতে পারতাম।

ঃ না স্যার, একবার যা ভুল করেছি, আর নয়। এখন থেকে আমরা সক্রিয়ভাবে ব্ল্যাক কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করব।

ঃ শুক্রিয়া। এখন যান আপনারা, বিশ্রাম করুন গে।

খুশি ঝরা কণ্ঠে বলেন মগনললালজী।

ঃ নমস্তে, নমস্তে।

সকলের উদ্দেশ্যে নমস্কার ক'রে আত্মগোপনকারী ব্যবসায়ীরা চলে যায় মিষ্টার রাও-য়ের সঙ্গে। ওরা চলে গেলে মগনলাল বলেন—

ঃ এরা ময়দা কল মালিক। বহু টাকা ঝেড়েছে। আরে 'বাবা, একটু রয়ে সয়ে খাও, তা নয় একেবারে গপাগপ খেতে লাগল। আমাদের অরগ্যানাইজিং সেক্রেটাবী ওদের ব্ল্যাক কংগ্রেসের মেম্বার হতে বলতে গিয়ে ত' একরকম তাড়া খেয়েই ফিরে এসেছিল।

ঃ তা হ'লে এদের বাঁচালেন কেন মগনলালজী ?

জানতে চায় নিবারণ সাধুখাঁ।

ঃ ব্যাপারটা কি জানেন, আমরা যে কোন ভাবে অর্থাৎ সেই ইংরেজী কথাটার মত 'বাই হুক অর ক্রুক' দলে ভারি হব—তাই আমাদের লাভ। দেখছেন না, ওদেব বাঁচিয়েছি বলেই ওবা এখন একেবারে কেনা গোলাম আমাদেব।

রঞ্জিনী বিভাগের প্রশস্ত হল ঘবে দেয়ালে লাগানো সারি সারি প্রমাণ সাইজের আয়না। তাব সঙ্গে ছোট ছোট টেবিল ও চেয়ার। চেয়ারগুলির প্রায় প্রতিটিতেই শুধু মাত্র জাঙ্গিয়া এবং ব্র্যাসিয়ার পরা সুন্দরীরা পরস্পর হাসি মস্করা কবতে করতে প্রসাধনমগ্না। প্রথম সারির প্রথম আয়নাটার সামনে বসে যে মেয়েটি মেক-আপ নিচ্ছিল, নাম তার বিভোরা। অন্যান্যদেব চেয়ে বুক-ভবা ওর কিছুটা বেশী যৌবনের সুষমা। পিনোন্নত বক্ষের মাত্র কিছুটাই আবৃত হয়েছে চল্লিশ সাইজের মেইডেন ফরম ব্রেসিয়ার। ওর ও স্ফিতবক্ষ শুধুমাত্র পুরুষদেরই লোভাতুর করে না, সতীর্থ অন্যান্য রঞ্জিনীদের মনেও সঞ্চার করে ইর্ষার উন্মাদনা। মুখখানা ওর অন্যান্যদের চেয়ে অনেক বেশী লালিত্য মধুর। চোখ দুটো আকর্ণ দীঘল। পদ্ম পাপড়ির মত অক্ষিপত্রের পল্লবগুলো বেশ ঘন ও ভ্রমরকালো। বিশেষ ধরণের আঠা

দিয়ে ও তখন আইলেডগুলো জোড়া লাগাতে ব্যস্ত। এমন সময় পাশের টেবিলের পর্ণা নামের মেয়েটি ওর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল—

ঃ এই, কাল তোকে কার ফেউ হ'তে হয়েছিল রে ?

ঃ আর বলিস নে ভাই, প্রায় আধবুড়ো একটা লোক। কোথাকার সরকারী চাল গুদামের স্টোর কিপার।

ঠোঁট উল্টিয়ে বলল বিভোরা তাচ্ছিল ভরে।

ঃ কি করলি শেষে তাকে নিয়ে ?

প্রশ্ন করে আবার পর্ণা।

ঃ আমার ত ভাই ডিউটি ছিল ওকে দিয়ে পাঁচ হাজার মণ আমাদের ব্ল্যাক গোডাউনের পচা চাল নিয়ে ওদের গোডাউনের ভাল চাল পাচার করার ব্যবস্থা করার।

ঃ তা শেষ পর্য্যন্ত রাজী হ'ল ?

ঃ কি যে বলিস ভাই, রাজী যদি নাই করাতে পারব তবে এ রূপেরই বা মূল্য কি, আর প্রয়োজন কি এত সাজগোজের। বলতে গেলে এক তুড়ি মেরে কাজ হাসিল ক'রে নিলাম।

ঃ আমার নাগরটি কিন্তু কাল খুব বেগ দিয়েছে ভাই।

ঃ সত্যি ?

ঃ হ্যাঁরে। শেষ পর্য্যন্ত কি বিশ্রী কাণ্ড বল দিকিনি, হোটেলের কেবিনের মধ্যেই কাপড় ধরে টানাটানি।

ঃ এ ম্যা ! কি করলি শেষে ? যদি বয় টয় কেউ ঢুকে পড়ত কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত হ'ত যে রে !

মুখ ফিরিয়ে কথা শেষ করে জীভ কাটে বিভোরা।

ঃ তা যা বলেছিস। কারণ এ হোটেলটা ত ব্ল্যাক কংগ্রেসের রিজার্ভ করা হোটেল ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত অনেক ধরে আদর-টাদর ক'রে, কয়েকটা চুমু টুমু খেয়ে ম্যানেজ করলাম। কিন্তু ভাই মহা ঘুঘু লোক, ফাইলের সেই বিশেষ অর্ডারটা কিছুতেই দিল না। আজ আবার তাকে নিয়ে যেতে হবে সী-সোর-এ 'জয়রাইড-এ [illegible]

লোকটা সেটা দেবে। কি বল্‌ব ভাই, মাঝে মাঝে এত বিশ্রী লাগে যে মনে হয় সব ছেড়ে ছুড়ে ছুট দেই। কিন্তু তাত হবার নয়।

ঃ দূর, অত ভেঙ্গে পড়লে কি চলে। পুয়োর সেন্টিমেণ্ট নিয়ে এ সব কাজ করা যায় না। আমি ত বাপু এখানকার ডিউটি শেষ হওয়া-মাত্র একেবারে জেণ্টল উওম্যান বনে যাই। এখানকার কোন স্মৃতি সারা দিনে মনেও স্থান দেই না। আব দেবই বা কেন, জানি ত' কতকগুলো পশুকে সঙ্গ দিতে হয় আমাদের—যাবা কিনা দেশের যে কোন রকম ক্ষতি কবতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। বাথরুমে আরশুলা বা ইঁদুরের সামনে পেচ্ছাপ করতে লজ্জা পাই নাকি? তাই ঐ সব কুকুবদেব কথা নিয়ে চিন্তা কবলেও পাপ। আর আশ্চর্য, এই সব হোমবা চোমবা অফিসাবদেব ওপরই দেশের ভাগ্য নির্ভর করছে। পড়াশোনা ত বেশীদূব করিনি, তাই ভাই এদের এ সব ঠিক ঠিক বুঝে উঠিনে। কি কবে কাদের উপর যে দেশের মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ—তা ভাই কিছুই বুঝি নে।

ঃ আচ্ছা ভাই, শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা কতদূব গড়াবে?

জানতে চায় পর্ণা।

ঃ কিসেব ব্যাপার?

পেন্সিলে ভ্রূ টানতে টানতে প্রশ্ন করে বিভোরা।

ঃ বাঃ, এই যে সবকারের সঙ্গে খাদ্য ব্যবসায়ীদেব যুদ্ধ চলছে—এর শেষ কি হবে। কে জিৎবে, কে হাববে? আর এই রাজায় রাজায় যুদ্ধে—অর্থাৎ গণ রাজ বনাম কালারাজ-এ যে যুদ্ধ হচ্ছে ওদিকে উলুখাগড়া সাধারণ মানুষদের প্রাণ যে যায় যায়।

ঃ যা বলেছিস।

ঠিক এমন সময়ই ওদের মাথার ওপরে দপ দপ্‌ করে ওয়ার্নিং আলো জ্বলে উঠল। অর্থাৎ কিনা ওদের এসব কথা ওদের রঙ্গিনীদেরই কেউ না কেউ লাগিয়ে দিয়েছে এ বিভাগের সহযোগী ডিরেক্টর মিসেস মা[illegible]কে। তিনি আবার ডিরেক্টর রতন কুমারের কানে তুলেছেন

ওদের কথা। ওরা সতর্ক হয়ে যায়। এখানে দেয়ালেরও কান যে আছে, তা হাড়ে হাড়ে বোঝে ওরা।

বিভোরা বলে—

ঃ ও সবে আমাদের দরকার কি ভাই, টাকার এ পিঠও যা ও পিঠও তাই। ববং এই ব্ল্যাক কংগ্রেস আমাদের এখানকার মেয়েদের পরিবারগুলোকে অন্ততঃ বাঁচিয়েছে ত'। কৈ, রিফিউজি হিসাবে বার বার সাহায্য প্রার্থনা করে যে আমাব এই রূপ এই দেহ নিয়েই রিহ্যাবিলিটেশান বিভাগে ছুটাছুটি করলাম—তাতে কি পেয়েছি আমরা? অফিসারগুলো, কেরাণীগুলো, কামার্ত দৃষ্টির জীভ দিয়ে যেন আমার এই রূপ, এই দেহ চেটে চেটে খেত। কিন্তু ভাই, তবু যা সামান্য সাহায্য মিলত তাব বখবা নিতে কিন্তু ছাড়ত না। বাড়িয়ে দিত বাঁ হাত। ঘুষ চাই ঘুষ। পান খাওয়াব পয়সা। কোথাকার পান যে খায় সেই রাজা বাদশাবা কে জানে। আবহমান কালই ত পান খাওয়ার পয়সা নিচ্ছে। তবু পান খাওয়া শেষ হয় না ওদের।

ঃ তা জানিস ভাই, ওদের পান বোধ হয় আসে প্যারিশ থেকে।

বান্ধবীর কথার জের হিসাবে ব'লে উচ্ছল হাসি হেসে ওঠে পর্ণা।

মিসেস মার্গারেট বঙ্গিনী মহলের মাঝারি একটি ঘরে তালিম দিচ্ছিল অষ্টাদশী ক্যাবারে গার্ল ক্লারাকে। মাথায় ওর শ্যাম্পু করা স্বর্ণবর্ণ কেশদাম। মুখে উগ্র প্রসাধন। মিসেস মার্গারেট ঘরের ফ্লাড লাইটের সুইচ অফ করে ফোকাসটা টিপে দিলেন, সেই সঙ্গে চালিয়ে দিলেন রেকর্ড প্লেয়াবটা। বেজে চলল একটা উদ্দাম বাজনা। স্পট লাইটের আলোগুলো ক্লারার উজ্বল স্বর্ণাভ কায়াকে যেন সহস্র হাতে জাপ্টে ধরল। বাজনার তালে তালে লাস্যময়ী নাচতে লাগল। নাচের দমকে দেহ ওর ভেঙ্গে চুরে একাকার। সাগর কন্যার মত ঢেউয়ের মাতন যেন ওর স্বর্ণ দেহে। যেমন উত্তাল বাজনা [illegible]নি

উন্মাদনাময় দেহভঙ্গী। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে ক্লারা যেন কেমন উন্মাদ হয়ে উঠল। মেঝেতে বিশেষ ধরণের জুতার খটাখট শব্দ। উদ্দাম বাজনার তালে তালে উদ্দাম সে নৃত্য।

মিসেস মার্গারেট ঠিক এই সময় বলে ওঠেন—

ঃ ইয়েস স্টার্ট টু পুট অফ ইওর গারমেণ্টস।

ক্লারা একে একে খুলে ফেলে ঝোলা গাউন, খুলে ফেলে ফ্রক, খুলে ফেলে স্ল্যাক্স, খুলে ফেলে শেষ সহবৎ পোষাক ব্লাউজ। কটিদেশে মাত্র ক্ষীণ ইজের এবং ব্রাসিয়ার ছাড়া দেহে কিছু নেই। একটা লজ্জার শিহরণে যেন ক্লারার দেহ-মন কেঁপে ওঠে। ও ছুটে এসে জাপ্টে ধরে মিসেস মার্গারেটকে। কেঁদে ফেলে বলে—

ঃ নো-নো, মিসেস মার্গারেট আই ক্যান'ট। আই ক্যান'ট!

ঃ সে কি। এটা এমন একটা অসম্ভব কি! সভ্যতার লীলাভূমি প্যারিতে শত শত তোমার বয়েসী মেয়ে একেবারে নূড পারফরমেন্স করছে।

ঃ কিন্তু···

ঃ তুমি ত' জান এই ক্যাবারে নাচের জন্যই তোমাকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। আর বিশেষ ক'রে কোন এক স্টেটের ফুড ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টর প্যারীর মত নাচ দেখতে চেয়েছে বলে আমাদের চেয়ারম্যান এই বিশেষ ব্যবস্থা করছেন।

ঃ কিন্তু মিসেস মার্গারেট···

ঃ মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই তোমার পারফরমেন্স—আর তুমি কিনা এখন আপত্তি জানাচ্ছ। জান এতে আমাদের বস কতটা অসন্তুষ্ট হবেন? তা ছাড়া এর ফল কতদূর গড়াবে জান? ডোণ্ট বি সিলি ক্লারা, গো এ্যাণ্ড ষ্টার্ট এগেইন ফ্রমদা বিগিনিং।

মিসেস মার্গারেটের নরম গরম কথায় ক্লারা ধীর পায়ে গিয়ে দাঁড়ায় আগের জায়গায়। আবার মিসেস মার্গারেট বাজনার রেকর্ডটা অন ক'রে দেন। মেয়েটি আবার নাচ সুরু করে।

ইতিমধ্যে দেহে তুলে নিয়েছে ও আবার ওর পোষাকগুলো। কারণ পারফরমেন্সটা কেমন হবে—তার এটাই ফাইন্যাল রিহার্সাল।

আবার রেকর্ডে সেই উদ্দাম বাজনা। সেই বাজনার তালে তালে ক্লারার দেহ দু'লে ওঠে। দোলে ওব মন, দোলে ওর দেহ, দোলে ওর বুক, দোলে ওর স্বর্ণ কেশদাম। কেমন যেন মরিয়া ও। মনে মনে ভাবে—ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে লজ্জা, ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে সঙ্কোচ, ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে রুচি। তা ছাড়া সভ্যতার লীলাভূমি প্যারীর মেয়েরা যদি পারে সম্পূর্ণ বিবসনা হ'য়ে নূড নাচ নাচতে, সে কেন পারবে না—সে কেন হেরে যাবে সেই না দেখা মেয়েদের কাছে। সংকরী মেয়ে সে, তার দেহে, তার মনে কোন বিশেষ সভ্যতার বিশেষ সুধারণার কেন থাকবে প্রাধান্য ?

ক্লারা যেন উন্মাদ হ'য়ে ওঠে প্রবল উত্তেজনায়। চোখের তারাগুলো যেন হয় রক্তবর্ণ। গরম নিঃশ্বাস পড়ে নাক দিয়ে প্রবল উন্মাদনায়। ফুলো ফাঁপা চুলগুলো আগুনের মত নাচে। বাজনা যেন কথা বলছে,—টাকা-টাকা-টাকা—আরো টাকা—আরো টাকা !

একে একে ও খুলে ফেলে গোলাপী পোষাকটা, তারপর অরগ্যাণ্ডির ফ্রক, ব্লাউজ, তারপর স্ল্যাকস, তারপর ও এক টানে খুলে ফেলে বুক-বাঁধা ব্র্যাসিয়ার। মিসেস মার্গারেট ছুঁড়ে দেয় ওর দিকে একটা কালো ওড়না। নিভে যায় স্পট লাইট। থেমে যায় রেকর্ডের বাজনা। ক্লারা সাফল্যের আনন্দে ছুটে এসে দু'হাতে জাপ্টে ধরে মিসেস মার্গারেটকে।

ঃ স্প্লেণ্ডি ড !

সমন্তব্য উৎসাহ দেন মিসেস মার্গারেট ওকে। সাফল্যের গর্বে মার্গারেটের নিভাঁজ বক্ষে ক্লারার উত্তুঙ্গ বুকটা ঢিপ ঢিপ ক'রে যেন আনন্দে আঘাত করে।

৮

কোন জবর দখল কলোনীর একটি ছিটে বেড়া ও টিনের ছাউনির কুটির। একটা মাঝারি আর একটা ছোট ঘরে বাস করে এ বাড়ীর স্বামী-স্ত্রী সহ ছেলেমেয়ে নিয়ে দশটা জীব। অঢেল বর্ষার দাপটে কাদা-প্যাচ পেচে উঠোনে পাতা ইঁটগুলোর ওপর সূতো দিয়ে স্ট্র্যাপবাঁধা হাওয়াই চটি ফেলে ফেলে পৌঢ় বয়সে বৃদ্ধত্বপ্রাপ্ত প্রাণবল্লভ বাবু বড় ঘরটা থেকে ছোট ঘরের বারান্দায় আসেন। দরজায় চাপ দিয়ে দেখেন ভেতর থেকে বন্ধ। বাঁশবাতার বরফি জানালায় চোখ পেতে দেখেন মশারীর মধ্যে হাত-পা কুঁকড়িয়ে বড় মেয়ে বিভোরা তখনও গভীর ঘুমে অচৈতন্য। দেখে ভাবেন ডাকবেন কি ডাকবেন না। এদিকে না ডাকলে সময় মত রেশনে লাইন লাগান যাবে না। ছেলে-গুলো রেশন ফেশনে যেতে চায় না। মায়ের আস্কারায় তারা বাপের কথা কিছুমাত্র কানে তোলে না। এতদিনে ওরা বেশ জেনে ফেলেছে যে এ বাড়ীতে যদি কেউ অকর্মা বেকার থেকে থাকে তবে বাবা নামের জীবটি ছাড়া আর কেউ নয়। তাই সকলের অবজ্ঞা উপেক্ষা কুড়াতে হয় তাঁকে।

বাধ্য হ'য়ে প্রাণবল্লভ জানালায় চোখ ফেলে—বিভোরাকে ডাকেন তার আটপৌরে নাম ধরে—

ঃ টেকলু, টেকলু? রেশনের বেলা যে হ'য়ে গেল মা।

বেশ কয়েকবার ডাকাডাকির পর বিভোরা চোখ চাওয়ামাত্র কড়া রোদ পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে অক্ষিকপাট বন্ধ করল। বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলল—

ঃ উঃ, একটু যে শান্তিতে ঘুমিয়ে শরীরটা ঠিক করব তাও দেবে না তোমরা? যাও, রেশন-ফেশন আমি কিছু জানি না—যা পার করগে।

চোখ বুজেই বলে পাশ ফিরে শুলো বিভোরা ওরফে টেকলু। প্রাণ-বল্লভ মনে মনে আহত হলেন। তাই উঠানের ইঁটে পা ফেলে ফেলে বড় ঘরের বারান্দায় চলে এলেন ; যেখানে চট ঝুলানো আড়াল করা দিকটায় তোলা উনানে রেশনের আশায় মাটির হাঁড়িতে জল বসিয়ে পুকুর থেকে তুলে আনা কলমির শাক কাটছিলেন শাস্তিলতা। স্বামীকে দেখেই তিনি চাপা স্বরে বলে উঠলেন—

ঃ মেয়ের মুখ ঝামটা খেয়েই স্ত্রীর ওপর বীরত্ব ফলাতে এলে বুঝি ?

ঃ কেন ফলাব না ? বলি এতবার বলি অত রাত পর্য্যন্ত অভিনয় টভিনয় না করলেই হয়, তা কি কেউ শোন আমার কথা ?

ঃ আঃ তুমি থামবে, কতবার বলেছি যখন তখন পাড়া মাথায় করা তোমার রোগ হ'য়ে উঠছে। কে কত রাত পর্য্যন্ত অভিনয় করবে তা তুমি বুঝবে না যারা অভিনয় করায় তারা বুঝবে ?

ঃ তাই বলে বাপ হ'য়ে মেয়েকে আমি এ নিয়ে কিছু বলতে পারব না ?

আহত কণ্ঠে বলেন প্রাণবল্লভ।

ঃ না, পারবে না। সেই সব বাপেরা পারে যারা এ বয়সের মেয়ের সব রকম চাহিদা মেটাতে পারে, ছেলে মেয়েদের খাওয়া-পরা ও স্কুলের ব্যবস্থা করতে পারে। ভেবে দেখেছ কি মেয়েটা যদি এই পথে না যেত তবে আমাব সংসার আজ কোন্ নরকে ভেসে যেত।

ঃ হুঁ, স্বর্গ সুখই দিচ্ছে এনে তোমার মেয়ে। তবে নিজে কোন্ নরকে নেমে যাচ্ছে তা···

ঃ চুপ করবে তুমি ?

স্বামীকে ধমক দেয় শাস্তিলতা।

ঃ ভেবে দেখেছ কি একবার 'তোমার মুরোদ যদি থাকত তবে এ পথে মেয়ের যাবার কোন প্রয়োজনই থাকত না।

বলে বঁটিটা কাত ক'রে গজ গজ করতে করতে শান্তিলতা মেয়ের ঘরের দিকে চলে যান উঠোনের সেই ইঁটগুলোর ওপর পা ফেলে ফেলে। মেয়ের ঘরের জানালায় মুখ নিয়ে যতদূর সম্ভব কোমল কণ্ঠে ডাকেন—

: টেকলু রে—রেশনের টাকাটা দে মা—খালি হাঁড়িতে জল চাপিয়ে রেখেছি—নইলে আবার ইতু মিতু, রুনু-টুনুর স্কুলের সময় হ'য়ে যাবে।

বিভোরা বাবা-মায়ের বিনিময়িত সংলাপ সবই শুনেছিল। কেমন যেন নরম হয়ে গিয়েছিল মন। তাই এক ঝটকায় উঠে সস্তা দামের টেবিলে পড়ে থাকা ভ্যানিটি ব্যাগটার চেন টান মেরে খুলে দশটাকার দু'খানা নোট জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলে—

: হাত যখন মেয়ের কাছে পাতবেই তবে সময় মত পাতলেই ত' পার।

বলতে বলতে ও আবার মশারীতে ঢুকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়ে। শান্তিলতা চোখের জল স্বামীর দৃষ্টির অলক্ষ্যে মুছে নোটদুটো কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে আসেন বড় ঘরে।

টাকা হাতে পেয়েই প্রাণবল্লভবাবু পড়ি মরি ক'রে রেশনে ছুটিয়ে সে কলোনির চৌরাস্তার মোড়ের পান-সিগারেটের দোকানের কাছে গিয়ে দু'পয়সার বিড়ি কিনে পকেটে রাখলেন। একটা বিড়ি উল্টো দিকে ফুঁ দিয়ে সোজা ক'রে মুখে চেপে বড় আয়নার ঠিক নীচে রাখা আগুনের দড়িটার কাছে এগিয়ে গেলেন। দড়িটা টেনে নিয়ে বিড়ির মুখে আগুন দিয়ে মাথাটা তুলতেই আয়নায় তাঁর হতশ্রী মূর্তিটা ভেসে উঠল। মুখময় খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা অসংস্কৃত দাড়ি গোঁফ—মাথায় বড়ো বড়ো চুল। ঝুলপির কাছের চুলগুলো কতদূর নেমে এসেছে। দাড়ির আড়ালে ভাঙ্গা দুটি গাল। চোখ দুটো গর্তে ঢোকা, তারাগুলো যেন আগের মত কুচকুচে কালো নেই—অনেকটা বিবর্ণ। হাতখানা তুলে দেখলেন শিরাগুলো কেমন শিথিল, হয়ে ফুলে ফুলে উঠেছে।

অথচ এ দুটো হাত সেই বোমার যুগে ছিল কি পেশীবহুল। যখন হাতের বাঁকা আঙ্গুলগুলোর মধ্যে বোমা ধরে কি ক'রে ছুঁড়তে হবে—তার তালিম নিতেন, তখন সঙ্গীদের সবাই এই প্রাণবল্লভের প্রতিই ঈর্ষাভরা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত। বলত—হ্যাঁ, এইরকম হাত না হলে বোমা লক্ষ্য স্থির ক'রে ছোঁড়া যাবে কেন?

কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। রাতারাতি এলো আর এক ঢেউ—হিংসায় পাওয়া যাবে না স্বাধীনতা—নতুন অস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে—সে অস্ত্র হবে অহিংস। অর্থাৎ সত্যাগ্রহ। দলে দলে মানুষ যোগ দিল তাতে। বিভ্রান্ত হলেন প্রাণবল্লভও। অবশেষে সহিংস যোদ্ধাদের দ্বারা গঠিত আই-এন-এর দাপটে অহিংস নেতারা বৃটিশের কাছে ভিক্ষে নিলেন 'মথ ইটন' এই স্বাধীনতা। সৃষ্টি হ'ল নব রাষ্ট্র পাকিস্তান। লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিটে মাটি ছেড়ে হ'ল ছিন্নমূল। ফলে—

হ্যাঁ, ফল তার এই আজকের প্রাণবল্লভ। ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেন প্রাণবল্লভ রেশন দোকানের দিকে। ভাগ্য ভাল বলতে হবে। লাইনে জন চার পাঁচ মাত্র লোক। কার মুখ দেখে উঠেছিলেন আজ? ছোট ঘরের বারান্দায় বিছানা গুটিয়ে উঠে প্রথমে দেখেছিলেন জানালা দিয়ে টেকলুরই মুখ। মনে প্রশ্ন ছিল রাতে বাড়ি ফিরেছে ত'? এমন সোমত্ত মেয়ে কোথায় যে কি করে। কি ক'রে যে মুঠো মুঠো টাকা পায়। একদিন জিজ্ঞেস করায় স্পষ্ট জবাব শুনতে হয়েছিল—

: হয় আমাকে চাইবে নিজেদের মনের মত করে, নইলে চাইবে আমার টাকা। ভেবে চিন্তে বল, প্রথমটা চাই? আর দ্বিতীয়টাই যদি প্রয়োজন, তবে কোন কথা বলবে না—আমার সম্পর্কে কোন কৌতূহল প্রকাশ করবে না।

হ্যাঁ, ওরই মুখ দেখেছিলেন আজ সকালে প্রাণবল্লভ। মেয়েটা সত্যি ভাগ্যবান, সত্যি ও লাকি। আজকাল যার টাকা আছে সেই লাকি, সেই ত ভদ্রলোক।

রেশন তুলে হন হন ক'রে বাড়ি ফিরলেন প্রাণবল্লভ। শান্তিলতা এক কাপ চা-অর্থাৎ প্রাতরাশ তুলে দিলেন স্বামীর হাতে।

প্রাণবল্লভ এক চুমুকে চাটুকু নিঃশেষ করেই থলি হাতে ছুটলেন বাজারে। বাজারেও যে আজকাল লাইন দিতে হবে। তেলের লাইন, বেবিফুড-এর লাইন, গম ভাঙ্গাবার লাইন। সত্যি, স্বাধীনতা কি সুন্দর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত করছে স্বাধীন নাগরিকদের। অথচ ওবা বলছে জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর, পরিবাব পবিকল্পনা কর। মানুষ কমাও। 'লুপ' 'লুপ' করে কাগজগুলো ক্ষেপে গেছে যেন ক দিন। পথে ঘাটে ছোট ছোট মেয়েরা আলোচনা করছে—বিষয় হ'ল 'লুপ'। রকে রেষ্টুরেণ্টে ছেলেরা আলোচনা করছে—আলোচ্য বিষয় হ'ল গর্ভপাত। সত্যি, 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না-ক তুমি।' স্বাধীন সংবাদ পত্র আজ নাবালকদেরও কম বয়সেই সাবালক করে ছাড়ছে—পাকিয়ে ছাডছে এঁচোডেই। কি রুচি, কি দেশ, কি উন্নত-মনা জাতি।

নানা চিন্তা কবতে করতে প্রাণবল্লভ হন্তদন্ত হয়ে মাছের বাজারে এলেন। দেখলেন বিরাট এক লাইন।—তা শ দুই লোক সে লাইনে। নিজেও গিয়ে দাঁড়ালেন। একটা বিড়ি ধরালেন ব্যাগটা বোগলে চেপে। কয়েকবার জোরে জোরে টান মারতেই বিড়িটার আয়ু শেষ। ছুঁড়ে ফেলে দিলেন উঁচু শান বাধানো বেদিগুলোর নীচ দিয়ে বওয়া ড্রেনটায়।

কিন্তু লাইন যে এগোয় না। কি ব্যাপার? প্রাণবল্লভ সারিতে তাঁর সামনের লোকটাকে শুধান—

ঃ হ্যাঁ দাদা, কি মাছ দিচ্ছে?

ঃ জানি না ত'?

ঃ সে কি! না জেনেই লাইনে দাঁড়িয়ে গেলেন?

ঃ সবাই দাঁড়িয়েছে, তাই দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম।

ঃ কিন্তু লাইন ত এগোয় না। কতক্ষণ হ'তে দাঁড়িয়েছেন

ঃ তা মিনিট পনের হ'ল।

ঃ আপনার আগে যিনি দাঁড়িয়েছেন, তিনি জানেন কি মাছ দিচ্ছেন ?

ঃ আজ্ঞে না।

ঃ ধুত্তোর !

বলে প্রাণবল্লভ লাইন থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর সামনের লোকটি বলল—

ঃ লাইন থেকে চলে যাচ্ছেন দাদা, শেষকালে আবার ঢুকতে কিন্তু পাবেন না।

ঃ আরে মশাই, শুধু শুধু লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেছো বাজারের টিনের চালের ঢেউ গুনবো ? আগে দেখে আসি কি মাছ দিচ্ছে, লাইনের শেষ অবধি পাওয়া যাবে কিনা।

বলতে বলতে প্রাণবল্লভ এগিয়ে গেলেন লাইন বরাবর সামনে। যেখান থেকে লাইন সুরু হয়েছে সেখানে গিয়ে দেখলেন ভোঁ ভাঁ ! শুকনো খটখটে বেদি। মাছও নেই ; মেছো বা মেছুনিও নেই। দেখে শুনে ত' প্রাণবল্লভ অবাক। লাইনের প্রথম লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন—

ঃ হ্যাঁ দাদা, কি মাছ দেবে এখানে ?

ঃ তা ত' জানি নে।

ঃ কখন দেবে ?

প্রাণবল্লভ আবার জানতে চান।

ঃ আজ্ঞে, তাও ত জানি নে।

সারির প্রথম লোকটির উত্তর।

ঃ তাও জানেন না ? তা হ্যাঁ মশায়, আদৌ মাছ দেবে কিনা, তা জানেন ?

ঃ আজ্ঞে তাও ত' জানি না !

ভদ্রলোকের উত্তর শুনে প্রাণবল্লভের চোখজোড়া যেন কপালে

ওঠে। লাইন ভেঙ্গে আরও দু'চারজন তাঁর কথাবলার ধরণে পাশে এসে জড় হয়।

ঃ তা, হ্যাঁ দাদা, তা হ'লে আপনারা লাইনে দাঁড়ালেন কেন, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন ?

ঃ মানে, মানে রোজই এখানে মাছ দেওয়া হয় ব'লেই দাঁড়িয়েছি।

বললেন দু'তিনজন একই সঙ্গে—

ঃ ধরুন না কেন ঘণ্টা খানেক হ'য়ে গেল দাঁড়িয়েছি আমরা।

অনেক কটি কণ্ঠ বলে। উত্তর শুনে প্রাণবল্লভ চোখ ছানাবড়া ক'রে বলেন—

ঃ বলি হ্যাঁ মশাই, এটা কলকাতা না রাঁচী ?

ঃ তার মানে ?

আত্মসম্মানে ঘা লাগায় লাইনের একজন বলেন—

ঃ তার মানে আপনি বলছেন যে আমরা সব পাগলা গারদের লোক ?

আর একজন রেগে বলেন—

ঃ এত বড় কথা ?

বেশ চাঞ্চল্য দেখা দেয় লাইনের লোকগুলোর চোখে মুখে। তবু তারা লাইন ছাড়ে না—মনে দ্বিধা, যদি লাইন ছাড়লে মাছ নাই পান। প্রাণবল্লভ এবার লাইনের লোকদের পায়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন। তা লক্ষ্য করে কয়েকজন প্রশ্ন করে।

ঃ কি দেখছেন মশাই অমন করে ?

ঃ কি দেখছি ? দেখছি··· ·····

কথা শেষ না ক'রে, হাঃ হাঃ হাঃ করে কেমন এক অস্বাভাবিক হাসি যেন হেসে ওঠেন প্রাণবল্লভ। বলেন—

ঃ একজনকে লাইনে দাঁড়াতে দেখে আমরা দু'দুশো জন শুধু শুধু ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে গিয়েছি ! হাঃ হাঃ হাঃ ! না,

আমরা সব আর মানুষ নেই, আমরা পাগলের বাড়া ত বটেই আমার সন্দেহ, আমরা সব মেষ মশাই মেষ! চল্‌তি কথায় আমরা গোটা জাতটা ভ্যাড়া হয়ে গিয়েছি! হাঃ হাঃ হাঃ! আমরা সব ভ্যাড়া বনে গিয়েছি।

বল্‌তে বল্‌তে প্রাণবল্লভ ডিমের বাজারের দিকে দ্রুত চলে যান। তাই না দেখে মুহূর্তে মাছের লাইন ছত্রভঙ্গ হয়ে ছোটে ডিমের বাজারের দিকে।

দুপুরের খাওয়া সেরে বিভোরা প্রতিদিনের মতই দিবানিদ্রায় ছিল শায়িতা। এক সময় নারকেল গাছেব পাতা ভেদ করে বিকালের নরম রোদ জানালা পথে এসে ওর মঞ্জুল মুখে এঁকেছিল আলোর আলপনা। মনে হয় এই আলোর তাপের আলতো মৃদু চুম্বনেই বিভোরার মুম ভেঙ্গে গেল। ঘুমের ঘোর লাগা চোখে জানালা পথে বাইরে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ও উঠে বসল বিছানায়। মাথার উপর হাত দুটি টানটান করে তুলে আড়মোড়া ভাঙ্গলো। এই অবসরে খসে পড়ল বুকের অগুছালো বস্ত্রাঞ্চল। নেমে পড়ল তক্তপোষ ছেড়ে মেঝেয়। এগিয়ে গেল বেড়ার সঙ্গে ঝুলানো সদ্য কেনা আয়নার কাছে। মুখখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর সোপ-কেসটা হাতে নিয়ে ভেজানো কপাট খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। বারান্দায় শান্তিলতা প্রতিদিনের মতই এক বালতি জল তুলে রেখে-ছিলেন। সেই জলের বাল্‌তির ধারে গিয়ে বসল ও। সাবান ঘষল সারা মুখে। ফেনায় ঢাকা চোখ মুখ ধুয়ে নিল জলের ঝাপ্টা মেরে। তারপর ঘরে ঢুকে গামছা দিয়ে হাত মুখ মুছে নিয়ে যখন প্রসাধনে হাত লাগাবে ভাবছিল, তখনই ধূমায়িত চায়ের কাপসহ শান্তিলতা ঘরে ঢোকেন। সস্তা দামের টেবিলটার উপর চায়ের কাপ রাখতে রাখতে বলেন—

ঃ আজও কি ফিরতে তোর বেশী রাত হবে টেকুলু।

ঃ তোমাকে কত দিন বলব মা যাওয়াটা আমাদের হাতে কিন্তু ফেরাটা নয়। কতক্ষণ ধরে ফাংশান চলবে তাদের মর্জিমত, তা কি আমি বলতে পারি?

ঃ না, বলছিলাম কি মা, রোজ রোজ বেশী রাত ক'রে ফিরলে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলতে পারে।

ঃ টাকার শব্দ আর পাঁচ জনের কথার শব্দের মধ্যে কোন্‌টা বেছে নেব আমরা মা? দিনের পর দিন যখন উপোস চলছিল, ছোট ভাইটি পর্য্যন্ত নিয়মিত উপোস দিতে লাগল, যখন ওর ঐ সুন্দর ডাগর চোখ ভিটামিনের অভাবে ট্যারা হয়ে গেল, তখন কিন্তু আজ যে পাঁচ জনের কথায় চঞ্চল হও, তারা কেউ ছুটে আসে নি। একবার ভেবে দেখ, আমি যদি এই কাজটা ভাগ্য কি দুর্ভাগ্যক্রমে না পেতাম তবে আমাদের কি হাল হ'ত।

ঃ সবই ত' বুঝি মা, কিন্তু যে সমাজে বাস করি···

ঃ সমাজ? সমাজ কোথায় মা? আমরা ত' আজ পশুর মত মানুষের বনে বাস করি। ভিখিবির আবার সমাজ কি মা, পার্টিশন আমাদের ভিখিরি করেছে, যে ভিখিরিদের আধুনিক নাম বাস্তুহারা।

শান্তিলতা বুঝলেন যে বিদ্রোহিনী মেয়েকে বেশী ঘাটালে অনর্থ হবে। নারী হিসাবে তিনি বোঝেন বৈ কি, যে বয়সে নিজের স্বামী, সংসার নিয়ে গৃহলক্ষ্মী হয়েছেন, সে বয়স পেরিয়ে গেলেও এদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, তাই এরা বিদ্রোহিনী হবে না ত আর কে বিদ্রোহিনী হবে। সমাজ, রুচি এ সবের দিকে চোখ বুজে জীবন কাটানই হচ্ছে স্বাধীনতা উত্তর এ যুগের যুগ নীতি।

দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাপতে মেয়ের ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

চায়ের কাপে কয়েকবার ঠোঁট লাগিয়ে চা টুকু শেষ করে আয়নার সামনে হাতল ভাঙ্গা চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল বিভোরা। তারপর টেবিলের ড্রয়ার থেকে ফাউণ্ডেশন ক্রিমটা বের করে আঙ্গুলে ভরিয়ে নিয়ে মুখে ঘষতে লাগল।

সামান্য প্রসাধনেই যে ওর মুখখানা অসামান্য হয়ে ওঠে সে গোপন কথাটা যৌবন-জ্যোতিতে উদ্ভাসিতা বিভোরার জানতে বাকি নেই কন্যকাকাল কাটাবার পর থেকেই। তাই নিজের দেহের শানিত যৌবন ও রূপের জৌলুষ সম্পর্কে মনে ওর আছে চাপা একটা গর্ব।. ও জানে বিত্তের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গর্বের ব্যারোমিটার কি ভাবে ওঠানামা করে।

এই কলোনীরই যে নিতাই হালদার বড় বাজারের কালো বাজারে দু'পয়সা কামিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছে তার সঙ্গে পাড়ার রকবাজ ছোকরারা কেমন স্যার স্যার ভাব ক'রে কথা বলে,তার বৌ বিন্দুবাসিনী যখন ডান ও বা হাতের দু' ডানা ভর্ত্তি গয়না পরে সিনেমায় যায়, তখন পাড়ার মেয়েরা তার সঙ্গে কত ঢং করে হেসে হেসে কথা বলে। অথচ ঐ ওপাশের পণ্ডিত মশাই যে কত ছেলেমেয়েকে পড়িয়ে মানুষ করে, জীবনে অর্থ উপার্জনের সব হাতছানি উপেক্ষা করলেন তার প্রতি কৈ কেউ ত' নকল সম্মানও দেখায় না!

কলকাতা শহরে দামী গাড়ী চেপে ঘোরা বড়লোকদের বাড়ীর খেঁদিবুচি মেয়েদেরও যেন দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। অথচ তার এত যে রূপ, এ রূপের কিই বা মূল্য দেয় পারিপার্শ্বিক সমাজ। যে সমাজ তাকে উপেক্ষা করে; তার রূপের বিচার করে বাবার সম্পদ হীনতার বিচারে, সে সমাজকে সে কেন দেখবে শ্রদ্ধার চোখে. প্রীতির চোখে?

প্রসাধন শেষ করে হাতে দামী ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় তালা টিপে দেয় বিভোরা। তারপর জরির কাজ করা পাম্প-সুটায় পা গলিয়ে ইঁটগুলোতে পা ফেলে ফেলে বড় ঘরে গিয়ে 'যাচ্ছি মা বলে' শান্তিলতার অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

ঘ্যাস বিছানো গলি পথটা পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়তে গিয়ে দেখে প্রতিদিনের মতই একদল ইয়াঙ্কি সুলভ পোষাকসজ্জিত ছেলে চৌধুরীদের বাড়ীর রকে বসে আড্ডা জমিয়েছে।
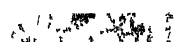
দূর থেকে বিভোরাকে আসতে দেখেই উঠতি যুবকরা আলোচনা মুখর হ'য়ে উঠল। ওদের মধ্যে কি যেন সলা পরামর্শও হ'ল। তারপর ওদের দু'তিনজন এগিয়ে এলো বিভোরার কাছে। মনে মনে ওদের মতলব কি ভেবে প্রমাদ গণল বিভোরা। কিন্তু ওরা কাছাকাছি এলে ওদের একজন বলল—

: বিভোরা দি, এবার পূজোয় আমরা একটা নাটক করব।

: বেশ ত ভাই। খুব ভাল কথা।

: আপনাকে কিন্তু·········

বল্‌তে গিয়ে থেমে যায় যুবক পেছনের যুবকের চিমটি খেয়ে।

: বল, কি করতে হবে আমায়।

: মানে আপনি যদি একটা পার্ট করেন।

শুনে হিঃ হিঃ ক'রে হেসে ওঠে বিভোরা, বলে—

: আমি পার্ট করব? তা হ'লে তোমাদের নাটক একেবারে ডুবে যাবে। তার কারণ কি জান, পূজার সময় আমি কোথায় যে থাকব তার ঠিক নেই। যারা নিয়মিত রিহার্সাল দিতে পারবে, তাদের নিয়ে কর। নইলে নাটক ডুবে যাবে।

: তবে কথা দিন, আপনি মাঝে মাঝে মেয়েদের অন্ততঃ পার্ট দেখিয়ে দেবেন।

: হ্যাঁ, সেটা করতে পারি, কথা দিচ্ছি, কেমন?

বলে বিভোরা পা বাড়ায়। এমন সময় চিমটি কাটা ছেলেটি বলে—

: আর কিছু চাঁদাও কিন্তু দিতে হবে।

: চাঁদা? আচ্ছা আচ্ছা সে দেখা যাবে। তোমরা সব যোগাড়যন্ত্র কর ত।

হাসতে হাসতে বলে এগিয়ে চ'লে বিভোরা। যুবকরা রকে ফিরে এলে রকের একজন বলে—

: কি রে, চাঁদা দেবে বলল?

ঃ হ্যাঁ, দেবে আবার না, না দিলে এসিড বাল্ব ছুঁড়ে মুখের জিওগ্রাফী চেঞ্জ ক'রে দেব না।

ঃ যাই বলিস ভাই, মেয়েটা টু পাইস কামাচ্ছে এখন। নইলে সংসারটা ত ভেসেই গিয়েছিল।

একজন বলে। অন্যান্যরা এ কথা সমর্থন করে।

৯

জাজরিয়া ইণ্ডাসট্রিজ এ্যাণ্ড এষ্টেট-এর হেড অফিস। নব নির্মিত স্কাই স্ক্র্যাপার-এর পাঁচ তলার এয়ারকণ্ডিশণ্ড চেম্বারে টিপটপ পরিবেশে বসে আছেন কর্মব্যস্ত মগনলাল। সাদা ও লাল রঙের টেলিফোন রিসিভার দুটো দু'হাতে ধরে কানে লাগিয়ে একবার এটা শুনছেন, পরক্ষণেই শুনছেন অপরটা। সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাও বলছেন।

ঃ হ্যালো, ইউ, পি ব্র্যাঞ্চ ?

···হুঁ—হুঁ, না না ঘাবড়াবার কিছু নেই, প্রেজেণ্ট মার্কেট প্রাইস মাংগা থাক না তবু সর্ষে যত খুসী হোর্ড করুন।···এখানে কণ্ট্রোল হ'ল ত' কি হ'ল, সব ম্যানেজ করা যাবে। হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ, ঘুষের কাছে মাথা নোয়ায় না এমন মাথা খুব কমই আছে ইণ্ডিয়ায়। চিন্তার কোন কিছু নেই।

কথা শেষ ক'রে সাদা রিসিভার রেখে দিয়ে লালটায় মুখ লাগিয়ে বললেন—

ঃ হ্যাল্লো, আপনি জান্তে চাইছিলেন বাদামের দাম বেড়ে যাচ্ছে তাই স্টোর করা বন্ধ করবেন কিনা।···না, কিছুতেই বন্ধ করবেন না। আ-হা, আমি বলছি ত' ঘাবড়াইয়ে মৎ। কোন দিন শুনেছেন বাদাম তেলের দাম সাড়ে তিন টাকা? বড়

জোর ছিল দেড় টাকা। তা থেকে এখন সাড়ে তিনে উঠেছে। ইউ, পির কৃষি দপ্তরের স্ট্যাটিসটিক্স কি বলছে—বাম্পার করপস? গুলি মারুণ ওদের স্ট্যাটিসটিক্স-এ। মনে নেই গত বছর বঙ্গালমে কেয়া হুয়াথা? আরে বাবা, সেখানকার ফুড মিনিষ্টারও ত' বলেছিল বাম্পার করপস। এবার মানুষকে অন্ততঃ খাওয়ার জন্য চিন্তা করতে হবে না। কিন্তু বাম্পার করপস ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? সরকারের দামের চেয়ে ' টাকা মনকে বেশী দিয়ে আমরা সব চাষীর ঘরে ধান আটকে রেখেছিলাম। তারপর যা হ'ল সবই ত' দেখেছিলেন নিউজ পেপারে।...হ্যাঁ আপনি যত খুশী বাদাম হোর্ড করুন। আচ্ছা, ছেড়ে দিচ্ছি।

লাল রিসিভারটা নামাতে না নামাতেই সাদাটা আবার বেজে উঠল। মগনলাল ডান হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিলেন।

: হ্যাল্লো! ও, মিষ্টার রাও? বলুন...কে? কাম্‌ব্রাস স্কিনিংয়ে বেকাব হওয়া চীফ মিনিষ্টার?...মানে যার বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে?

...হুঁ—হুঁ। কিন্তু আমরা কি করতে পারি?

...তা ঠিক, তা ঠিক। উনিও বড় ব্যবসায়ীই বটেন। এক্‌জাক্টলি সো। তা ব্যবসায়ী হিসাবে যদি উনি হেল্‌ফ চান, সেটা আমাদের কনসিডার করা উচিত। কিন্তু উনি আমাদের কনট্যাক্ট করলেন কি ক'রে?......ও-ও, আমাদের ইনফরমার ফাইভ্‌ ফিফটি ফাইভ-এর শালীর বন্ধু হ'ল ওর স্ত্রীর বোন?

...বেশ তা কি হেল্প চান উনি?...আচ্ছা আচ্ছা, তাই করুন আধ ঘণ্টার মধ্যে ফাইভ ফিফটি ফাইভকে পাঠিয়ে দিন।

মগনলাল রিসিভার রাখতে না রাখতেই বেয়ারা ক্লোজ ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকে সেলাম করে।

: কৌন?

: জী সাব, ইয়ে হায় উনকা কার্ড।

বলে বেয়ারা মগনলালের টেবিল ঢাকা কাচের ওপর একটা

ভিজিটিং কার্ড রাখে। হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নেন মগনলাল। চোখ ফেলেন কার্ডটায়। দেখামাত্র চোখে-মুখে খুশির বিত্যুৎ খেলে যায় যেন। সঙ্গে সঙ্গে বলেন—

ঃ যাও যাও তুরন্ত লাও মেম সাবকো।

মালিকের ভাবান্তরে ডগমগ বেয়ারা দ্রুত বেরিয়ে যায় চেম্বার থেকে। এই অবসবে মগনলাল ঘরের দেয়ালে প্রমাণ সাইজের আয়নার কাছে গিয়ে দাড়িয়ে গলার টাইটা ঠিক করে নেন, গোঁফজোড়া একটু সুঁচোলো করে নেন আর চুলে চালিয়ে নেন চিরুণী। এরপর রুমাল দিয়ে মুখের তেলতেলা ভাব মুছতে মুছতে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ান। রুমালটা পকেটে রাখতে না বাখতেই দরজা ফাঁক হ'তে থাকে। মগনলাল যুক্ত কর তুলতে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে ত্বরিৎ হাত নামান। চোখে মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে অফিসের এ্যাসিসট্যাণ্ট সেক্রেটারীকে দেখে। বলেন—

ঃ আভি নেহি, থোরা বাদ আইয়ে।

ঃ ইয়েস স্যাব।

বলে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী দরজা টেনে দেন। মগনলাল আবার আয়নাব কাছে ছুটে যান মুখের বিরক্তি ভাবকে সপ্রতিভ করে তুলতে। এই অবসরে পুষডোর ঠেলে বেয়ারা ঘরে ঢোকে। বলে—

ঃ সাব, মেমসাব!

মগনলাল সনমস্কার এগিয়ে এসে স্বাগত জানান বহ্নিশিখাকে—

ঃ আইয়ে, আইয়ে, তসবিফ লিজিয়ে!

ঃ শুক্রিয়া!

মিষ্টি হেসে সনমস্কার বলে বহ্নিশিখা। কথা শেষ করে এগিয়ে টেবিলের কাছাকাছি গিয়ে একটা কুশন চেয়ারে বসে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে আবার বলে—

ঃ বাঃ আপনার চেম্বারের ফ্রেস্কো ডেকবেটিংটা চমৎকার ত!

ঃ আরে এ গরীবখানা ত' আপনাদেরই আছে।

ঃ কি যে বলেন, এ যদি গরীবখানা হয় তবে আমাদের বাংলোটা ত' কুঁড়ে ঘর।

হাসতে হাসতে বলে বহ্নিশিখা।

ঃ আজ কিন্তু বহ্নিদেবী, আপনাকে কিছু না খাইয়ে ছাড়ছি নে।

ঃ আজ আমি কোন আপত্তি করব না, টেলিফোনে আপনার সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করার সময় থেকেই এ বেলাটা আমি আপনার জন্য চিহ্নিত ক'রে রেখেছি। তাই আপনি যা বলবেন, তাই করব।

শুনে চাপা হাসি হেসে ওঠেন মগনলাল। প্রৌঢ় মগনলালের মুখে চোখে যেন কেমন একটা লালসের ঝিলিক বয়ে যায়।

ঃ একেবারে ও, জি, এল! না, না, অবাধ লাইসেন্স দেবেন না, তবে আমার মধ্যে যে দুষ্টু লোকটা আছে সে আস্কারা পেয়ে যাবে।

ঃ পায় পাক না, দুষ্টু লোক সব মানুষের মধ্যেই আছে। সেই দুষ্টু লোকগুলোকে আমার যৌবনের প্রসাদ বিলিয়ে বিলিয়েই ত' সৃষ্টি হয়েছে এ বহ্নিশিখার। তাই আপনার মনে যদি কোন লোভ থাকেই, তাকে চেপে রাখতে বলব কেন?

ঃ আচ্ছা বহ্নিশিখা দেবী, আপনি চেষ্টিটি অর্থাৎ সতীত্ব মানেন না?

মগনলালের এ কথা শুনে মেঝেতে পড়ে ভেঙ্গে যাওয়া কাঁচের বাসনের মত খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে বহ্নিশিখা। তার হঠাৎ এ হাসিতে কেমন যেন বোকা বনে যান মগনলাল। বহ্নিশিখা অতি কষ্টে হাসির বেগ সংবরণ ক'রে ব ।—

ঃ আপনি হাসালেন মগনলালজী। অভিনেত্রীর পক্ষে সতীত্ব বিশ্বাস রাখা পাপ। ক্রাইম। যেমন আপনাদের মত বিজনেস-ম্যানদের পক্ষে সৎ ও হিউম্যানিষ্ট হওয়া পাপ।

এ কথা শুনে মগনলাল উচ্চহাস্য ক'রে ওঠেন। বলেন—

ঃ একটা বড়িয়া কথা বলিয়েছেন। পাপ-পুণ্য, সৎ-অসৎ, সতীত্ব-নারীত্ব এসব উদ্দেশ্যবাজ ভীরু মানুষদের প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়।

ঃ একজাক্টলি সো। এই আমরা, আমাদের সঙ্গে যে কণ্টাক হয়, তাতে লেখাই থাকে যে ডাইরেক্টর যা যা করতে বলবে, আমরা তাই করব। অর্থাৎ আমাদের তারা যে কোন উপায়ে এক্সপ্লয়েট করবে। এই জন্যে আমরাও তাদের মনের কাল উদ্দেশ্য বুঝে নিয়ে হোহাইট-এর কাঁধে ব্ল্যাক-মানির বিরাট বোঝা চাপিয়ে দেই। প্রডিউসার মরে? মরুক গে। ওসব পুয়োর সেন্টিমেণ্ট যদি মানি তবে আজ আমি ব্ল্যাক মানি লকারে কয়েক লক্ষ টাকা জমাতে পারতাম না। তাছাড়া আমাদের ডাইরেক্টরগুলো যে কি রকম ভীষ্ম তা ত জানেন না। নাবীত্বকে যতবার যত সহজে বলি দেব; তত তাড়াতাড়ি তারকা জীবনের শীর্ষে সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে যেতে পারব আমরা। যাক ওসব কথা। কি খাওয়াবেন বলছিলেন না, কি খাওয়াবেন?

ঃ বলুন তো কি খাওয়াবো?

ঃ কি ক'রে বলি? আমি ত' পামিষ্ট নই! ও হ্যাঁ, আমাদের কথা অন্য কেউ শুনতে পাচ্ছে না ত? আমি আবার ঘরের বৌদের মত ফিস ফিস ক'রে কথা বলতে পারি না।

ঃ না-না, সে ভয় নেই। এ ঘর সাউণ্ড প্রুফ।

ঃ গুড, ভেরি গুড। হ্যাঁ বলুন, কি খাওয়াবেন?

ঃ খাওয়াবই শুধু নয়, আপনার সঙ্গে আজ খাবো আইস ক্রিম!

কথার সঙ্গে সঙ্গে মগনলাল ইলেকট্রিক বেলের বোতাম টেপেন। বহ্নিশিখা বলে—

ঃ ওঃ আমি যে আইসক্রিম কি ভালবাসি!

ঃ কি করে জানলাম বলুন ত'?

ঃ প্লিজ বলুন না, কার কাছে জানলেন?

রীতিমত আধো আধো স্বরে ঢলে পড়ে বলে বহ্নিশিখা।

ঃ জানলাম 'ফিল্ম ফ্যান' পত্রিকায় আপনার ইণ্টারভিউ পড়ে। যাতে আপনার দেহের মাপ, অর্থাৎ কত ফুট উঁচু, কত ফুট চওড়া বুক, কোমর, পাছার মাপ কতটা, মুখের হাঁর মধ্যে রাজভোগ ঢোকে কি ঢোকে না, সব ছাপা হ'য়েছিল।

ঃ আর বলবেন না, এই সব কাগজগুলোব রিপোর্টাররা কি যে গবেট। ওরা বোঝে না যে ওদেব ঘাড়ে পা দিয়ে কি ভাবে আমরা ফ্যান বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেবী হয়ে যাই, বক্স অফিস বাড়াই। পরিবর্তে কি পায় ওরা, এক কাপ চা, এক দু' পেগ মদ আর নকল একটু হাসি।

ইতিমধ্যে বেয়াবা চেম্বাবে ঢুকে আইসক্রিম আনার হুকুম নিয়ে গিয়েছিল। একটু পরই সে সুদৃশ্য ফ্যান্সী ট্রেতে করে লেসবোনা দামী কভাবে ঢাকা আইসক্রিম দিয়ে যায় টেবিলে। মগনলাল হাত বাড়িয়ে লেসের ঢাকনা খুলে ফেলতেই লোভানি ঝরে যেন বহ্নি-শিখার চোখে। হাত বাড়ায় আইসক্রিমের দিকে। মগনলাল বলে—

ঃ উঁ-হু-হু।

অপ্রস্তুত হ'য়ে হাত গুটিয়ে নেয় বহ্নিশিখা। তা দেখে মগনলাল হো হো করে হেসে ওঠে. বলে—

ঃ মাই ডিজায়ার—নো নট অড ডিজায়ার—ইজ টু পুট ওয়ান স্পুন আইসক্রিম ইন ইওর মাউথ. ম্যাডাম!

ঃ সত্যি, আপনি কি সুন্দর কথা বলেন! আমাদের ফিল্মের নায়করাও এত সুন্দর কথা বলতে পারে না।

ঃ ইজ ইট সো? থ্যাঙ্কস।

বলে মগনলাল চেয়ার ছেড়ে বহ্নিশিখার পাশে এসে দাঁড়ায়। হাত বাড়িয়ে এক চামচ আইসক্রিম তার মুখে দিয়ে সেই চামচে নিজে একটু আইসক্রিম খেয়ে বলে—

ঃ নাউ ম্যাডাম, মাই অড ডিজায়ার ইজ এ কিস, এ সুইট কিস্। এনি অবজেকশন ফ্রম ইয়োর সাইড?

: ও নো! নাউ আই এ্যাম ফর ইউ।

বলতে বলতে বহ্নিশিখা চেয়ার ছেড়ে উঠে মগনলালের মুখোমুখি দাঁড়ায়। এই সুযোগে সে ওর ঠোঁটে এঁকে দেয় একটা মৃদু চুম্বন। দু' জনের দিকে চেয়ে হো হো ক'রে হেসে ওঠে দু'জনেই! কারণ দু'জনের ঠোঁটময় তখন সাদা শুভ্র আইসক্রিম। মগনলাল একটা আইসক্রিমের পট বহ্নিশিখাকে দিয়ে ডান হাতে তার কোমর বেষ্টিত করে নিয়ে যায় আয়নার কাছে। আয়নায় পাশাপাশি দু'জনের প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তির দিকে চেয়ে দু'জনেই হাসতে হাসতে আইসক্রিম খেতে থাকে। খাওয়া শেষ হলে ট্রের ওপর খালি পট রেখে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বহ্নিশিখা বলে—

: এতক্ষণ ধরে মনে করলাম, স্টুডিও ফ্লোরে কয়েকটা শট টেক করা হ'ল। এখন বাস্তব জগতে ফিরে আসা যাক মিঃ জাজরিয়া।

: ইয়েস ম্যাডাম।

: হ্যাঁ, বলছিলাম কি, আমার সেই ইনভেষ্টমেণ্টের ব্যাপারে কিছু ভেবেছেন ?

: অফকোর্স। এই দেখুন না।

বল্‌তে বলতে মগনলাল ড্রয়ার খুলে একটা টাইপ করা কাগজ বহ্নিশিখার সামনে বাড়িয়ে দেন। সেটাতে চোখ রেখে বহ্নিশিখা বলে—

: মিঃ জাজরিয়া, আপনি ত' সব সময় টাকা ঘাটাঘাটি করেন] বলতে পারেন আমি একটা স্বপ্ন যে প্রায়ই দেখি, তার মানে ?

: বলুন, জানা থাকলে অবশ্যই বলব।

: আমি প্রায়ই স্বপ্ন দেখি, একটা বেশ বড় ঘরে কত শত এক শ টাকার নোট, মোহর উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে আর আমি যেন ডানাওলা পরীর মত ছুটে ছুটে সেগুলো ধরতে যাচ্ছি। এ স্বপ্নের মানে কি মিঃ জাজরিয়া ?

: মানে হ'ল সিম্পলি উচ্চাশা। যে স্বপ্ন আপনি দেখেন, তা

কি আপনার এই জীবনে আংশিক বাস্তবে ধরা দেয় নি ম্যাডাম? পড়ে ছিলেন কোন অজ্ঞাত, অখ্যাত বস্তিতে, আর এখন সেই আপনাব ছবি, ইণ্টাবভিউ ছাপার জন্য খবরের কাগজের লোকরা ফেউয়েব মত লাগে। প্রযোজকদের পার্স আপনার পেছনে ঘোরে কণ্ট াক্ট-এর জন্য।

টেবিলে কাঁচ খণ্ডে রাখা টাইপ কবা কাগজটা দেখতে দেখতে বহ্নিশিখা বলে—

ঃ তা হ'লে মগনলালজী, উত্তব প্রদেশেব সর্ষে আব উড়িষ্যার চাল আপনাদের আণ্ডাব গ্রাউণ্ড গে।ডাউনে হোর্ড কবতে বলছেন?

ঃ আমাদেব স্পেকুলেশন এক্সপার্ট তাই বলছেন। তবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া না নেওয়া আপনার ওপর নির্ভর কবছে।

ঃ আপনি যখন বলছেন, এব ওপরে আর আমি কি বলব? আচ্ছা, আপাতত তা হলে পাঁচ লাখ টাকার মাল ধরে রাখুন, কি বলেন?

ঃ বেশ তাই হবে।

ঃ আমি তবে আমাব ব্ল্যাক মানি লকাব থেকে এই সপ্তাহের শেষেব দিকে টাকাটা দিয়ে দেব, কেমন?

ঃ তবে যে আপনাব লকারেব টাকা কমে যাবে।

ঃ না না, সে ভয় আমাব নেই, পাঁচ পাঁচ জন প্রডিউসব আমার পেছনে ঘুব ঘুব কবছে। এ মাসেব মধ্যেই ও টাকা আবার লকারে জমা পড়বে।

ঃ ওঃ, হোয়াট এ লাকি লেডী ইউ আর।

উচ্ছ্বসিত মগনলাল হাসতে আসতে বলে। বহ্নিশিখার হাত হাতে নিয়ে তাতে চাপ দেয়।

ঃ সো কাইণ্ড অফ ইউ। বাই দি বাই, মগনলালজী, আমার আর একটা উপকার আপনাদের ব্ল্যাক কংগ্রেস ক'রে দিতে পারে?

ঃ বলুন, চেষ্টার কোন কসুব হবে না।

সাগ্রহে জানতে চান মগনলাল।

: ফরেন-এর কোন ব্যাঙ্কে আমার একটা এ্যাকাউন্ট করে দিতে পারেন? বোঝেনই ত' দেশের কি অবস্থা। বিশেষ মহল থেকে শুনেছি, আমাদের কোন কোন নেতাও নাকি বিদেশের ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট মেনটেন করছে।

: তা নেতারা যদি করতে পারে, তবে এ সুইট লেডি লাইক বহ্নিশিখা কেন পারবেন না। ও বিষয়ে কিছু ভাববেন না। আমাদের "আণ্ডার ইনভয়েস এক্সপার্ট সেকশন" এখানকার যত বিদেশী কোম্পানী আছে, ওদের টাকা লেন-দেনের সব রকম কাজ করে। ওরা এ বিষয়ে সব ব্যবস্থা করে দেবে।

মগনলাল কথা শেষ কবতে না করতেই টেবিলের বাঁ দিকে লাগান বেড়ালের চোখের মত রঙের একটা বাল্ব পিট পিট্ ক'রে জ্বলে উঠল মৃদু মিঁ মিঁ মিঁ শব্দে বাজতে বাজতে। এ হ'ল জরুবী কোন সাক্ষাতের জন্য মগনলালের পারসোন্যাল অফিসাবের সঙ্কেত। চেম্বারে লোক থাকাকালে খাস বেয়ারা কাউকেই ঢুকতে দেয় না, তাই কর্তাকে সচেতন করার জন্য কর্তারই নির্দেশে এই ব্যবস্থা। এ জরুরী সিগন্যাল পেয়ে মগনলাল বলেন—

: তা হলে আমাদের আলোচনা আজ এখানেই শেষ হ'ল। আপনার যখন খুশি, যে কোন প্রয়োজন হলে আমার এক্সটেনশনে ফোন করবেন, আমি সাধ্য মত সব ব্যবস্থা ক'রে দেব।

: বহুৎ বহুৎ শুক্রিয়া!

বলে যুক্ত করে বহ্নিশিখা। মগনলালও প্রতি নমস্কার ক'রে আসন ছেড়ে উঠে এগিয়ে গিয়ে দরজা টেনে ধরে। বহ্নিশিখা বেরিয়ে যায়। মগনলাল আসনে ফিরে এসেই ইলেকটিক বেলটা দ্রুত টিপে দেন। সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারা ছুটে আসে।

: পারসোন্যাল অফিসারকো পাশ যো আয়া, উনকো ভেজনে বলো।

ঃ জি, সাব।

দ্রুত বেরিয়ে যায় বেয়ারা। মগনলাল টেবিলের ড্রয়ার টেনে একটা ফাইল বের করে তার কাগজপত্রে চোখ রাখেন। মিনিট দুই পরেই কেতা দুরস্ত চেহারার সপ্রতিভ এক ওরিশী ভদ্রলোক ঘরে ঢোকেন। দেখে বোঝাব উপায় নেই কোন্ রাজ্যের কোন্ ভাষাভাষী মানুষ। শিক্ষা ও চাতুরীর ছাপ চোখে মুখে। ঘরে ঢুকেই আগন্তুক মগনলালকে অভিবাদন জানায়—

ঃ গুড মর্ণিং মিষ্টার চেয়ারম্যান।

ঃ গুডমর্ণিং। বসুন।

ঃ ধন্যবাদ!

বলে আসন গ্রহণ করে আগন্তুক। কোটের ভেতরের পকেট থেকে আইডেন্টিটি কাড বের ক'রে টেবিলের ওপর রাখে। মগনলাল তাতে চোখ বুলিয়ে বলেন—

ঃ ওঃ, আপনিই আমাদের উড়িষ্যাব চীফ ইনফরমার গোপীকৃষ্ণ পারিজা!

ঃ ইয়েস স্যার!

ঃ আমি ত' মিঃ রাও-এর মুখে শুনেছি আপনি ওখানকার বেশ ইনফ্লুয়েনশিয়াল ম্যান।

ঃ আপনাদেরই আশীর্বাদে···।

ঃ শুনেছি সেই বিখ্যাত মৈনুদ্দিন মামলার পেছনে যিনি কলকাঠি নাড়েন. তিনি আপনি।

ঃ স্যার, যতটা শুনেছেন, তার মধ্যে কিছুটা হয়তো একজাজারেশন থাকতে পাবে, তবে কিছুটা হাত আমার ছিল। অর্থাৎ ফাষ্ট নিগোশিয়েশনটা আমিই চালাই। তারপর আমার যে সব ইনফরমার ছিল, তারা আমায় এ্যালার্ট ক'রে দিলে আমি আর কানেকশন রাখি না। মানে···বোঝেনই ত' এ সব কাজ এমন ভাবে কবতে হয় যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে।

: তা বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি।

মংগনলাল জানতে চান।

: দেখুন মিঃ চেয়ারম্যান, আমি এবার খুব বড় একটা নিগোশিয়েশন নিয়ে এসেছি। অর্থাৎ ওখানকার কাম্‌ব্রাস্‌ স্ক্রিনিংয়ে গদি কাটা এক্স সি. এম। আমি মিঃ রাওয়ের নির্দেশে ওকে বিহাইণ্ড দি কারটেইন আমাদের সঙ্গে সকল রকম সহযোগিতা করে যেতে রাজী করিয়েছি। অবশ্য এটাও পারতাম না, যদি না আমার স্ত্রী যিনি ওর স্ত্রীর বোনেব বন্ধু, সহযোগিতা করতেন।

: কিন্তু সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেণ্ট ব্যুবোর নজরে পড়ে যাবেন না ত' আবার? তবে ওরা রিপোর্ট করবে।

: গুলি মারুন ও সব রিপোর্ট-এ। টাকা যতক্ষণ ছাড়বেন, ততক্ষণ ও সব রিপোর্ট ফিপোর্ট তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেব। তা ছাড়া আসল ব্যাপার হ'ল কংগ্রেসের পার্টির প্রভাব রক্ষা। এক্স সি, এম পারমিট ইত্যাদি ছড়িয়ে ষ্টেটের প্রভাবশালী চক্রকে এমন বশ করেছে যে, এখনও বছর দশেক তাঁর খুঁটি নড়বে না। তিনি পাওয়াব-এ না থাকলে কি আসে যায় বলুন। কিং-এর চেয়ে কিং মেকার-এর ক্ষমতা সর্ব যুগেই বেশী ছাড়া কম নয়।

: তবে বলুন, ব্ল্যাক কংগ্রেস এ ব্যাপারে কি করতে পারে?

: দেখুন, এ বিষয়ে পুরাপুরি পরামর্শ হবে আপনাতে ও এক্স সি, এম-এতে। আমি মিঃ রাওকে বলেছি যে ওর সম্মানে একটা প্রাইভেট ড্যান্স পার্টির আয়োজন করুন কোন এয়ার কণ্ডিসণ্ড হোটেলে। উনি বল আর ক্যাবারে ড্যান্স খুব ভালবাসেন।

: সে না হয় হলো। কেননা আমাদের রঞ্জিনী স্কোয়াড আছে। কিন্তু তারপর?

: স্যার, আপনি সব সময়ই থাকবেন বিহাইণ্ড দি কার্টেইন। আপনি ড্যান্স পার্টিতে থাকবেন না। ক্যাবারে নাচের পর খুব ভাল একটা মেয়েকে ওর বল পার্টনার ক'রে দেওয়া হবে। সে নাচ-

চলতে চলতেই ওকে নিয়ে আসবে কেবিনে। কেবিনে আপনি ও এক্স সি, এম কথা বলে সব ঠিক করে নেবেন।. আমি আর মিষ্টার রাও গার্ড দেব কেবিনের বাইরে।

ঃ প্ল্যানটা মন্দ বলেন নি। কিন্তু কত খরচ হবে জানেন পার্টিতে? আমরা এ সব পার্টিতে সব সময় বিলেতি ড্রিঙ্ক-এর ব্যবস্থা করি।

ঃ কত?

ঃ তা-য়া-য়া. নট লেস দ্যান টেন থাউজ্যাণ্ড।

ঃ ওঃ, নো ম্যাটার, ও জন্য ভাববেন না। মিঃ চেয়ারম্যান, টাকা ওঁর কাছে খোলাম কুচি। পার্টির খরচ আমি এই এখুনি এ্যাডভান্স করছি। বাট গিভ মি ওয়ার্ড, ইউ উইল রিপে মি দি এ্যামাউণ্ট হোয়েন দা নিগোশিয়েশন উইল বি রাইপনড। বলুন, রাজি?

ঃ বেশ আপনার প্রপোজাল এ্যাক্সেপ্ট করছি।

ঃ হুঁ, পাক্কা! তা হ'লে এই নিন আপনি টেন থাউজ্যাণ্ড এ্যাডভান্স। কথা শেষ করে হাতের জ্বলা সিগারেটে ঘন ঘন কটা টান দিয়ে নেয়। সেটা এ্যাশট্রেতে রেখে শ্রীপারিজা পকেট থেকে চেক বই বের করে ঘচ ঘচ করে লিখে, সই করে মগনলালের দিকে বাড়িয়ে দেয়। বলে—

ঃ এই নিন, বেয়ারার চেকই দিয়েছি। এখুনই ব্যাঙ্ক-এ পাঠিয়ে ভাঙ্গিয়ে আনুন।

চেকটা হাতে নিয়ে মগনলাল বলেন—

ঃ তবে পার্টির এ্যারেঞ্জমেণ্ট কবে করব?

ঃ কালই। এ সব কাজ বেশী বাসি হ'তে দেওয়া ঠিক নয়। উনি আজ আর কাল এখানে থাকবেন। পরশুই ফ্লাই করবেন ভুবনেশ্বরে। প্যাশেজ বুক করাই আছে।

ঃ খুব শর্ট টাইম। সব কি পছন্দ মত করা যাবে?

মগনলাল বলেন।

ঃ করতেই হবে। তা ছাড়া মিঃ রাও-এর মত জুয়েল যখন আপনার হাতে। আচ্ছা, আমি তবে এখন চলি, কেমন ?

ঃ হ্যাঁ আসুন।

ঃ এ নিয়ে আপনাকে ত' আর বিরক্ত করতে হবে না আমায়, মিঃ চেয়ারম্যান ?

ঃ না, না, আপনি রাওকে কণ্ট্যাক্ট করলেই সব জানতে পারবেন। আচ্ছা, আমাদের পক্ষ থেকে কি ইনভাইট করতে হবে এক্স সি, এম-কে ?

ঃ ও সব নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না, রাওকে নিয়ে সব ম্যানেজ করে নেব। আচ্ছা, আমি তবে চলি, কেমন ?

বলে মগনলালের সঙ্গে করমর্দন করে বেরিয়ে গেলেন ওরিশার চীফ ইনফরমার। ভদ্রলোক চলে যেতেই মগনলাল মিঃ রাও-এর ফোন ডায়েল করলেন, আলোচনার সব বিষয় জানিয়ে দেবার জন্য।

১০

বিলাসবহুল হোটেলের ব্যাঙ্কোয়িট হলটিকে বিশেষভাবে সাজানো হ'ল সারা দিন ধরে। পাশেই তার বল রুম। একদিকে ক্যাবারে নাচের জন্য ছোটখাটো মঞ্চ। হোটেলের বেয়ারা বাবুর্চিদের মধ্যে অদ্ভুত ব্যস্ততা। আজকের মত বিশেষ ব্যবস্থা গত দু' বছরে আর হয় নি। অথচ কাদের জন্য এই ব্যবস্থা তা ওরা জানে না। এমন কি ম্যানেজার পর্য্যন্ত না। হোটেলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার নিজে ঘুরে ফিরে সব তদারক করে গেছেন কয়েকবার। ইনি নিজে ব্ল্যাক কংগ্রেসের সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে যুক্ত। বর্তমান বছরেই ডাক্তারের নির্দেশে স্বাস্থ্যের কারণে সুপ্রিম প্রেসিডিয়াম ইলেকশনে

দাঁড়ান নি। দাঁড়ালে যে সদস্য মনোনীত হ'তেন তা বলাই বাহুল্য। এ ছাড়া তিনি মগনলালের বিশেষ বন্ধু। তাই বন্ধুর মুখ রক্ষায় নিজেই সব কিছু দেখাশোনা করছেন।

রাতের নিঃসীম কালিমায় পৃথিবীর পিঠ থেকে সব আলো মুছে গেলে এই বিলাসবহুল হোটেলের ঘরগুলো আলোয় আলোময় হোয়ে ওঠে। বিচিত্র রঙেব বৈদ্যুতিক আলোর গহনায় হলের সারা গা মোড়া। মায়াবী আলোর ছটায় চারদিকে এক মোহময় আমেজ। সন্ধ্যার পর পরই মগনলাল এসে গেলেন হোটেলে। বসলেন এসে ম্যানেজিং ডিরেক্টবের চেম্বারে। ইনস্ট্রাকশন ডিরেক্টর রাও, প্রেসিডিয়াম সদস্য প্যাটেল, অর্জুন সিং, কে. কে. মুন্দ্রা, নিবারণ সাধুর্খা, প্রভৃতি একে একে এসে গেলেন ব্যবস্থাদি তদারক করতে।

রঙ্গিনী বিভাগের ডিরেক্টার কান্তিকুমার ও সহ ডিরেক্টর মিসেস মার্গারেট মেকাপ নেওয়া রঙ্গিনীদের নিয়ে এলেন এয়ার কণ্ডিশণ্ড লাগ্‌জুরিয়াস বাসে ক'বে। ওদের এনে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল বল রুমে। ইতিমধ্যে ব্ল্যাক কংগ্রেসেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু বিশিষ্ট ও বিশিষ্টাবৃন্দ নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে ওয়েটাররা কর্ম-ব্যস্ত হয়ে উঠল। ট্রেতে বিশেষ ধরণেব গ্লাস ও বোতল নিয়ে ফিরতে লাগল আগন্তুকদের সামনে। হাতে হাতে উঠতে লাগল গ্লাসগুলো। পূর্ণ হতে থাকল তা ফেনিল রঙিন পানিয়ে।

যথা সময়ে ইনফরমার পারিজা উড়িষ্যার এক্স সি, এম-কে সঙ্গে নিয়ে পৌছে গেল। কে, কে, মুন্দ্রা ও রতিলাল প্যাটেল যথাযোগ্য সমাদরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর কুশলাদি নিতে নিতে ওঁকে নিয়ে এলো আসনগুলোর প্রথম সারিতে,যার সামনেই নাতিউচ্চ ক্যাবারে ড্যান্স মঞ্চ। ওয়েটাররা এদিকে এসে হাতে হাতে দিয়ে গেল পানপাত্র। রাও এই সময় রঙ্গিনী বিভাগের ডিরেক্টর কান্তি-কুমারকে ইঙ্গিত করায় সুরু হ'ল বিদেশী বাদ্যবৃন্দ। মিউজিক হ্যাণ্ডদের আজ ডায়াসের অনেক পেছনে শুধু ছায়ার মত দেখাচ্ছে।

ডায়াসের সামনের দিকের ফ্লাড লাইট জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এক সময় থেমে গেল বাদ্যরন্দ। ডানলোপিলোর আসনগুলোয় বসা মানুষদের উদগ্র দৃষ্টি তখন ডায়াসের ওপর এসে দাঁড়ানো ইভিনিং স্যুট ও গলায় বো-আঁটা কান্তিকুমারের ওপর। একপাশে মাইক্রোফোনের কাছে মুখ নিয়ে কান্তিকুমার কথা সুরু করে—

ঃ রেসপেকটেড লেডীজ এ্যাণ্ড জেণ্টেলমেন···

কথা প্রসঙ্গে সমাগত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহোদয়দের স্বাগত জানিয়ে এক অতি বিশিষ্ট অতিথির জন্য আজকেব এই বিশেষ নাচের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে বিবৃত কবে। তারপর ক্লারার কল্পিত পরিচয় দেয় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে। ও নাকি ছিল নীলনদের দেশ ইজিপ্টের এক পানশালার প্রধান নর্তকী। ক্লারার পরিচয় শেষ ক'রে তাকে আবির্ভূতা হ'তে আহ্বান জানিয়ে কান্তিকুমাব আড়ালে সরে যায়। তুমুল করতালিয় মধ্যে একে একে হলের সব কটা আলো নিভে গেল। চাপ চাপ অন্ধকারের মধ্যে সিগারেটের মুখগুলো জোনাকীর মত যেন জ্বলছে। পিয়ানো, এ্যাকর্ডিয়ান, ইলেট্রিক গীটার, ড্রাম, ম্যারাকাস, স্যাক্সোফোন, ব্যাঞ্জো-ব মিলিত সঙ্গীত লহরী যেন হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল শ্রোতা-দর্শকদের কানে। তীব্র স্পষ্ট লাইট এদিক ওদিক ঘুরে ডায়াসের মাঝখানে একটা জড় বস্তুর ওপর এসে স্থির হয়ে গেল। পরমুহূর্তে গা ঢাকা কাপড় সরিয়ে সেই জড়বস্তু সোজা হ'য়ে দাঁড়াতেই আবার হল ঘর ফেটে পড়ল প্রবল করধ্বাদ্যে।

মিস্ ক্লারা ইংরেজী কায়দায় 'বো' ক'রে প্রত্যভিবাদন জানাল। পরক্ষণেই নৃত্যের ভঙ্গি নিয়ে বাজনার তালে তালে মিস ক্লারার দেহ ছন্দায়িত হয়ে উঠল। শ্রোতারা পানপাত্রের সদ্গতি ক'রে নেশার ক্ষুধা মেটাতে মেটাতে চোখের ক্ষুধা মেটাতে লাগল মিস ক্লারার নাচ দেখে।

এক সময় তীব্র হ'য়ে উঠল বিশেষ ধরণের বাজনা। উজ্জ্বল আলোর রশ্মিগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল নৃত্যরতা ক্লারার সারা দেহে।

ছড়িয়ে পড়ল সে আলো ওর মুখে, ওর শঙ্খধবল হাতে, শ্যাম্পু করা স্বর্ণবর্ণ চুলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে। লাস্যময়ী যেন ওর ক্ষীণ কোটিদেশসহ সর্ব অবয়ব নিয়ে বাদ্যবৃত্তের উত্তালতায় হ'ল দোদুল্য-মান। ঝম ঝমা ঝম্। ঝম্ ঝমা ঝম! তীব্র থেকে তীব্রতর হ'ল উদ্দাম বাজনা। সেই সঙ্গে ক্লাবা যেন বন্য উদ্দামতায় হয়ে উঠল অস্থির। বাজনার তালে তালে মাথা ওর দুলতে লাগল, দুলতে লাগল কুমারী বুক, নাচের বেগে আলুথালু চুলের ঝাপ্টা পড়তে লাগল মুখে চোখে। হাস্যে, লাস্যে, চোখেব কামুক মদিব চাহনিতে, দেহের প্রতিটি উন্মাদকরা ভঙ্গীতে ক্লাবা দর্শকদের রক্তে জাগিয়ে তোলে আদিম চাঞ্চল্য। দেখতে দেখতে দর্শকদের অনুভূতি যেন আতুর হ'য়ে ওঠে সে নাচের মোহমাদকতায়। বাজনা বাড়িয়ে দেয় সুরের উন্মাদনা।

তাই নাচে আবও বন্যতা আনবার জন্যই যেন ও একে একে খসিয়ে ফেলতে লাগল ওর দেহসজ্জা। বাধনহারা বাজনা আর বাধন হারা নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গতি বাখতেই যেন ওব দেহকে ও মুক্ত করতে চায় পোষাকের বাঁধন থেকে। ওর দেহ থেকে খসে পড়ল ঊনবিংশ শতাব্দীর ফ্যাসানের প্রতিভূ সাদা লেস বসানো ফিকা গোলাপী পরিচ্ছদটি, খসে গেল সাদা অরগ্যাণ্ডির ফ্রক, এরপর খসল আঁটো স্ল্যাকস আর শেষে ব্লাউজ। উদ্দাম নাচের তালে তালে মেইডেন ফর্ম-এর ব্র্যাসিয়ার বাঁধা বিদ্রোহী বুক যেন ওর যৌবনের উন্মাদনায় হ'ল বিদ্রোহী। নাইলনের স্বচ্ছ ফিনফিনে পোষাকই মাত্র তখন ওর গায়ে। বাদামি চোখগুলি ওর তখন নেশার ঘোরে রক্তবর্ণ, ঠোঁটের কোনে ওর বাঁকা মদির হাসিটি কেমন যেন উদভ্রান্ত। সে হাসি যেন বিদ্রূপ হানে সমাগত সভ্য দর্শক-শ্রোতাদের প্রতি। নাচতে নাচতে হঠাৎ স্থির হ'ল ও। দু'হাত উপরের দিকে তুলে সভ্যতার পেছনে ছুটে যাবার জন্য পরম পিতার প্রতি কোন করুন নিবেদন রাখল কিনা কে জানে। পরক্ষণেই ও এক টান দিয়ে বাঁধন

খুলে দিল বক্ষাবরনীর। দর্শকদের আসনগুলো থেকে নগ্ন নারীর প্রতি সুরু হ'ল হাত তালির বৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে একটা কালো ওড়না ছুঁড়ে দেওয়া হ'ল ক্লারার দিকে। ও সেটা দ্রুত জড়িয়ে নিল নিজের দেহে। তারপর অভিবাদন গ্রহণ করল মাথাটা নুইয়ে। পরক্ষণে এক ছুটে অদৃশ্য হ'ল।

আবার জ্বলে উঠল অডিটোরিয়ামের আলোগুলো। মাইকে ঘোষণা করা হল দর্শকদের পাশের বল রুমে যাবার অনুরোধ। একে একে সকলে চলে এলো বল রুমে। বল রুমের উজ্জ্বল আলোতে লাল নীল বেগুনি সুন্দর সুন্দর শাড়ীতে সজ্জিতা রঙ্গিনীরা দাঁড়িয়ে ছিল। আগন্তুকরা একে একে তাদের কাছে গিয়ে বা ওরা এগিয়ে এসে পরস্পরের নাচের পার্টনার বেছে নিতে লাগল। রঙ্গিনীদের সকলের রূপকে টেক্কা দিয়ে মাঝখানে নীল রঙের শাড়ী পরে নীল প্রজাপতির মত দাঁড়িয়ে ছিল বিভোরা। রাওয়ের চোখের ইশারায় ও এগিয়ে এলো এক্স সি,এম এর কাছে। অভিবাদন জানিয়ে নাচের সঙ্গী হ'তে আহ্বান জানাল তাকে। এদিক ওদিক যুগল যুগল পা ফেলার তালে তালে শুরু হল নাচ। নাচের সঙ্গে সঙ্গে চলে টুকটাক কথা।

কথা চালিয়ে গেলেও এমন নাম করা একজন পার্টনারের সঙ্গে নাচতে নাচতে যেন ঘেমে ওঠে বিভোরা। তাছাড়া তার প্রতি যে নির্দেশ আছে সেটাও বারবার মনে ভেসে ওঠে। তাই নাচতে নাচতে ওর পার্টনারকে নিভৃতে নিয়ে চলে ও যেন আলেয়ার মত পথ ভুলিয়ে। নাচতে নাচতে বল রুমের পেছনের দিকের দরজা দিয়ে ওরা বেরিয়ে যায়, যেখানে একটা কেবিনের সামনে অপেক্ষা কর ছিল রাও, গোপীকৃষ্ণ পারিজা এবং রতিলাল প্যাটেল। পারিজা অভিবাদন জানালে এক্স সি, এম নাচ বন্ধ করলেন। ধন্যবাদ জানালেন পার্টনার বিভোরাকে—

ঃ থ্যাঙ্কস্!

ঃ ওঃ, নো মেনশান প্লিজ।

ইনফরমার পারিজার ইঙ্গিতে এক্স সি, এম তাকে অনুসরণ ক'রে কেবিনে ঢুকল। বিভোরা রতিলালকে পার্টনার করে নাচতে নাচতে ফিরে চলল আবার বল রুমের দিকে।

স্বল্পালোকিত কেবিনে ঢুকতেই সূক্ষ্ম প্লাষ্টিক মেক-আপ নেওয়া মগনলাল অতিথিকে স্বাগত জানালেন। ইনফরমার পারিজা এক্স সি, এমকে বলল—

ঃ এঁর কাছে সব কথা বিনা দ্বিধায় খুলে বলুন, সব ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে আশা করি। আমার যা বলবার আমি সবই বলেছি।

বলে সে বেরিয়ে চলে গেল। মগনলাল বললেন—

ঃ বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি ?

ঃ দেখুন, আমার বিরুদ্ধে একটা তদন্ত কমিশন বসেছে। নানা ভাবে চেষ্টা করলাম সেটা যাতে ফেঁসে যায়। এমন কি হাইকমাণ্ডকে ধরাধরি থেকে ঘুষ চালাচালি, কোন কিছুই বাদ গেল না।

ঃ এখন সব কাগজপত্র যার কাছে আছে তাকে বশ করবার চেষ্টা করেন নি ?

জানতে চান মগনলাল।

ঃ চেষ্টার কোন রকম কসুরই করি নি। কিন্তু লোকটাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারলাম না। আমার ধারণা ছিল টাকার কাছে বশ হয়না এমন লোক ভারতে আজ কেউ নেই। কিন্তু সে ধারণা এ ভদ্রলোক পাল্টে দিলেন !

একটু থেমে একটা সিগারেট ধরালেন এক্স সি, এম। দু'বার তাতে টান দিয়ে আবার সুরু করেন—

ঃ সোজা আঙ্গুলে যখন ঘি উঠল না, এখন বাঁকা আঙ্গুলে কাজ উদ্ধার করতে হবে। লোকটাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সৎ জীবন এ যুগে নিরাপদ নয়। ওপথে যারা থাকে তারা আজকের যুগ-অভিধানে মুর্খ ছাড়া আর কিছু নয়।

ঃ অর্থাৎ লোকটাকে সরিয়ে দিতে চান চিরতরে, কেমন কিনা ?

ঃ ঠিক তাই। এখন বলুন, আপনি একাজ টেক-আপ করতে পারেন কিনা ?

ঃ আমার কোন আপত্তি নেই। অবশ্য যদি আপনার সঙ্গে দেনা-পাওনাতে না আটকায়।

ঃ বলুন, কি দিতে হবে। অসাধ্য না হ'লে যা চাইবেন, তাই পাবেন।

ঃ আমি জানি যে ওড়িশায় এখন যারা পাওয়ার হ্যাণ্ডল করছে; তারা আপনার কথা ফেলতে পারবে না। তাই আমার ইচ্ছা আপনি প্রতি মরশুমে আমাদের এক লক্ষ মণ ধান ইণ্টার ষ্টেট বিজিনেস করার জন্য উড়িষ্যার বাইরে নেবার লাইসেন্স বের করে দেবার ব্যবস্থা করবেন।

ঃ কিন্তু যে সব ডেফিসিট রাজ্যে কর্ডনের ব্যবস্থা আছে, সেখানে কি করে ফুড্‌গ্রেন নেবেন ?

ঃ সে ব্যবস্থার জন্য ভাববেন না। বেশীর ভাগ অফিসারই ত' পয়সা শোঁকা কুত্তা। ওদের বাগে আনতে বেগ পেতে হয় না। তাই বিজিনেস কি ভাবে হবে না হবে সেটা আমি বুঝব, আপনি শুধু সরকারের সঙ্গে আমার লিখিত-পড়িত একটা চুক্তি করিয়ে দেবেন।

ঃ কিন্তু যদি অপজিশনরা এ্যাসেম্বলিতে এ নিয়ে হৈ চৈ করে, আর যদি সে জন্য চুক্তি বাতিলের প্রশ্ন ওঠে, তার জন্য কিন্তু শেষে আমায় দুষবেন না।

ঃ না-না, সে জন্য কেন আপনি দায়ী হবেন ? আমাদের ল ডিপার্টমেণ্টকে দিয়ে এমন আঁটঘাট বেধে চুক্তিটা ড্র্যাফট্ করাব যে সরকার কোর্ট কাছারি করে কুল পাবেন না। ফলে অপজিশনের চিৎকার-হৈহল্লা-টেবিল চাপড়ানি সত্ত্বেও সরকার থুতু ছুঁড়ে সে থুতু গিলতে বাধ্য হবেন। আর শেষ ভরসা ভোটে দেওয়া হবে প্রস্তাবটা, ভোটে ত' মশাই সরকার পক্ষ জিৎবেই।

ঃ কিন্তু, আমি ত' কংগ্রেস ছাড়ি নি, এতে হাই কম্যাণ্ড থেকে থ্র্যাসিং খেতে হবে যে।

ঃ আরে দাদা, পলিটিক্স করছেন, অথচ 'কানে দিয়েছি তুলো আর পিঠে বেঁধেছি কুলো' নীতিতে চলবেন না! গুলি মারুন আপনার হাই কম্যাণ্ডকে। তারাই বা কি এমন ধোয়া তুলসীর পাতা? আজ পর্যন্ত কবার কনষ্টিটিউশন পাল্টান হ'ল? তাছাড়া এই যে আপনাকে বেকায়দায় পেয়ে তদন্ত কমিশন বসিয়ে বেইজ্জতি করছে; তাতে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছে কি হাই কমাণ্ড?

ঃ সে যা বলেছেন, একেবারে হক কথা। মাঝে মাঝে মনে হয়, ছিলাম ব্যবসায়ী, বেশ ছিলাম, কেন যে কংগ্রেসে গেলাম। বরং আপনারা বেশ আছেন।

ঃ না না, কংগ্রেসে নাম রেখেও আপনি ব্ল্যাক কংগ্রেসকে প্যাট্রোনাইজ করতে পারেন। আরে মশাই, ন্যাশন্যাল কংগ্রেস আর আমাদের ব্ল্যাক কংগ্রেস টাকার এপিঠ আর ও পিঠ। কংগ্রেস ব্ল্যাক করে দেশের পলিটিক্যাল ফিউচার নিয়ে আর আমরা ব্ল্যাক করি বিজিনেস নিয়ে। এইটুকুই ত' মাত্র তফাৎ মশাই।

ঃ বললে বিশ্বাস যাবেন না, আমারও মাঝে মাঝে তাই মনে হয়। ব্যবসা করি, আর যাই করি, এক কালে কংগ্রেস-এর নামে তরুণ বয়েসে মনে কি না রোমাঞ্চ বোধ করতাম কিন্তু ভেতরে ঢুকে দেখলাম—টপ-টু-বটম লিডাররা সব এক একটা বড় ধরণের বাটপাড়। আরে মশাই, মন খুলে, প্রাণ খুলে একটা সত্যি কথা বলেছি কি, চার দিক থেকে চেপে ধরবে। এ যেন একটা তাশের ঘরের মধ্যে নিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এ দেশের পলিটিক্সকে।

ঃ সব সমান দাদা, যে অপজিশনরা রাস্তায় রাস্তায় পোষ্টার মারে, সস্তা দামে খাদ্য দাও, কালবাজারীদের জেলে পোরো, তারা ঐ পোষ্টার লেখার কাগজ-কালির টাকার জন্য হাত পাতে আমাদেরই কাছে। আবার ধরুন যে কংগ্রেসী হাই কম্যাণ্ড সোসালিষ্টিক প্যাটার্ন অব স্টেট

গঠনের প্রস্তাব পাশ করে, সেই হাই কমাণ্ড ওদের পার্টির পিতা বা কাকাদের স্মৃতি রক্ষার তহবিল যখন গড়ে, তা ভরে তুলতে আমাদের কাছেই পাতে হাত। আচ্ছা বলুন দেখি, টাকা কি খোলাম কুচি, বিনা স্বার্থে আমরা কেন দেব ওদের টাকা? তাই ত' এ পারমিট, সে পারমিট জোগাড় করে তা পুষিয়ে নিই।

ঃ আমি ত' সবই জানি, কেননা একদিন হাই কম্যাণ্ডের খুবই প্রিয়পাত্রই ছিলাম। আসল কথা গোটা জাতটাকে টাকার নেশায় পাইয়ে দেওয়াটাই হয়েছে কংগ্রেসের বড় ভুল। ইউরোপের সব দেশে, এমন কি যে দেশগুলো আমাদের এক একটা রাজ্যের মত ক্ষুদে ক্ষুদে, তাদের কাছেও দেনার দায়ে আমাদের টিকি বাধা। এই সব টাকা এনে পরিকল্পনার নাম করে কংগ্রেসী টাউট আর দাদা পলিটিক্স-এর ঠিকাদারদের পুষলো কংগ্রেস। কিন্তু এমন দিন আসবে, যখন কংগ্রেসের কল্যাণে এইসব টাউটদের টিকির দেখাও পাওয়া যাবে না।

ঃ তাইতেই ত' বলছি, যে যা পার লুটে পুটে খাও। দেশের কথা, দশের কথা ভেবে কি লাভ? ও শ্রীরামচন্দরজী যা করবেন তাই হবে।

মগনলালজী হাসতে হাসতে বলেন।

ঃ তা যা বলেছেন। যাক ওসব কথা, এখন আমার ব্যাপারে কি করবেন বলুন।

ঃ দেখুন, আমরা যদি জবান দিই, তবে সে জবানের নড়চড় হবে না। এখন আপনি বলুন, আমরা ধান কেনার ঐ চুক্তিটা ড্রাফট করে কবে পাঠাবো। ঐ চুক্তিটা সই হয়ে আমার কাছে ফিরে আসার এক, দুই, তিন, হ্যাঁ তিন রাত পার হবে না—সব খতম ক'রে দেব।"

মগনলালজী কুটিল কণ্ঠে বলেন।

ঃ বেশ, আমি রাজী। কাল আমি ভূবনেশ্বরে ফিরে যাচ্ছি। আপনি পরশু পারিজার হাতে ড্রাফট্‌টা পাঠান। তরশু ওটা সই

করিয়ে তার পরদিনই আপনার কাছে ফ্লাই ক'রে আসবে পারিজা। আমি তবে আপনার ওপর বিশ্বাস রেখে চলে যাচ্ছি, বাঁচালেও আপনি, না বাঁচালেও আপনি।

ঃ আরে কি যে বলেন, জবান দিলাম ত' সে জবান একেবারে পাক্কা।

ঃ আচ্ছা, নমস্কার। আমি তবে চলি।

ঃ আচ্ছা আসুন।

উভয়ে আসন ছেড়ে উঠে পড়েন। এই সময়ই চীফ ইনফরমার পারিজা কেবিনে ঢোকে, বলে—

ঃ একটু বসুন স্যার, একজন পুলিশ অফিসার ওদিকটায় এসেছে।

ঃ আরে ও কিছু না, ব্যাটা নির্ঘাৎ মদ গিলতে এসেছে। এ হোটেলে হাত লাগালে গলা কাটা যাবে।

প্রত্যয়ব্যঞ্জক স্বরে বলেন মগনলাল।

ঃ তা হ'লে আপনাদের সব পাকা হয়ে গেল ত' ?

গোপীকৃষ্ণ বলে।

ঃ হ্যাঁ, সব পাকা হয়ে গেল।

বলেন এক্স সি, এম।

ঃ তা হ'লে এখন আমরা চলি, কেমন ?

ঃ আচ্ছা আসুন।

বলেন মগনলাল।

ঃ ও হ্যাঁ, মিঃ পারিজা, আপনি যখন ভূবনেশ্বর থেকে আবার আসবেন, তখন কিন্তু অপারেশন প্লেসের একটা নক্সা নিয়ে আসবেন, কেমন ?

ঃ আচ্ছা স্যার।

সম্মত হয় গোপীকৃষ্ণ। পরক্ষণেই কেবিনের দরজা ঠেলে এক্স সি, এম সহ বেরিয়ে যায় সে।

১১

খাদ্য সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য ফুল ক্যাবিনেট মিটিং বসেছে সেণ্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটের মিটিং রুমে। পার্লামেণ্টের বর্তমান অধিবেশনে বিরোধীপক্ষের প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য খাদ্য এবং কৃষিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার নোটিশ দিয়েছে। বিশেষ করে খাদ্যের দিক দিয়ে একটি ঘাটতি রাজ্যে কয়েকজনের অনাহারে মৃত্যু, নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাল না পেয়ে দোকানিকে ছোরাবিদ্ধ করা, লরি আটক করে ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা খাদ্যশস্য লুণ্ঠন—সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই জাতীয় সংবাদগুলি বিরোধী সদস্যদেব বিশেষভাবে উত্তেজিত করে তুলেছে। আর তারই ফলশ্রুতি এই আসন্ন অনাস্থা প্রস্তাব।

একদিকে সারি সারি বসেছেন মন্ত্রীবৃন্দ, মাঝখানে প্রধানমন্ত্রী সহ আর অন্য সারিতে বসেছেন বিভিন্ন মিনিষ্ট্রীর সেক্রেটারীবৃন্দ।

বেয়ারারা মন্ত্রী ও সেক্রেটারীদের কফি ও নাটস পরিবেশন ক'রে যায়। প্রধানমন্ত্রী গালে দু'চারটে কাজুবাদম ফেলে চিবোতে থাকেন। তারপর কফির কাপে চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে চিনি কম লাগায় তাতে চামচ নাড়তে নাড়তে বলেন—

ঃ যতদুর মনে হচ্ছে, অপজিশনরা অনাহারে মৃত্যুর ব্যাপারটাকে তুরুপ হিসেবে ব্যবহার করবে। মিঃ ফুড মিনিষ্টার, আপনি অনাহারে মৃত্যু সম্পর্কে কোন খোঁজ নিয়েছেন কি?

ঃ আমি ত হোম সেক্রেটারীর কাছে ব্যাপারটা জানতে চেয়েছি। এখনও পাইনি খবর।

বলেন খাদ্যমন্ত্রী।

ঃ কি, আপনি কোন খবর পেয়েছেন?

হোম মিনিষ্টারের দিকে চেয়ে সুধান প্রধানমন্ত্রী।

সেক্রেটারীর হাত থেকে ফাইল নিয়ে রুমালে মুখ মুছে হোম মিনিষ্টার ঢোক গিলে বলেন—

ঃ কাল ট্রাঙ্ককল ক'রে ষ্টেট হোম ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে যে ঠিক খাদ্যাভাবে কেউই মারা যায় নি। দু'জন মারা গেছে অপুষ্টি জনিত রোগে, আর দু' জন দাস্ত-বমি হ'য়ে এবং বাকি দু' জনের পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে তাদের পেটে কিছু খাদ্য কণা ছিল।

ঃ তা হলে এইভাবে যদি খাদ্যমন্ত্রী জবাব দেন তাতে কি অপজিশনরা স্যাটিসফায়েড হবে না ?

জানতে চান প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের সহযোগীদের কাছে। অমূল্যভূষণ বলেন—

ঃ আমাদের দপ্তর থেকে যে রিপোর্ট সংগ্রহ করা গিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে অপুষ্টি জনিত রোগে যে দু' জন মারা গেছে তারা গত দু' মাস চাল বা গম জাতীয় কোন খাদ্য খেতে পায়নি। বন্য কচু, শিঁকড়, শাক-পাতা খেয়ে কোনমতে জীবনটাকে রেখেছিল। যে দু'জন দাস্ত-বমি হ'য়ে মারা যায়, তারাও মাসাধিক কাল প্রায় উপবাসে কাটায়। শেষ পর্য্যন্ত ঐ দিন এক মিশনের সেবা বিভাগ থেকে কিছু তণ্ডুরি রুটি চেয়ে আনে। ঐ রুটি ওরা আকণ্ঠ পান করায় হঠাৎ অতিভোজনের দরুণ দাস্ত-বমি হ'য়ে হতভাগ্যরা মারা যায়। আর বাকি দু'জনও যে খাদ্যাভাবেই মারা গেছে, তা নিশ্চয়ই আমার মন্ত্রী বন্ধুরা অনুমান করতে পারছেন। কেননা পোষ্টমর্টমে পেটে দু' চারকণা যে শস্য পাওয়া গেছে সেটা কাঁচা চাল ও ছোলা।

অমূল্যভূষণের কথা শেষ হতে না হতেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উচ্চস্বরে বলেন—

ঃ আপনি ক্যাবিনেটে নতুন, তাই জানেন না যে আপনার রিপোর্ট যতই বাস্তব হোক, তবু পুলিশী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদই

সংবাদ, অন্য সূত্রেরগুলি নয়। সুতরাং এসব পণ্ডশ্রম ভবিষ্যতে আপনার দপ্তরের না করলেও চলবে।

ঃ এ যখন আমার দপ্তর সংক্রান্ত ব্যাপার তখন আমার নিজের মেণ্টাল স্যাটিসফ্যাকশনের জন্যও এর তদন্ত করা দরকার ছিল। কেননা হোম ডিপার্টমেণ্টের কাজ রিপোর্ট দেওযা পর্য্যন্তই কিন্তু এর প্রতিকারের ব্যবস্থা আমার দপ্তরকেই করতে হবে।

ঃ না না, এ নিয়ে বাদানুবাদে শক্তি ক্ষয় করে ত' অনাস্থা প্রস্তাবের শক্তি পরীক্ষায় জয়লাভ করা যাবে না। তাই আমাদের এখন সেই বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। আর মিঃ হোম মিনিষ্টার, কালকের অনাস্থা প্রস্তাবের খড়্গ যখন ফুড এ্যাণ্ড এ্যাগ্রিকালচার মিনিষ্টারের ঘাড়েই পড়ছে, তখন ওঁকে ওঁর বক্তব্য পেশের প্রথম সুযোগ দেওয়া হ'ক। তবে অনাহারে মৃত্যুর কথাটা কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করবেন না পার্লামেণ্টে, সে যতই সত্য ও অভ্রান্ত হোক না কেন। কারণ তা হ'লে অপজিশনের চীৎকার-চেঁচামেচি ও 'শ্রেম শ্রেম' ধ্বনি কিছুতেই থামানো যাবে না। অবশ্য ভোট নেওয়া হলে ব্রুট মেজরিটিতে আমরা জিতে যাবই—কিন্তু আলোচনায় কোন ফ্ল থাকলে তা নিয়ে কাগজওয়ালারা ফলাও করে ব্যানার হেডিং দেবে। তাই ওদিকটা সামলে চলার চেষ্টা করবেন। কি বলেন আপনারা ?

কথা শেষ ক'রে প্রধানমন্ত্রী জানতে চান সতীর্থ সবার অভিমত। সকলেই সমবেত ভাবে তাঁর অভিমতকে সমর্থন জানান। প্রধানমন্ত্রী সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ও চীফ হুইপের দিকে চেয়ে আবার বলেন—

ঃ দেখুন, আগে থেকেই মেম্বারদের হুইপ ইস্যু করবেন। ভোটের সময় যেন ইন-এ-বডি অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হাত ওঠায় বা ধ্বনি ভোটে মুখ দিয়ে স্বর বের করে। তা ছাড়া ছুতোনাতায় কেউ যেন সেশন চলা কালে লবিতে ঘোরাঘুরি না করে।

ঃ নিশ্চয়, সে ত' দেবই।

ঃ মিঃ ফুড এণ্ড এগ্রিকালচার মিনিষ্টার, আচ্ছা, আপনি বলুন, কাল কি কি অস্ত্র প্রয়োগ করে লড়বেন। আমার সব জেনে রাখা উচিত, কেননা খুব এ্যাকিউট সিচুয়েশন হ'লে আমায় ত' বিতর্কে যোগ দিতেই হবে।

বলেন প্রধানমন্ত্রী।

ঃ প্রথমত স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী অনাহারে মৃত্যুর কথা অস্বীকার করা হবে। এ ছাড়া যে দু'টি ফুড স্পেশাল ট্রেন পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে পাঠানো হয়েছে তা জানান হবে। তা ছাড়া পি-এল-৪৮০ অনুযায়ী যে মার্কিন খাদ্যশস্য জাহাজের গণ্ডগোলে আসতে পারছিল না, তা আর কয়েক দিনের মধ্যেই এসে যাবে বলে জানান যাবে। এ ছাড়া ঘাটতি অঞ্চলে আংশিক রেশন ব্যবস্থা চালু করার কথা ও টেষ্ট রিলিফের কাজ বাড়াবার কথা ক্যাবিনেট বিশেষ ভাবে বিবেচনা ক'রে দেখছেন বলেও জানান হবে। সবশেষে জোরের সঙ্গে বলা হবে যে না খেয়ে একজন মানুষকেও আমরা মরতে দেব না।

ঃ ব্যাস, ব্যাস, ব্যাস, ওতেই হবে। না কি বলেন আপনারা?

প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীদের দিকে চেয়ে জানতে চান। তাঁরা সকলে সমর্থন জানালে ক্যাবিনেট মিটিং ভঙ্গ হয়।

নির্দিষ্ট সময়ের আগ দিয়েই বিরোধীদলের সদস্যরা ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে সুবিশাল পার্লামেণ্ট ভবনে প্রবেশ করলেন। তাঁদের অনেকের হাতেই প্রয়োজনীয় তথ্যপূর্ণ ফাইল। নানা বিষয়ে তাঁরা কখনও সরব কখনও অনুচ্চ আলোচনা ক'রে পয়েণ্টরূপ ছুরির ধার শানিয়ে নিতে লাগলেন। যে ধার না শানালে খাদ্যমন্ত্রীকে কুপোকাত করা সম্ভব হবে না।

অধিবেশন সুরুর অনেক আগে থেকেই দর্শক গ্যালারি পূর্ণ। অনেক উৎসাহী শ্রোতা-দর্শক দাঁড়িয়েও আছেন। সাংবাদিকদের

জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি দেশী-বিদেশী রিপোর্টাররা দখল করে নিয়েছেন। অধিবেশন সুরু হবার পাঁচ মিনিট আগে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা হন্তদন্ত হ'য়ে এসে ট্রেজারি বেঞ্চগুলি দখল করে নিলেন। আসন নিয়েই তাঁরা পরস্পর আলোচনা করতে লাগলেন। কংগ্রেস পক্ষীয় এম-পি-দের মধ্যে যথা সময়ে হুইপ জানিয়ে দিলেন মুখ্য সচেতক।

ঘড়ির কাঁটা ধরে ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক পদক্ষেপে মাননীয় স্পিকার 'মেজ' বাহকের পেছু পেছু পার্লামেণ্ট ভবনে প্রবেশ করামাত্র সরকার পক্ষীয় ও বিরোধী পক্ষীয় সদস্যবৃন্দ, মন্ত্রীবৃন্দ, দর্শকবৃন্দ এবং রিপোর্টারবৃন্দ উঠে দাঁড়ালেন। যথাস্থানে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে মার্শাল। স্পিকার আসন গ্রহণ করলে দর্শক ও সদস্যবৃন্দ বসে পড়লেন স্ব স্ব আসনে। তার শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই স্পিকার অনাস্থা প্রস্তাবে স্বাক্ষরকারী দলগুলির মুখ্য দলের নেতাকে আহ্বান জানালেন তাঁর বক্তব্য পেশ করবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী আসনগুলিতে কেমন যেন সাজ সাজ ভাব পড়ে গেল। দু'তিনজন সদস্য বিরোধী দলনেতার দু'পাশে বক্তৃতার বিষয়গুলির ফাইল খুলে রাখলেন। বিরোধী দলনেতা অতঃপর দাঁড়িয়ে বক্তব্য পেশ করতে লাগলেন—

ঃ মাননীয় স্পিকার মহোদয়, আমি জানি যে অনাস্থা প্রস্তাব এনে আমরা সরকার পক্ষকে কিরূপ বেকায়দায় ফেলি, আমরা জানি যে নব নিযুক্ত খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রীর এজন্য দু'তিনদিন হয় তো ঘুম হয় নি······

বিরোধী আসনগুলিতে হাস্যরোল ওঠে। স্পিকার বারবার হাতুড়ি পেটেন।

ঃ তবু আমাদের অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হচ্ছে এই দারিদ্র্য পীড়িত দেশের অসহায় দেশবাসীর অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার জন্য; তাদের মূক মুখে দুটি খাদ্য যোগাবার জন্য।

কংগ্রেস পক্ষের আসনের জনৈক সদস্য মন্তব্য করেন "ও-হো-হো কি দরদ!" সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী সদস্যরা ক্রুদ্ধভাবে চেঁচিয়ে ওঠেন 'চুপ করুন চুপ করুন'। কংগ্রেস পক্ষীয় সদস্যের ফোড়ন কাটায় বিরোধী দলনেতা স্বর সপ্তমে তুলে বলতে থাকেন—

ঃ স্পিকার স্যার, দেশের দিকে দিকে যখন শোনা যাচ্ছে দুর্ভিক্ষের দুন্দুভি, তখনও ওরা রঙ্গরস করে। কেন করে? করে এই জন্য যে বেহায়াদের মনে কোনরকম লজ্জা ঘৃণা বা ভয়, কোন······কংগ্রেস পক্ষ থেকে চিৎকার 'প্রত্যাহার করুন, প্রত্যাহার করুন।' বিরোধী পক্ষের সদস্যদের পাল্টা চিৎকার 'না-না-প্রত্যাহার করা হবে না, কিছুতেই না।' কংগ্রেস পক্ষ থেকে ডেস্ক বাদ্য সুরু হয়। কোন কোন সদস্য দাঁড়িয়ে উঠে বলেন 'বেহায়া' কথাটা প্রত্যাহার না করলে আমরা বলতে দেব না। এটা আনপার্লামেণ্টারিয়ান কথা। সমানে চলে ডেস্ক চাপড়ানি ···স্পিকার হাতুড়ি পিটিয়ে সভাকে শান্ত করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সফল হন না। কংগ্রেস পক্ষের সদস্যদের বলেন—

ঃ প্লিজ, টেবিল চাপড়ানিটা অন্ততঃ বন্ধ করুন। কিছুই যে শোনা যাচ্ছে না।

ঃ না, স্যার ওরা 'বেহায়া' কথাটা প্রত্যাহার করুক।

জনৈক কংগ্রেসী এম, পি বলেন।

ঃ তা হ'লে স্পিকার স্যার, আপনি রুলিং দিন।

ঃ হ্যাঁ স্যার, দিন রুলিং দিন, নইলে অধিকার রক্ষা কমিটিতে পাঠান।

ঃ উনি কোন একজন সদস্যকে উদ্দেশ্য করে 'বেহায়া' বলেন নি তাই অধিকার ভঙ্গ হয়েছে বলা চলে না। তাই···

স্পিকারের কণ্ঠ ডুবে যায় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের জয়োল্লাসে।

স্পিকার আবার বলেন—

ঃ আপনারা অযথা মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না চিৎকার চেঁচামেচিতে। হ্যাঁ, আপনি বল্‌তে থাকুন।

বিরোধী দলপতির দিকে চেয়ে স্পিকার বলেন। বিরোধী দলপতি আসনে বসে পড়েছিলেন, আবার উঠে বল্‌তে থাকেন—

ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আজ দেশের সর্বত্র যে তীব্র খাদ্য সঙ্কট এ জন্য খাদ্য ও কৃষি দপ্তর পুরাপুরি দায়ী।

…জনৈক বিরোধী সদস্য চিৎকার করে বলেন 'খাদ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করুন। পদত্যাগ করুন'। স্পিকার হাতুড়ি পিটিয়ে তাঁকে চুপ করতে ইঙ্গিত ক'রে বলেন—

ঃ আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি; যখন কোন সদস্য বক্তব্য পেশ করছেন তখন ওভাবে বাধা সৃষ্টি করবেন না। ইয়েস, গো অন…

ঃ এই দেখুন স্যার নিউজ পেপারের খবর, না খেতে পেয়ে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করেছেন স্বাধীন দেশেব ছয়জন নাগরিক।

…বিরোধী সদস্যদের কয়েকজন চিৎকার ক'রে ওঠেন 'শেম্‌ শেম্‌!' বিরোধী দলের নেতা বল্‌তে থাকেন—

ঃ এক দিকে জনসাধারন দু'মুঠো ভাতের অভাবে মৃত্যুবরণ করছে অন্যদিকে খাদ্য ব্যবসায়ীবা দিনের পব দিন দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়িয়ে ফুলে ফেঁপে উঠছে! কি নিদারুণ কনট্রাষ্ট। অথচ বড় বড় বুলি আওড়ান হচ্ছে সোসালিজমের পথে নাকি আমাদের দেশ এগিয়ে চলেছে!

বিরোধী সদস্যগণ—শেম্‌ শেম্‌। সরকার পক্ষ—চুপ করুন! চুপ করুন!

ঃ অর্ডার, অর্ডাব।

হাতুড়ি পিটতে পিটতে বলেন স্পিকার।

ঃ যে রাজ্যে খাদ্যের অভাবে দিকে দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে দুর্ভিক্ষের দুন্দুভি, সেই রাজ্যে ফুড ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টর পাঁচ হাজার মণ চাল পাশের রাজ্যে পাচারের পারমিট দিয়েছে।

বলে যান বিরোধী দলপতি। সদস্যরা 'শ্রেম্' 'শ্রেম্' ধ্বনির মধ্যে টেবিল চাপড়িয়ে তাকে অভিনন্দন জানান।

ঃ দুর্নীতির ষ্টিমরোলার দিয়ে সরকার নিষ্পেশিত করছে দুঃস্থ দেশবাসীকে, সরকারী কর্তাদের মত তারা পঞ্চ ব্যঞ্জন ভাত চায় না। চায় তারা দু'মুঠো ভাত। এই ন্যূনতম দাবিও সরকারের যে দপ্তর মিটাতে পারে না, সে দপ্তরের অপদার্থ মন্ত্রীর কোন অধিকার নাই গদি আঁকড়ে বসে থাকবার।

ঃ এক শ বার থাকবেন, হাজার বার থাকবেন। জান না, চল্লিশ হাজার ভোটে তোদেব ক্যাণ্ডিডেটকে গো-হারান হারিয়ে দিয়ে জিতে এসে গদীতে বসেছেন ?

জনৈক উত্তেজিত কংগ্রেস এম, পি চিৎকার করে বলতেই বিরোধী পক্ষে যেন ঘৃতাহুতি পড়ে। এক সঙ্গে তিন চার জন আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে সেই কংগ্রেসী এম, পি-র দিকে চেয়ে চীৎকার করে বলেন—

ঃ এই, তুই বললি কেন ? বল, তুই তোকারি কয়লি কেন ?

ঃ দেখুন স্পিকার স্যার, আমায় তুই তোকারি করছে। শেষ মেষ কিন্তু আমি স্যার রেগে যাব স্যার।

আহত কংগ্রেসী এম, পি বলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। বিরোধী পক্ষের সদস্যদের দু'তিনজন প্রবল চিৎকারে বলতে থাকে।

ঃ ও রকম কাল টাকা ছড়িয়ে সবাই বেশী ভোটে জিততে পারে। হুঁ, কি আমার নটবর এল রে, টাকার গরম দেখাচ্ছে।

ঃ আলতু ফালতু কথা বলবে ত' দাঁত ভেঙ্গে দেব।

ঃ ভাত দেবার মুরোদ নেই, কিল মারার গোঁসাই। খেতে দিতে পারে না, তা আবার খাবার চেয়ে মিছিল বের করলে গুলী চালায় !

ঃ অর্ডার, অর্ডার! আপনারা এরকম করলে আমি কিন্তু সভার কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হব।

স্পিকার হাতুড়ি পিটিয়ে বলেন। কিন্তু কার কথা কে শোনে। জনৈক কংগ্রেসী সদস্য বিরোধীদের উপহাস করে বুড়ো আঙ্গুল দেখানোমাত্র সেই সদস্য ঘুষি বাগিয়ে বেগে ছুটে যান তার দিকে। শেষে একটা বিশ্রী কাণ্ড বেঁধে যায়, এই আশঙ্কায় কয়েকজন সদস্য তাঁকে জাপ্‌টে ধরেন। তিনি সমানে বলে চলেন—

ঃ ছেড়ে দিন আমাকে, যেতে দিন আমাকে, ওর আক্কেল দাঁতটা ভেঙ্গে দিয়ে আসি, ছেড়ে দিন ঃ

সভা চিৎকার, পাল্টা-চিৎকার ও চেঁচামেচি, শ'কার ম'কার যুক্ত গালাগালিতে সরগরম হ'য়ে ওঠে। এই সময়ে স্পিকার ১৫ মিনিটের জন্য সভা মুলতুবী রেখে নিজের চেম্বারে চলে যান। অতঃপর সভা শান্ত হয় নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে। সরকার ও বিরোধীপক্ষের কয়েকজন স্পিকারের ঘরে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ ক'রে আসেন। ১৫ মিনিট পর আবার সভা সুরু হয়। বিরোধী দলনেতা বল্‌তে থাকেন—

ঃ সরকারের ব্যর্থ খাদ্যনীতি দেশে যে চরম খাদ্যসঙ্কট সৃষ্টি করেছে, তা যে কতটা তীব্র তার কিছুটা আঁচ পাওয়া যায় চিদম্বরম্-এর বি. ডি. ও অফিসের কর্মীদের একটি দরখাস্তে। ঐ দরখাস্তে তাঁরা বি, ডি, ও, কে সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে, খাদ্যের আশু ব্যবস্থা না করলে তাঁরা আর অফিসে যোগদান করবে না।

বিরোধীপক্ষের সদস্যরা ধ্বনি দিয়ে ওঠেন—

ঃ শেম্! শেম্!

কংগ্রেসী সদস্যদের কয়েকজন—

ঃ মিথ্যা, মিথ্যা।

বিরোধী দলনেতা খাদ্যমন্ত্রীর দিকে চেয়ে বলেন—

ঃ ফুড মিনিষ্টার, আপনিও কি বলেন এটা অসত্য ?

ঃ নোটিশ চাই।

দাঁড়িয়ে উঠে স্পিকারের দিকে চেয়ে বলে বসে পড়েন অমূল্যভূষণ—

ঃ নোটিশ চেয়ে আর কি হবে দাদা, পাড় এবার পাবেন না।

বিরোধীদলের কয়েকজন ফোড়ন কাটে। কংগ্রেস দলের কয়েকজন বলেন—

ঃ স্পিকার স্যার, ওরাই আবার উত্তেজনা সৃষ্টি করছে।

ঃ অর্ডার, অর্ডার!

হাতুড়ি পেটেন স্পিকার।

অমূল্যভূষণ মুখ গুঁজে বসে একের পর এক পয়েণ্ট টুকে যান। বিরোধী দলনেতা বলে যান—

ঃ এছাড়া গ্রামাঞ্চলে যে সকল ব্যক্তি মাস গেলে ৫০।৬০ টাকা বেতন পায় তারা যে কি করে ১.৭০ কে. জি.-র চাল কিনে খায়—তা মানবিক দিক দিয়ে বিচার করলেই সহজে…

ঃ ও-হো-হো! অতিমানব এসেছেন রে।

কংগ্রেস পক্ষের একজন সদস্য বলতেই আবার চঞ্চল হ'য়ে ওঠে সভা।

দু তিনজন বিরোধী সদস্য চেঁচিয়ে বলেন

ঃ এই দালাল, চুপ কর্, নইলে জীভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব বলে দিচ্ছি।

ঃ তোরা চুপ কর। তোদেরই না খাইয়ে গলার স্বর কমানো উচিত।

ঃ অর্ডার, অর্ডার। আপনাকে শেষবারের মত সতর্ক ক'রে দিচ্ছি।

স্পিকার হাতুড়ি পেটেন। স্ব স্ব দলের প্রভাবশালী সদস্যরা অন্যান্যদের নিরস্ত করেন।

ঃ মানবিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে সহজেই বোঝা যায় যে খাদ্যদপ্তর খাদ্য সমস্যা সমাধানে হয়েছে চরম ব্যর্থ। তাই লক্ষ লক্ষ অসহায় দেশবাসীর স্বার্থে আমরা দাবি করি খাদ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ।

দলনেতা বসে পড়েন। বিরোধী সদস্যরা টেবিল বাজিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান। অতঃপর স্পিকার বিরোধী দলের অপর এক নেতাকে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে আহ্বান জানান। তিনি আসন ত্যাগ করে উঠেই গলার স্বর সপ্তমে তুলে বলতে থাকেন—

ঃ খাদ্যদপ্তর দেশের চরম খাদ্যসঙ্কট সৃষ্টিতে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা অন্যের মুখ থেকে বলার আগেই, মন্ত্রীত্ব নামধারী বিশেষ বিশেষ জীবরা যদি মানুষের মন নিয়ে নিজেদের···

কংগ্রেসদলের জনৈক সদস্য লাফিয়ে উঠে বলেন—

ঃ স্পিকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীদের ও 'জীব' বলছে।

ঃ বলব, বলব, একশ বার বলব, হাজার বার বলব।

চেঁচিয়ে উঠে টেবিল চাপড়াতে থাকে বিরোধীপক্ষ।

ঃ মন্ত্রীদের জীব বলা চল্‌বে না, চল্‌বে না।

কংগ্রেস পক্ষের তিন চারজন সদস্য ধ্বনি দিয়ে উঠে বিরোধীদের সমতালে টেবিল চাপড়াতে থাকে। বিরোধী দলনেতা আসন ত্যাগ ক'রে উঠে কিছু বল্‌তে যান কিন্তু কংগ্রেস পক্ষের তুমুল চেঁচামেচিতে শেষ পর্যন্ত বসে পড়েন। প্রবল চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে জনৈক কংগ্রেস সদস্য স্পিকারের উদ্দেশ্যে বলেন—

ঃ স্পিকার স্যার, 'জীব' কথাটা বলা পার্লামেন্টেরিয়ান রীতি বহির্ভূত নয় কি?

ঃ অর্ডার, অর্ডার! আপনারা এত চেঁচামেচি করলে সভার কাজ আমি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখতে বাধ্য হব।

হাতুড়ি পিটতে পিটতে চেঁচিয়ে বলেন স্পিকার। অতঃপর সভা

কথঞ্চিৎ শান্ত হয়। স্পিকার পুনরায় বিরোধীদলের বক্তাব দিকে চেয়ে বলেন—

ঃ 'জীব' বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন ?

প্রশ্ন শুনে ডানে বাঁয়ে তাকান মাননীয় সদস্য। অতঃপর বলেন—

ঃ জীব মানে স্যার জীব!

তুমুল হাস্যরোল ওঠে সভায়। মায় দর্শক গ্যালারী ও প্রেস গ্যালারীর লোকেরা পর্যন্ত সে হাসিতে যোগ দেয়। স্পিকাব হাতুড়ি পিটিয়ে হাসতে হাসতে বলেন—

ঃ আমি জানতে চাইছি 'জীব' অর্থে আপনি কি মিন করছেন ?

ঃ আজ্ঞে স্যাব, মন্ত্রীবা যদি মবে না গিয়ে থাকেন,······

বিরোধী পক্ষ থেকে চিৎকাব······

ঃ শ্যেম শ্যেম!

ঃ অর্ডার! অর্ডাব!

স্পিকার হাতুরি পিটে বলেন—

ঃ ইয়েস, গো অন প্লিজ।

বিরোধী সদস্য বলতে থাকেন—

ঃ মন্ত্রীরা যদি মবে গিয়ে না থাকেন, আমার মনে হয় দেশবাসীকে অনাথা করে মরে গেছেন বলেই আজ দেশে এমন তীব্র খাদ্য সমস্যা কিন্তু যদি মবে না গিয়ে থাকেন—যদি তাঁদের দেহে এখনও জীবনের স্পন্দন থেকে থাকে, তবে সেই অর্থে তাঁরা ত জীবই!

আবার তমুল হাসির রোল ওঠে সভায়। স্পিকার গাম্ভীর্য্য বজায় রেখেও সে হাসিতে যোগ দেন। হাতুড়ি পিটিয়ে সভাকে শান্ত করে বলেন—

ঃ তা হলে 'জীব' কথাটায় আর ত আপনাদের আপত্তি নেই ?

সরকার পক্ষ নিরুত্তর। বিরোধী দলের সদস্য আবার বলতে থাকেন—

: খাদ্য সমস্যা এমন তীব্রতর হয়েছে যে, রাধাকান্তপুর গ্রামের মদন দাসের পনর বছরের মেয়ে মলিনা দাসীর উপর গ্রামের সঙ্গতিপন্ন কৃষক মুজিবর শেখ এক থালা ভাতের বিনিময়ে বলাৎকার করে।

ওকথার সঙ্গে সঙ্গে সভায় যেন ঘৃতাহুতি পড়ে। বিরোধী সদস্যদের 'শ্যেম্ শ্যেম' ধ্বনিতে সভাকক্ষ গম্ গম্ করে ওঠে। সরকার পক্ষ থেকে ধ্বনি ওঠে—মিথ্যা মিথ্যা! জ্বালিয়াতি। জ্বালিয়াতি।

: অর্ডার, অর্ডার!

হাতুড়ি পেটেন স্পিকার। কিন্তু সভা অকস্মাৎ তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। বিরোধী দলের ক'জন ট্রেজারি বেঞ্চের দিকে চেয়ে বলেন—

: যাদের জন্মের ঠিক নাই তারাই বলবে এ কথা মিথ্যা। আর মিথ্যা বল্‌বে তারা যারা মন্ত্রীদের টাউট।

: খবর্দ্দার চুপ কর বলছি। নইলে মাথা ভেঙ্গে দেব।

কংগ্রেস পক্ষের কে যেন চেঁচিয়ে বলে, স্পিকার সভা আয়ত্তে আনতে ব্যর্থ হয়ে হতাশ কণ্ঠে বলেন—

: তবে কি সভা মুলতুবি হোক, এই চান আপনারা?

অতঃপর স্পিকার প্রধান মন্ত্রীর দিকে চেয়ে বলেন—

: আপনার এ বিষয়ে কি বলার আছে?

: আমি স্যার কাল রবিবার, পরশু এ বিষয়ে একটি বিবৃতি পেশ করব সভায়।

: আপনার আর কিছু বলবার আছে?

স্পিকার বিরোধী দলের অভিযোগ পেশকারী সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন—

: স্যার, আমার একটা কথাই বলবার আছে তা হল খাদ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই।

কথা শেষ করে তিনি বসে পড়লে স্পিকার পরবর্তী বিরোধী সদস্যকে বক্তব্য পেশের জন্য আহ্বান জানান।

ঃ স্যার দেশে আজ যে চরম খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে খাদ্য দপ্তরের নিষ্ক্রিয় ভূমিকায়, সংবাদপত্রগুলি পড়ে দেখা যাচ্ছে তাতে গ্রামাঞ্চলে প্রায় স্থানেই অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে মানুষ দিন গুজরাতে বাধ্য হচ্ছে। বহু গরীব মানুষকে লতা-পাতা শিকড় বাকড় খেয়ে মৃত্যুর দিন গুণতে হচ্ছে। গ্রামের বাজারগুলিতে দিনের পর দিন খাদ্যশস্যের আমদানি কমে যাচ্ছে। দাম যা হাঁকা হচ্ছে তা গগনচুম্বী। চোরা বাজারের দাম যোগাতে গিয়ে কোন কোন স্থানে সন্তান বিক্রীর খবরও পাওয়া যাচ্ছে। অনেকে খেতে দিতে না পেরে সঙ্গতিপন্ন লোকদের কাছে পুত্র-কন্যাকে বিলিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। কোন কোন হতভাগ্য আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে পেটের জালা জুড়াবার পথ বেছে নিচ্ছে। আর এই চরম সময়েও এক শ্রেণীর অসাধু খাদ্য ব্যবসায়ী চালের মজুদ বাড়াচ্ছেন। চোরা কারবার চলছে অবাধে। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে চোরাচালানও অব্যাহত। সরকার এই চরম সময়েও নীরব দর্শকমাত্র।

ঃ তাদের কালাবাজারী বেনিয়া বুদ্ধির কাছে সরকারী প্রতিরোধ ব্যবস্থা বানের জলের খড়কুটোর মত ভেসে যাচ্ছে। কণ্ট্রোল ব্যবস্থার ফলে সরকার নানাস্থানে যে সব খাদ্যশস্য আটক করেছেন, সে সবও যথাযথ সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থার অভাবে গুদামেই অবহেলায় পড়ে আছে। এই ভাবে দেশের নানা স্থানে খাদ্য সংকটের যে ভয়াবহ রূপ প্রকট তা কি শেষ পর্যন্ত টেষ্ট রিলিফ, মডিফায়েড রেশন, সরকারী ভুয়া পরিসংখ্যান আর আশার ছলনায় মরুভূমিতে ধারা হারাবে? নিরন্ন ক্ষুধার্তের মুখে আহার্য্য পৌছাবার কোন ব্যবস্থাই কি হবে না? এ প্রশ্নের জবাব আমি দেশবাসীর পক্ষ থেকে খাদ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে পাইনি, তাই চাইছি তাঁর পদত্যাগ।

কথা শেষ করে বিরোধী সদস্য বসে পড়েন। অতঃপর বিশ্রাম সময় হওয়ায় স্পিকার সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। লবিতে বিরোধী সদস্য এবং সরকার পক্ষীয় সদস্যদের মধ্যে নানা

বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকে। মন্ত্রীরা ফিরে আসেন স্ব স্ব চেম্বারে।

বিশ্রাম সময়ের পর আরও তিন জন বিরোধী সদস্যের বক্তব্য পেশের পর খাদ্যমন্ত্রী অমূল্যভূষণ ট্রেজারি বেঞ্চের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌তে থাকেন—

ঃ সরকারের খাদ্য দপ্তর নিজেদের সাধ্যমত খাদ্য সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন। আমরা পরিসংখ্যান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এবছর ৩,১৫, ১২,০০০ টন চাল এবং ১,৯,৫৫,০০ টন গম দেশে উৎপন্ন হয়েছে। এছাড়া বিদেশ থেকে ৩৬,৪০,০০০ মেট্রিকটন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন যথার্থ তথ্যের ওপর ভিত্তি না ক'রে খাদ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে প্রতি বছরই এ সময় খাদ্য সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু এ ধারণা…

ঃ পরিসংখ্যানের কড়চা শুনতে চাই না। দেশবাসী অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে, তাদের বাঁচাবার কোন ব্যবস্থা আপনার ঝোলায় যদি থাকে, তাই বলুন।

জনৈকা বিরোধী সদস্য চিৎকার ক'রে বলতেই সুরু হয়ে যায় বেড়াল ডাক, কুকুর ডাক। স্পিকার হাতুড়ি পিটিয়ে বিরোধী দলকে স্ব পক্ষীয় সদস্যদের শান্ত করতে বলেন। অতঃপর সভা শান্ত হয়। অমূল্যভূষণ আবার বল্‌তে থাকেন—

ঃ কোন কোন স্থানে খাদ্য সমস্যা তীব্র যে হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, আর এ জন্য সরকার সাধ্যমত সকল ব্যবস্থাই…

ঃ বাজে কথা, বাজে কথা, সরকার খাদ্যের কালাবাজারীদের আঁচল ঢাকা দিয়ে রক্ষা করে দেশবাসীর সর্বনাশ করছে। কি তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দিলে নিরীহ মানুষ খাদ্যের বেশী মূল্য চাওয়ায় দোকানিকে ছোরা মারে।

খাদ্যমন্ত্রীকে বাধা দিয়ে জনৈক বিরোধী সদস্য বলেন।

ঃ অর্ডার! অর্ডার! প্লিজ টেক ইওর সিট।

স্পিকার সদস্যটিকে নিরস্ত করেন। খাদ্যমন্ত্রী পুনরায় বলতে থাকেন—

ঃ খাদ্যের জন্য উত্তেজিত হয়ে ছোরা মারাটা নিশ্চয়ই আপনারা সমর্থন করেন না। তবে দেশময় সুরু হবে অরাজকতা।

ঃ খাদ্য-ব্যবসায়ীকে ছোরা মে:র কিছু হবে না জানি, ছোরা মারতে হবে মন্ত্রীদের বুকে।

জনৈক উত্তেজিত বিরোধী সদস্যেব এ মন্তব্যে সরকার পক্ষে যেন ঘৃতাহুতি পড়ে। দু' তিনজন সদস্য তেড়ে মেরে উঠে বলেন—

ঃ কি বল্‌লি? এত বড় বুকের পাটা, আয়, বেরিয়ে আয় বাইরে। দেখে নিচ্ছি।

ঃ স্যার, ওর মন্ত্রীদের ছোবা মাবা উচিত কথাটা অত্যন্ত আপত্তিকর। ওরা কি তবে দেশে অরাজকতা সৃষ্টির তালে আছে?

সরকার পক্ষের সমর্থক সদস্য বলামাত্র স্পিকার সেই সদস্যকে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহাব কবতে অন্যথায় সভা কক্ষ ত্যাগ করতে বলেন। বিরোধী নেতারাও সদস্যটিকে নানাভাবে বুঝিয়ে উক্তি প্রত্যাহার করতে চেষ্টা করেন। স্পিকার বলেন—

ঃ কি, আপান স্ব ইচ্ছায় স· ত্যাগ করবেন না আই অ্যাম টু কল দি মার্শাল?

অতঃপর বিরোধী সদস্যটি দাঁড়িয়ে উঠে বলেন—

ঃ মাননীয় স্পিকারের কথায় আমি আমার মন্তব্য প্রত্যাহার করছি।

সঙ্গে সঙ্গে সরকাব পক্ষে তুমুল জয়োল্লাস সুরু হয়।

ঃ ইয়েস মিষ্টার ফুড মিনিষ্টার, গো অন।

স্পিকারের কথায় খাদ্যমন্ত্রী বল্‌তে থাকেন—

ঃ বিরোধী পক্ষের খাদ্যাভাবে মৃত্যুর যে অভিযোগ তার উত্তরে

জানাচ্ছি যে, ঠিক খাদ্যাভাবে তাদের মৃত্যু হয় নি, দু'জন মারা গিয়েছে অপুষ্টিজনিত রোগে, দু'জন দাস্তবমি হ'য়ে, বাকি দু'জনের পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে তাদের পেটে খাদ্যকণা ছিল!

ঃ তোরা মিথ্যুক, তোরা মিথ্যুক। লায়ার, ফার্ষ্ট ক্লাস লায়ার।

জনৈক বিরোধী সদস্য লাফিয়ে উঠে ট্রেজারি বেঞ্চের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বলেন।

ঃ খবর্দার! মিথ্যুক বলবে না, জীব টেনে খসিয়ে দেব।

জনৈক কংগ্রেস এম, পি-র উক্তি। সঙ্গে সঙ্গে দু পক্ষে সুরু হয় কটু-কাটব্য বর্ষণ। তুমুল চেঁচামেচিতে স্পিকারের হাতুড়ি পেটার শব্দ ও কথা ডুবে যায়। ফলে সভা ভঙ্গ হবার কুড়ি মিনিট আগেই আজকের মত স্পিকার সভা মুলতুবি রেখে চলে যান।

প্রধান মন্ত্রী চেম্বারে ফিরে এসেই খাদ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে ডেকে পাঠান। সঙ্গে সঙ্গে ওরা ছুটে আসেন। আসন গ্রহণ করতে না করতেই প্রধান মন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বলেন—

ঃ খাবার দিয়ে রেপ করার যে অভিযোগ এনেছে ওরা, সে সম্পর্কে আপনার কাছে কোন রিপোর্ট পৌঁছোয় নি?

ঃ না ত! কোন কাগজে বড় হেডিং দিয়ে ত এ বিষয়ে কোন নিউজও বের হয় নি। আচ্ছা, আমি সেক্রেটারীকে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের প্রেস কাটিং সেকশনকে ফোন ক'রে ব্যাপারটা জানতে বলি।

কথা শেষ করেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বেরিয়ে যান ঝড়ের বেগে। প্রধান মন্ত্রী অমূল্যভূষণের দিকে চেয়ে বলেন—

ঃ আপনি আরও দৃঢ়তার সঙ্গে বক্তব্য পেশ করবেন। নইলে ওরা ওদের মুখের মত জবাব না পাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করবে।

ঃ কিন্তু সব মিথ্যাকে সত্যি বলে চালাতে হয় কিনা। এসব করে ত ঠিক অভ্যেস নেই আমার।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একটু পরই ফিরে এসে আসন গ্রহণ করতে করতে বলেন—

: নাঃ, কোন ডেইলি কাগজে-ত' এ রিপোর্ট নেই ; থাকলে এমন খবব কাটিং ডিপার্টমেন্ট না রেখেই পারে না।

: তা হলে কি করবেন ? মাঝখানে কালকের দিন, পরশু এ নিয়ে সংসদে তুলকামাল কাণ্ড হয়ে যেতে পারে।

উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী বলেন।

: আচ্ছা, জায়গাটার কি নাম যেন বলল ওরা ?

অমূল্যভূষণ তাঁর নোট করা কাগজের সিটটা দেখে বলেন—

: রাধাকান্তপুর।

শুনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নীচের ঠোঁটে আঙ্গুলের টোকা মারতে মারতে বলেন—

: রাধাকান্তপুর। রাধাকান্তপুর। আচ্ছা এক কাজ করলে কেমন হয় ?

: বলুন।

জানতে চান প্রধানমন্ত্রী।

: আমরা ষ্টেটের হোম সেক্রেটারীকে অয়ারলেস-এ মেসেজ পাঠাই, যে কোন উপায়েই হোক না কেন ঐ মেয়েটির মা, বাবা বা যে অভিভাবক আছে,তাকে দিয়ে একটা রিটন ষ্টেটমেণ্ট সংগ্রহ করুক। যাতে বলা থাকবে যে খাদ্যের বিনিময়ে মেয়েটিকে 'রেপ' করেনি এমনি বলপূর্বক ধরে নিয়ে রেপ করেছে।

: এমন মাথা না হলে হোম ডিপার্টমেন্ট চালাতে পারা যায়। খুব ভাল হয়। রিয়েলি, ইট উইল বি এ ভাইটাল ডকুমেণ্ট ফর আওরার ডিফেন্স। ওদের তবে একেবারে জোঁকের মুখে নূন ছোঁড়ার মত জব্দ করা যায়।

: তা হ'লে তাই করা যাক, কি বলেন মিঃ ফুড মিনিষ্টার ?

: আপনারা মন্ত্রী হিসেবে আমার সিনিয়ার আর পার্লামেন্টে-

রিয়ান হিসাবেও, তাই কার জবাব কেমন হওয়া উচিত তা আমার চেয়ে আপনারাই ভাল বুঝবেন। যা ভাল মনে করেন, তাই করুন।

ঃ তা হ'লে আমি সেই ব্যবস্থাই করিগে, কেমন ?

প্রধানমন্ত্রার দিকে চেয়ে বলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।

ঃ অফকোর্স !

বলেন প্রধানমন্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বেরিয়ে যান।

এদিকে বিরোধী সেই দলের সদস্যদের মধ্যেও বৈঠক বসেছে বিশ্রাম কক্ষের এককোণে। যে দলের সদস্য এই গুরুতর অভিযোগ সংসদে পেশ ক'রেছে তার দলপতি বলেন—

ঃ চাবুকটা মেরেছেন ভালই কিন্তু ওরা যদি পুলিশ দিয়ে ভয় দেখিয়ে জোর ক'রে ষ্টেটমেণ্ট করিয়ে আনে তবেই চাবুকেব আঘাতে মলমের প্রলেপ বুলানো হয়ে যাবে।

ঃ তা হ'লে দাদা, এক কাজ করি, আমাদের ওখানকার ডিষ্ট্রিক্ট ইউনিটকে সতর্ক করে দিই যাতে ওরা এমন কিছু না করতে পারে তার ব্যবস্থা করার জন্য।

ঃ যদি তারা সব ম্যানেজ না ক'রে উঠতে পারে তা হলে কিন্তু সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে। একটা চিঠির উপর ভরসা করে ব্যাপারটা ছুঁড়েছ, যদি আদপেই কিছু না হ'য়ে থাকে ও রকম—বা গুজবের ওপর 'বেস' করে খবরটা দিয়ে থাকে, তবে কি হবে ?

ঃ তা হ'লে বলুন, কি করা যায়, কি করলে আমরা আপার হ্যাণ্ড নিতে পারি ?

ঃ আমি বলি কি তোমার নির্বাচন এলাকা যখন, তখন তুমি নিজেই চলে যাও। সরেজমিনে সব দেখে শুনে যা ভাল বোঝ করে একেবারে তৈরী হ'য়ে এসো। ধর যদি এখনই ষ্টার্ট কর, কখন পৌঁছবে ?

ঃ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় গাড়ীতে উঠলে ভোর পাঁচটায় ট্রেন

থেকে নামতে হবে। তারপর ধরুন না কেন ছটায় ফার্ষ্ট বাসে চেপে এক ঘণ্টার মধ্যে গ্রামটায় পৌঁছে যাব।

ঃ তা হ'লে তাই কর। তুমি চলে গেলে ভাই আমরা নিশ্চিন্তে রবিবারটা কাল এন্‌জয় করতে পারব।

ঃ বেশ, তা হ'লে তাই করা যাক। আপনারা বসুন, আমি চলে যাই, গুছিয়ে গাছিয়ে নিই গে, কেমন ?

ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ আর দেরী নয়, শুভস্য শীঘ্রম্।

নেতার কথায় সদস্যটি বেরিয়ে যান।

বিশিষ্ট দৈনিক সংবাদ পত্র 'নবভারত'-এর বার্তা সম্পাদক অফিসে এসেই টেলিফোন তুলে চীফ রিপোর্টারকে ফোন করলেন রিপোর্টারস রুম-এ—

ঃ আচ্ছা, আজ পার্লামেণ্টে অনাস্থার ব্যাপারে কোন বিশেষ খবর আছে নাকি ?

প্রধান প্রতিবেদক রিসিভারে মুখ নিয়ে বলেন—

ঃ এখনও এসে পৌঁছয় নি। আমিও পার্লামেণ্ট রিপোর্টের জন্যই উদগ্রীব হ'য়ে আছি।

নিউজ এডিটর বলেন—

ঃ নিউজ আসামাত্র আমায় জানাবেন, কোন বিশেষ নিউজ যদি থেকে থাকে, কেমন ? টেলিফোন রাখতে রাখতেই জনৈক দর্শনার্থীর কার্ড নিয়ে বেয়ারা ঘরে ঢোকে। নিউজ এডিটর কার্ডটা হাতে নিয়ে তাতে চোখ বুলায়—

ঃ শ্রীরণেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, ডি লিট, আচ্ছা আসতে বল।

বেয়ারা বেরিয়ে যায়। নিউজ এডিটর পাশের টেবিল বক্স থেকে টেলি প্রিণ্টারের কয়েকটা খবর নিয়ে তাতে দ্রুত চোখ ফেলতে থাকেন। একটু পরই বেশ ভারিক্কি চেহারার এক ভদ্রলোক ঘরে

ঢোকেন। বোগলে ফাইল, কাঁধে চাদর। ফাইল সমেত হাত তুলে নমস্কার করেন নিউজ এডিটারকে।

: নমস্কার। বসুন।

প্রতি নমস্কার করেন নিউজ এডিটর।

: বলুন, আপনার জন্য···

: আমি এসেছি প্রফেসরস গিল্ড থেকে আপনাকে রিকোয়েষ্ট করতে, যাতে শিক্ষাজগৎ সম্পর্কিত সংবাদ আর একটু বেশী ছাপা হয়।

: ছেপে লাভ কি বলুন, শিক্ষার ক্ষেত্রে যে আনাচার চলেছে, তার দ্বারাই জনসাধারণের মন বিক্ষিপ্ত।

: কিন্তু এটা সব ক্ষেত্রেই যে ঠিক, তা নাও ত' হতে পারে। যদি সে-রকম কিছু ঘটে থাকে, তা সংশোধন করার ভার ত' সংবাদপত্রের ওপরই। সেইজন্যেই শিক্ষা বিষয়ে বেশী আলোচনা হওয়া উচিত বলে আমরা মনে কবি। শিক্ষা সম্পর্কে পাঠকদের মনে যদি অনাগ্রহ থাকে, তা দুর কবার দায়িত্বও ত' সংবাদ পত্রেরই।

: না, মশায়, আমাদের বড্ড স্থানাভাব। জানেন ত' সরকার থেকে নিউজপ্রিণ্ট ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে ফরেন মানিব স্ক্যারসিটির জন্য।

: কিন্তু তা সত্বেও ত' সিনেমা-থিয়েটার নিয়ে দু'দুদিন পেজ করছেন আপনারা।

: ও-ও, আপনি আমাদের সমালোচনা করতে এসেছেন। তবে শুনুন, সংবাদপত্র অপরের সমালোচনা করলেও নিজের সমালোচনা শুনতে অভ্যস্ত নয়।

: না-না, ব্যাপারটা আপনি অন্যভাবে নেবেন না।

: যে ভাবেই নিই না কেন. আপনি এখন আসতে পারেন।

: ও, আচ্ছা, নমস্কার।

অধ্যাপক ভদ্রলোক প্রস্থান করেন। অপমানে লাল হয়ে

ওঠে ওর চোখ-মুখ। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢোকে ছিম্‌ছাম চেহারার একটি মেয়ে। দেহে আধুনিকাব অনুরূপ পোষাক, চোখে-মুখে সপ্রতিভতা। নিউজ এডিটরেব টেবিলের সামনে আসতেই চোখ তুলে তাকে দেখে মিষ্টি একটু হেসে বলেন—

ঃ ও, আপনি ? বস্থন ! বস্থন।

ঃ থ্যাঙ্কস।

স্থন্দর করে বলে তরুণী আসন গ্রহণ করে। আবাব বলে—

ঃ আপনি বলেছিলেন না রাইট আপ-এর সঙ্গে ফটো দিলে ভাল হয়।

ঃ ও হ্যাঁ, বলেছিলাম বটে।

ঃ তাই ফটোটা এনেছি।

বলতে বলতে তরুণী হাতের বড় আকারের ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা খাম বেব করে। তারপর সেই খাম থেকে বের করে একটা প্রমাণ সাইজের ফটো।

ঃ দেখি আপনার ফটো-ফেস কেমন ? এখন যদিও এ্যামেচারে করছেন কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ত' সিলভার স্ক্রিন, নাকি বলেন।

বলতে বলতে নিউজ এডিটব হাত বাড়িয়ে আগ্রহ ভরে ফটোটা নেয়। তরুণী হেসে বলে—

ঃ কি যে বলেন, আমাদেব কি আর চান্স দেবে সিনেমায়।

ঃ বাঃ চমৎকার এ্যাপিল আপনার মুখে। কি বললেন, চান্স দেবে না ? কেন দেবে না ?

ঃ মানে আপনাদের ব্যাকিং না পেলে কি······চান্স পাব আমরা ?

ঃ ব্যাকিং যাতে পান সে ব্যবস্থা আমি ক'রে দেব।

বলেই টেবিলের ইলেকট্রিক বেল টিপে দেন। একটু পরেই স্টেজ এণ্ড স্ক্রিন এডিটার এসে হাজির হয়। তাকে দেখে নিউজ এডিটর বলেন—

ঃ এই যে অবোধ বাবু, এই ভদ্রমহিলার রাইটআপটা কালকের পেজ-এ থাকছে ত' ?

ঃ আজ্ঞে, একেবারেই এ্যামেচার, মাত্র পাড়ার দু'তিনটে নাটকে অভিনয় করেছেন।

শুনে তরুণীর মুখ বিবর্ণ হয়। তা অপাঙ্গে দেখে নিয়ে নিউজ এডিটর বলে—

ঃ আহা লাফ দিয়ে কি সিঁড়ির শেষ ধাপে ওঠা যায়। আজকের নাম করা অভিনেত্রী বহ্নিশিখা, বিচিত্রা এরা পাঁচ বছর আগে কি ছিল ?

ঃ আজ্ঞে তা ঠিক। আজকের বস্তিবাড়ীর পঁদি, কালই হয়ে যাবে হয়ত পদ্মাবতী।

ঃ তবে ? যাও, বেশ ভাল করে রাইটআপটা ছেপে দিও, তা ছাড়া এই যে এর ফটো, এটা এখনই প্রসেস ডিপার্টমেণ্টে পাঠিয়ে দাও।

ঃ আচ্ছা স্যার।

বলে ফটোটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায় সিনেমা এণ্ড ষ্টেজ এডিটর। নিউজ এডিটর মেয়েটির দিকে চেয়ে বলেন—

ঃ মাঝে মাঝে ওদের চেম্বারে আসবেন, গল্পগুজব হাসিঠাট্টা করবেন, তবে ত' ওরা আপনার রাইট-আপ ছাপার ব্যাপারে ইনস্পিরেসন পাবে ?

ঃ তবে আজই কি ওদের চেম্বারে দেখা করে যাব ?

সাগ্রহে জানতে চায় তরুণী।

ঃ ক্ষতি কি।

বলে নিউজ এডিটর।

ঃ আমি তবে এখন যাই।

ঃ না-না, এত তাড়া কিসের, কফি খেয়ে যান।

বলে নিউজ এডিটর কলিং বেল বাজালেন। সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারা ছুটে এলো।

ঃ জলদি দু'কাপ কফি দাও।

ঃ জে আজ্ঞে স্যার।

বলে বেয়ারা বেরিয়ে গেল। এমন সময় চীফ রিপোর্টারের ঘর থেকে একটা সোরগোল ভেসে এলো।···সে সোরগোল ছাপিয়ে দু'একটি উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল—

ঃ দাদা আমায় দিন, দাদা আজ আমায় দিন। উৎকর্ণ হয়ে শুনে নিউজ এডিটর ইলেকট্রিক বেল টিপলেন। একটু পরে চীফ রিপোর্টার ছুটে এলেন।

ঃ কি ব্যাপার, এত চেঁচামেচি কেন?

ঃ রোজ যা হয় তাই, ইউসিস কন্সাল জেনারেল আর ফুড মার্চেণ্ট এ্যাসোশিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার ককটেল পার্টির কটা ইনভিটেশন কার্ড এসেছে, তাই নিয়ে রিপোর্টার ছোঁড়ারা কাড়াকাড়ি করছে।

ঃ ওদের সবাই কি ককটেল-এ যায় নাকি?

ঃ অধিকাংশই।

ঃ তবে ফোন করে আরও কটা কার্ড আনিয়ে দিন না ওদের। ওতেই যদি কাজে উৎসাহ পায়, পাক না।

ঃ উৎসাহই ত শুধু পায় না, মাঝে মাঝে ওরা মাতাল হয়ে ফেরে, তখন বিশ্রী কাণ্ড ঘটে।

ঠিক এমন সময়ই পার্লামেণ্ট-এর স্পেশাল রিপোর্টার হাতে নোটবুক সহ হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকে।

ঃ কি ব্যাপার, এনি ইম্পর্ট্যাণ্ট ইভেণ্ট?

জানতে চান নিউজ এডিটর।

ঃ সংঘাতিক ইম্পর্ট্যাণ্ট স্যার—মাত্র এক থালা ভাতের বিনিময়ে রেপ।

ঃ বল কি! কোথায়?

ঃ রাধাকান্তপুরে স্যার, তাও আবার হিন্দু মেয়ের ওপর মহম্ম্যাডান রেপ করেছে স্যার; এমনি একটা গরম ব্যাপার যে···

ঃ আগে জানালে না কেন ফোনে, তবে স্পটে ফটোগ্রাফার পাঠাতাম। যদি ছবি সহ নিউজটা ব্যানার হেডিং দিয়ে ফ্রন্ট পেজ-এ ছাপা যেত তবে কাল কম করেও হাজার কুড়ি বাড়তি সেল, ঠেকায় কে ?

ঃ তা হ'ত স্যার, কিন্তু পি, এম, পরশু সোমবার এ নিয়ে পার্লামেন্টে বিবৃতি দেবেন, তার আগে বেশী হৈচৈ করবেন কি? বিশেষ করে আমাদের ওনার-এডিটর যখন নেকস্ট ইলেকশনের জন্য স্পটেড হয়ে আছেন।

ঃ হুঁ, এটাও একটা ভাবার মত কথা বটে। না কি বলেন আপনি।

চীফ রিপোর্টারের দিকে চেয়ে বলেন নিউজ এডিটর।

ঃ হ্যাঁ, সেটাও ভাববার কথা।

ঃ তবে থাক ছবি। পার্লামেণ্ট নিউজ-এর মধ্যে বক্স করে হেডিং দাও 'ক্ষুধার অন্নের বিনিময়ে বলাৎকাব-খাদ্য সমস্যাব চরম সংকট।' কি বলেন আপনি ?

ঃ বেশ, তাই দেওয়া হ'ক।

চীফ রিপোর্টার বলেন। অতঃপর স্পেশাল রিপোর্টার সহ তিনি বেরিয়ে যান চেম্বার থেকে। এমন সময় বেয়ারা কফি নিয়ে এসে টেবিলে রাখে। নিউজ এডিটর তরুণীকে বলে—

ঃ নিন, কফি খান।

রসুলপুর থানার বড় দারোগাকে রাত্রির ডিউটির ছোট দারোগা ঘুম ভাঙ্গিয়ে ডেকে তুলল এস, পি,র কাছ থেকে স্পেশাল মেসেঞ্জার আসামাত্র। কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় চোখ রগড়াতে রগড়াতে কোয়ার্টার থেকে থানায় এলেন বড় বাবু। নিজের চেয়ারে বসে চশমা লাগিয়ে মেসেজটা চোখের সামনে ধরে পড়ে গেলেন। দেখলেন যে এস, পি লিখেছেন আই, জি, স্পেশাল অয়ারলেস

মেসেজ-এ জানিয়েছেন, যত রাতেই মেসেজ পৌছাক না কেন সঙ্গে সঙ্গে যেন রাধাকান্তপুরে গিয়ে যে মেয়েটিকে ভাত খেতে দিয়ে রেপ করা হয়েছে, তার বাবার সঙ্গে দেখা করা হয় এবং সম্ভব হ'লে যদি থানায় ডায়েরি করা না হ'য়ে থাকে, তবে যেন তার একটা ষ্টেটমেণ্ট নেওয়া হয় যে, খাদ্যের লোভ দেখিয়ে রেপ করা হয়নি, এমনি জোর করে রেপ করা হয়েছে।

মেসেজটা পড়েই বড় বাবু ছোট বাবুর দিকে চেয়ে বললেন—

: গত জন্মে কত পাপ করলে যে এ জন্মে দারোগ-গিরি করতে হয়, তাই ভাবি। মশায়, সবেমাত্র চোখের পাতা এক করেছিলাম। নাও এবার কোথায় সেই ধে-ধেবরা গোবিন্দপুরে রাধাকান্তপুর, ছোট সেখানে।

: সত্যি কথাই বলেছেন, পাপ না করলে দারোগা হয় না।

: দরোয়াজা ?

: হুজুর !

: জীপ ড্রাইভারকে কোয়ার্টার থেকে ডেকে আন শিগ্‌গীর।

: জি !

: বল, এখনই বেরুতে হবে। কালকের খবরের কাগজ এসে গেলে আর কাজ সারা যাবে না। যা-ই দেখি, ধরাচূঁড়া পরে আসি।

বলে কোয়ার্টারের দিকে চলে গেলেন বড় বাবু। তিনি চলে গেলে ছোট বাবু চিঠিটা খুলে বেশ ভাল ক'রে মনযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন।

আসপাশের গাঁগুলোর কুকুরদের সচকিত করে, হেডলাইটের চোখ দিয়ে পথ দেখে হু-হু করে ছুটে চলেছে পুলিশের জীপ গাড়িটা। পথের দু' পাশের বাড়ীগুলোর অনেকের ঘুমও ভেঙ্গে যাচ্ছে মাঝে মাঝেই অকারণ তীব্র সিটির শব্দে। নিজের ঘুম ভেঙ্গে যাবার

ক্ষোভটা বোধহয় জীপ ড্রাইভার এই ভাবে অন্যের ঘুম ভাঙ্গিয়ে পুষিয়ে নিচ্ছে।

রাধাকান্তপুরের কালীতলায় অশ্বথ গাছের পাশ দিয়ে যখন গ্রামের মধ্যে ঢুকছিল জীপ, তখন বড় দারোগা হাতের রেডিয়াম ডায়েলের ঘড়িতে চোখ ফেলে দেখলেন রাত বাজে ৩টা। ড্রাইভারকে বললেন—

: প্রথমে চৌকিদারের বাড়িতেই চল।

: আচ্ছা স্যার!

: তুমি চেন চৌকিদারের বাড়ী?

: হ্যাঁ স্যার, গেল বছর জমি নিয়ে যখন (কাজিয়া) হয়, তখন এসেছিলাম ছোট বাবুর সঙ্গে।

কথা বলতে বলতেই জীপ এসে থামে চৌকিদারের বাড়ীর সামনে। শেষ রাতের ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় বাস্তুকুকুরগুলো তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে—

: ঘেঁউ, ঘেঁউ—ঘেউ—উ—উ···ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক, ঘেঁউ-উ-উ—

কুকুরের চেঁচামেচিতেই চৌকিদারের ঘুম ভেঙ্গে যায়। দোর খুলে বারান্দায় বেরিয়ে চেঁচিয়ে বলে—

: কে, কে গাড়িতে?

: দারোগা বাবু এসেছেন।

উত্তরে বলে জীপ ড্রাইভার। শুনে পড়ি কি মরি করে জীপের কাছে ছুটে আসে চৌকিদার। আভূমি নত হ'য়ে নমস্কার করে।

: শোন, তোমাদের গ্রামের কার মেয়েকে নাকি এক মুসলমান ভাতের লোভ দেখিয়ে বলাৎকার করেছে?

: আজ্ঞে হুজুর।

শোনামাত্র খেঁকিয়ে ওঠেন বড়বাবু—

: আজ্ঞে হুজুর! তা, থানায় রিপোর্ট করনি কেন?

: অপরাধ মাপ করবেন হুজুর। চারদিকে ধান-চাল বাড়ন্ত।

গ্রাম, গঞ্জ ক্ষুধার তরাসে হায় হায়করছে। হুজুর বোঝেনই ত'; আমার অবস্থাও তেমন ভাল নয়। তাই ইস্ত্রি আর ছেলে পুলেরে শ্বশুর বাড়ি দিয়ে এলাম।

ঃ যা করেছ করেছ, তা ব্যাপারটা কি হয়েছিল, শুনেছ সব? তোমার কাছে 'রিপোর্ট করেনি ত?

ঃ আজ্ঞে না হুজুর। শেষ পর্যন্ত গ্রামের শালিসীর কাছে নাকে খত দিইয়ে নাকি ব্যাপারটা মিটিয়ে নিয়েছে।

ঃ মাগীটার বাপ কেমন লোক?

ঃ সে হুজুর মাটির মানুষ। তবে না খেতে পেয়ে পেয়ে প্রায় চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

ঃ ওর একটা ষ্টেটমেণ্ট নিতে হবে। পোষাক আর তকমা নিয়ে এখুনই চলে এসো জীপে।

ঃ এই আসতিছি হুজুর।

বলে চৌকিদাব ছুটে ঘরে যায়। পরক্ষণেই নেভি ব্লু রঙের জামা ও তকমা আঁটা বেল্টটা নিয়ে ছুটে আসে। জীপে উঠতেই জীপ চলতে থাকে।

চৌকিদারের হাঁক ডাকে না খেতে পেয়ে কঙ্কালসার দেহ নিয়ে মেটে ঘরের কপাট খুলে বেরিয়ে আসে মদন দাস। চৌকিদারের হাতের হারিকেনের আলোতে সামনেই পোষাক পরা দারোগাকে দেখে মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করে। দারোগা বলেন—

ঃ তোমার মেয়ের ওপর নাকি অত্যাচার হয়েছে?

ঃ এজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

ঃ মিথ্যে কথা!

জমিতে জুতো ঠুকে ধমকে বলেন দারোগা।

ঃ হুজুর, এই নাক মুড়ছি কান মুড়ছি। জীবনে কখনও মিথ্যে বলিনি। হুজুরের সাক্ষেতেও বলব না।

ঃ স্বভাব চরিত্র কেমন মেয়েটার ?

ঃ নিজের মেয়ের কথা নিজ মুখে আর কি বলব। সারা গেরামের লোক অরে বলে লক্ষ্মী মেইয়ে।

ঃ কোথায় তোমার মেয়ে, ডাকো দেখি।

মদন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। একবার পেছন ফিরে জানালা দিয়ে উঁকি মারা শতচ্ছিন্ন শাড়ীতে আব্রু রক্ষায় ব্যস্ত স্ত্রীর দিকে তাকায়।

ঃ কি হ'ল ? কথা কানে যাচ্ছে না ? মেয়েকে আন আমার সামনে ! তার মুখ থেকেই সব শুনব।

কথা ত' নয় হুঙ্কার ছাড়েন যেন বড় দারোগা। এ হুঙ্কার শুনে জানালার আড়ালে একটি নারী ক্ষীণ কণ্ঠে কেঁদে ওঠে। সে কান্না শুনে শীর্ণকায় মদন দাসও সোচ্ছ্বাস কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

ঃ আরে, এ ত ভাল জ্বালা ! মেয়েকে আনবে, তা অমন কান্নার কি আছে ? দেখ, যদি মিথ্যে ক'রে বল তবে এখানেই গর্ত্ত খুঁড়ে জ্যান্ত পুতে ফেলব, বলে দিচ্ছি !

ঃ হুজুর, জীবনে মিথ্যে বলিনি। আজও বলব নি। আজ সন্ধ্যার পর থেকে মেইয়েটারে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে নি। কি বলব দারোগা বাবু, আপনি মা-বাপ, আমার কলিজেটার মধ্যে যে কি হচ্ছে, তা কথায় কইতে পারছি না।

ঃ বুঝেছি, মেয়েটার স্বভাব চরিত্রই তবে খারাপ। ঠিক ঠিক বল, ঐ মুসলমান ছোড়াটার সঙ্গে তোমার মেয়ের কোন লটঘট ছিল না ত ?

ঃ ধম্মতঃ বলছি হুজুর, মেয়ে আমার তেমন মেয়ে নয়। কিন্তু কি যে হ'ল, সাত দিন পেটে একটু দানা পড়ে নি। তার মধ্যেই ছাগলটারে টানতি টানতি ঐ বাঁশবনের দিকে নে গেছিল। সেখানেই দেখা মুজিবরের সাথে। তারপর ভাত দেবে বলে লোভ দেখিয়ে···

আর বলতে পারে না। কান্না যেন ডেলা পাকিয়ে উঠে মদন দাসের টুটি টিপে ধরে।

ঃ থাক্ থাক, যা হবার হ'য়েছে পুরোণো কাসুন্দি ঘেটে লাভ নেই। কিন্তু তোমার মেয়ে যদি সতী সাবিত্রীই হবে, তবে সারারাত কোথায় গিয়ে থাকে ?

ঃ সবই কপাল হুজুর, সবই কপাল !

বলতে বলতে কপালে করাঘাত করে মদন। এই অবসরে দারোগাবাবু পকেট থেকে একটা কাগজ বের করেন। তারপর মুখ তুলে সম্মুখে দাঁড়ানো জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসাব মানুষটির দিকে তাকায়, মনেব মায়া সমুদ্রে যেন মানবিক ঢেউ দোল দিয়ে যায়। কিন্তু সে মুহূর্ত-মাত্র। তারপরই কর্তব্যের খাতিরে নিজেকে সামলে নিয়ে বুক পকেটের ঝরনা কলমটা খুলতে খুলতে সুধান—

ঃ তুমি লেখা পড়া জান ?

ঃ না হুজুব, মার্তক নাম সইটা কোনরকমে করতি পারি।

ঃ বেশ, ওতেই হবে। এই কাগজটার নীচে সই করে দাও।

বলে হাতের ফাইলটাব ওপর কাগজটা বাড়িয়ে ধরেন দারোগা। হুজুরের কথায় সবলতার প্রতিমূর্তি মদন সরল বিশ্বাসে তাতে সই করে দেয়। আঁকাবাঁকা হাতে কোনক্রমে লেখা সইটা দেখে নিয়ে বড় দারোগা বলেন—

ঃ আর শোন, কালও যদি মেয়ে না ফেরে, তবে চৌকিদারকে রিপোর্ট করো, কেমন।

ঃ আজ্ঞে হুজুব।

ঃ চল চৌকিদার, যাবার পথে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রেসিডেণ্টের একটা সই নিয়ে যাই।

ঃ আজ্ঞে হুজুব।

ওরা সবাই গিয়ে জীপে উঠলে গীয়ার গর্জে উঠে যানটাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলে।...

আজ সোমবার। সারা দেশের প্রায় সব প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর

সংবাদপত্রেই বক্স নিউজ বেরিয়েছে—"আজ খাদ্যের বিনিময়ে বলাৎকারের অভিযোগের বিষয়ে প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি।"

শুধুমাত্র সংসদ ভবনেই নয়, সারা এলাকায় কাতারে কাতারে মানুষ আসছে। চারদিকে বিরোধী পক্ষের নেতাদের নিয়ে নানা কথা, সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে নানা মন্তব্য। পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে.

যথা সময়ে উত্তেজিত বিরোধী সদস্যরা সংসদে প্রবেশ করলেন। সবার মুখেই একটা চাপা উত্তেজনা।

দর্শক গ্যালারীতে তিল ধারণের স্থান নেই। সরকার পক্ষের সদস্যরাও একে একে সংসদে এসে গেলেন। প্রধানমন্ত্রীর চেম্বারে মন্ত্রীদের শেষ বারের মত শলা পরামর্শ শেষ হ'ল। তাঁদের মুখে চোখে বেশ একটা চাপা আনন্দের ঔজ্জ্বল্য। নির্দিষ্ট সময়ের মিনিট দুই আগে ট্রেজারি বেঞ্চের আসনগুলি পূর্ণ হ'ল মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে।

ওদিকে বিরোধী সদস্যদের চোখে মুখেও এক হাত লড়ে নেবার সঙ্কল্প জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

প্রেস গ্যালারির একটি আসনও খালি পড়ে নেই। সেখানেও বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্টারদের মধ্যে মৃদু উত্তেজনা।

মার্শাল আজ তটস্থ। সভার বাইরে বিশেষ পুলিশ ব্যাচ তাঁর হুকুমের প্রতীক্ষায়।

এক কথায় সব মহলেই যেন একটা কি হয় কি হয় ভাব।

ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় 'মেজ' বাহকের পেছু পেছু সভায় ঢুকলেন মাননীয় স্পিকার। সদস্যগণ আসন ত্যাগে উঠে দাঁড়ালেন। স্পিকার আসন গ্রহণ করার পর সমুপস্থিত সকলে বসে পড়লেন।

স্পিকার প্রথমেই প্রধান মন্ত্রীর দিকে চেয়ে বললে—

ঃ আই থিঙ্ক পি. এম. ইজ রেডি উইথ হিজ প্রমিসড স্টেটমেণ্ট।

ঃ ও, ইয়েস।

স্পিকার প্রধান মন্ত্রীর উত্তর শুনে বিরোধী সদস্যদের দিকে চেয়ে বলনে—

ঃ আপনারা কি খাদ্যমন্ত্রীর বক্তব্য আগে শুনবেন না প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি ?

ঃ আমরা আগে প্রধান মন্ত্রীব বিবৃতি শুনতেই চাই। কেননা যে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে খাদ্যসমস্যার ভয়াবহ অবস্থার দরুন, এ একটা জাতীয় জরুবী বিষয়।

কথা শেষ ক'রে বিবোধী দলনেতা বসে পড়েন। অতঃপর স্পিকার প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর বিবৃতি পেশ করতে আহ্বান জানালেন।

প্রধানমন্ত্রী সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাতের কাগজপত্র নিয়ে উঠে দাঁড়ানোমাত্র বিরোধী সদস্যদের একজন মন্তব্য ছুঁড়ে মারেন—

ঃ মিথ্যাব জাহাজ !

সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস পক্ষের জনৈক সদস্য সক্রোধে জবাব দেন তার দিকে চেয়ে—

ঃ তোমাদেব থোতা মুখ ভোঁতা করে দেব।

ঃ অর্ডাব ! অর্ডার !

হাতুড়ি পেটেন স্পিকার। প্রধানমন্ত্রী অতঃপর বল্‌তে থাকেন—

ঃ মাননীয় বিবোধী সদস্যরা যে অনাস্থা-প্রস্তাব সংসদে এনেছেন খাদ্যমন্ত্রীব বিরুদ্ধে, সেই অনাস্থা প্রস্তাবকে ধারালো করার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, আমি কিছুতেই তার প্রশংসা করতে পারছি না।

ঃ শেম্‌ ! শেম্‌ !

কংগ্রেস পক্ষীয় সদস্যদের চিৎকার। কিন্তু বিরোধী সদস্যদেব আসনগুলি শান্ত, স্থির। প্রধানমন্ত্রী বল্‌তে থাকেন—

ঃ যে গুরুতব অভিযোগ বিরোধীপক্ষ থেকে আনা হয়েছে, বাস্তবে সেরূপ ঘটনা ঘটলে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক সন্দেহ নাই···

ঃ ঘটেছে, ঘটেছে।

বিরোধী পক্ষের কোন এক সদস্যের মন্তব্য। স্পিকার হাতুড়ি পেটেন। বলেন—

ঃ অর্ডার! অর্ডার।

প্রধানমন্ত্রী বলতে থাকেন—

ঃ কিন্তু আমরা যে সংবাদ সংগ্রহ করেছি, তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে বিরোধী সদস্য ঐ রকম একটা কল্পিত কাহিনী সভায় বিবৃত করে খাদ্য সমস্যা যতটা তীব্র নয়, তার চেয়েও বেশী গুরুত্ব আরোপের চেষ্টা করেছেন।

ঃ শেম্! শেম্।

কংগ্রেস পক্ষের কিছু সদস্যের সচিৎকার মন্তব্য। বিরোধী পক্ষ নিস্তরঙ্গ। স্পিকার মনে মনে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন বিরোধী পক্ষের এই অবিজ্ঞচিত আচরণে। ট্রেজারি বেঞ্চে উপবিষ্টরা চাপা উল্লাসে হন উল্লসিত। প্রধানমন্ত্রী আবার বল্‌তে থাকেন—

ঃ আমি এই সভার মাননীয় সদস্যবৃন্দের সামনে এমন একটি বিবৃতি পাঠ করছি, যে বিবৃতিটি দিয়েছেন খাদ্যের বিনিময়ে যে মেয়েটির উপর অত্যাচার করার অভিযোগ উঠেছে, তার পিতা।

ঃ মিথ্যা! মিথ্যা! বাটপাড়ি! বাটপাড়ি!

বিরোধী আসন থেকে একজন চেঁচিয়ে বলতে দলনেতা তাঁকে নিরস্ত হ'তে ইশারা করেন। স্পিকার ভাবেন যে, আলোচনার টেম্পো রাখার জন্যই বোধ হয় ঐ সদস্য ওরূপ আচরণ করেছেন, নতুবা দলনেতা কেন তাঁকে থামিয়ে দেবেন? প্রধানমন্ত্রী বলে যান—

ঃ রাধাকান্তপুর গ্রামের মদন দাস নিজের স্বাক্ষরিত যে বিবৃতি দিয়েছেন, সেটা আমি সভার সম্মুখে প্রথমে পাঠ করছি, তারপর মাননীয় স্পিকার মহোদয়ের কাছে তা পেশ করব। শ্রীমদন দাস তাঁর বিবৃতিতে লিখেছেন—

'আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী আমার জ্ঞান, বুদ্ধি এবং বিবেচনা মত এই বিবৃতি দিতেছি। এ বিষয়ে আমি কাহারও দ্বারা প্রভাবিত হই

নাই। আমার কন্যা শ্রীমতী মলিনা দাসীর স্বভাব চরিত্র কিছুদিন হয় বিগড়াইয়া গিয়াছে। তাহাকে আর আমার বশে রাখিতে পারিতেছি না। এমন কি আজ যখন গভীর রাত্রিতে দারোগাবাবু চৌকিদারসহ ঘটনার তদন্তে আসেন, তখনও আমার কন্যা গৃহে ছিল না। তাই আমি অনুমান করি যে উক্ত মুজিবর শেখের সহিত আমার কন্যার অবৈধ সম্বন্ধ থাকিতে পারে। সে তাহার সুযোগ লইয়াই আমার কন্যার উপর অত্যাচার করিয়াছে—এই অত্যাচারের সহিত খাদ্য সমস্যার কোনই সংস্রব নাই। ইতি—

শ্রীমদন দাস।"

প্রধানমন্ত্রীর পাঠ শেষ হতে না হতেই কংগ্রেস পক্ষের সদস্যগণ প্রবলভাবে উল্লাস প্রকাশ করেন ও টেবিল চাপড়াতে থাকেন। একজন মন্তব্য ছুঁড়ে দেন—

: শেষ পর্য্যন্ত নষ্টা মেয়েব দালালিতে নামলি তোরা ?

: চুপ কর, চুপ কর। ঘুষি মেরে দাঁত ভেঙ্গে দেব।

জনৈক বিরোধী সদস্য নিজেকে আর সংযত রাখা দায় হয়ে উঠলে ক্রুদ্ধস্বরে বলেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিবৃতি শেষ করতে গিয়ে বলেন—

: সুতরাং মাননীয় সদস্যবৃন্দ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে পূর্ব দিন এ বিষয় যে তথ্য মাননীয় বিরোধী সদস্যের দ্বারা সভায় পেশ করা হয়েছে তা রীতিমত মি.........

: স্পিকাব স্যার, আমি মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছি, এ অপবাদ কখনই মাথা পেতে নিতে পারি না।

প্রধানমন্ত্রীর কথা মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে লাফিয়ে উঠে বলেন সেই বিরোধী সদস্য। এতক্ষণে তুমুল করতালি ধ্বনিতে তাঁকে উৎসাহিত করেন বিরোধী সদস্যগণ। স্পিকার যেন উভয় সঙ্কটে পড়েন। মনে মনে ভাবেন সংসদ ভবনে কোন রসোত্তীর্ণ নাটকের কোন গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের ক্লাইমেক্স ও এ্যান্টি ক্লাইমেক্স-এর খেলা চলছে নাকি? তিনি প্রধান মন্ত্রীর দিকে চেয়ে বলেন—

: মিঃ প্রাইম মিনিষ্টার, প্লিজ টেক ইওর সিট।

অতঃপর সেই বিরোধী সদস্যের দিকে চেয়ে বলেন—

: ইয়েস, ইউ গো অন।

সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস পক্ষ থেকে প্রবল ডেক্স বাদ্য সহ চিৎকার সুরু হয়ে যায়।

: না, না, মিথ্যাবাদিকে বলতে দেওয়া হবে না।

: অর্ডার। অর্ডার।

হাতুড়ি পেটেন স্পিকার। বাধাদানকারী সদস্যদের দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—

: নো নয়েজ, লেট হিম স্পিক!

বিরোধী আসন থেকে করতালি দিয়ে স্পিকারকে অভিনন্দিত করা হয়। বিরোধী সদস্য প্রধান মন্ত্রীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন—

: মাননীয় স্পিকার স্যার, ঐ হচ্ছে ফাষ্ট ক্লাস লায়ার।

: প্রত্যাহার করুন। প্রত্যাহার করুন।

কংগ্রেস পক্ষের চিৎকার। সে চিৎকারের ওপর কণ্ঠ চড়িয়ে বিরোধী সদস্য বলতে থাকেন—

: ও মিথ্যাভাষণের দ্বারা এই পবিত্র সংসদ মন্দিরকে করেছে অপবিত্র। যে বিবৃতি প্রধান মন্ত্রী পাঠ করলেন, ওটা ধর্ষিতা মেয়েটির বাবার কাছে পুলিশী পেয়াদা পাঠিয়ে নিশিথ রাত্রির অন্ধকারে আদায় করা হয়েছে। যে দোর্দণ্ড প্রতাপ সরকারের পেচক প্রবৃত্তির প্রতিনিধিদের প্রকাশ্য দিবালোকে সর্ব সমক্ষে ধর্ষিতা হতভাগিনীর পিতার বিবৃতি আদায়ের সাহস নেই তারা মাননীয় স্পিকারের সামনেই মিথ্যা ভাষণ দিয়ে পার্লামেণ্টকে অপবিত্র করবে, এতে আর বিস্ময়ের কি থাকতে পারে?

: শ্যেএ-এ-এম্! শ্যেএ-এ-এম্!

ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে বিরোধী সদস্যদের আসনগুলি। দর্শক

'ও প্রেস গ্যালারিতে পড়ে যায় চাঞ্চল্য। তুমুল হাস্যরোল ও তীব্র টিটকারীর মধ্যে স্পিকারের হাতুড়ি পেটার শব্দ ডুবে যায়। ট্রেজারি বেঞ্চের মানুষগুলো পবস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকেন। প্রধান মন্ত্রী স্ববাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে অনুচ্চ স্বরে আলোচনা করতে থাকেন বোধ হয় এ কথার মুখেব মত জবাব কি দেওয়া যায়, সে নিয়ে। কিন্তু সেই উদ্বেল সভার মধ্যে বিরোধী সদস্যটি আবার সোচ্চার কণ্ঠে বলে যান—

ঃ মাননীয় স্পিকার স্যাব, পুলিশী সূত্রে পাওয়া মিথ্যা বিবৃতিতে মেয়েটিব চবিত্র সম্পর্কে কটাক্ষ কবে বলা হয়েছে যে সে সেদিন গভীর বাত্রিতে বাড়িতে ছিল না—তার স্বভাব চরিত্র ভাল নয়—

ঃ ঠিক, ঠিক। দেহ বিকানো মেয়ে।

কংগ্রেস সদস্যেব উক্তি। সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী আসনের গর্জন—

ঃ চুপ, জীভ টেনে খসিয়ে দেব।

বিরোধী সদস্যটি পুনবায় বলে যান—

ঃ হ্যাঁ, আমি স্বীকাব কবি সেদিন রাত্রিতে মেয়েটি বাড়িতে ছিল না। সেদিন মধ্য বত্রিতে সে ছিল গ্রামের বিশিষ্ট সমাজ সেবী ও বয়ঃবৃদ্ধ স্কুল শিক্ষক অমল ঘোষের সঙ্গে রাজধানীমুখী ট্রেণের কামবায়। কারন আমরা আঁচ করেছিলাম যে, যে সবকাব জনগণের ব্যথা বোঝে না, দিতে পাবে না মুখের ভাত, ছিনিয়ে আনতে পারে না কালোবাজাবীদের করাল গ্রাস থেকে খাদ্যশস্য সে সরকাবের প্রতিভূবা এমনি একটা জ্বালিয়াতি করবে নিজেদের মুখ রক্ষার জন্য।

ঃ ধিক! ধিক! তোদের মুখে থুতু ফেলতেও ঘেন্না করে।

জনৈক বিরোধী সদস্য চিৎকার কবে বলেন। স্পিকার হাতুড়ি পিটিয়ে সভাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন—

ঃ অর্ডার। অর্ডাব। ওর বিবৃতি শুনতে দিন, শুনতে দিন।

স্পিকারের কথায় বিরোধী সদস্যরা চুপ করেন। কংগ্রেস পক্ষ· বেগতিক বুঝে টেবিল চাপড়াতে সুরু করে। স্পিকার তাদের দু'জন সদস্যকে ওয়ার্নিং দেন—

ঃ অমন করলে সভা থেকে কিন্তু বের করে দিতে বাধ্য হব। ইয়েস ইউ গো অন।

ঃ স্পিকার স্যার, সেই মেয়েটি সেই বৃদ্ধ স্কুল শিক্ষকের সঙ্গে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়, পার্লামেণ্টের কাছে নিজের অভিযোগ পেশ করতে নিজেই চলে এসেছে। স্পিকার স্যার, দর্শক গ্যালারির দিকে দৃষ্টি তুলে দেখুন, সেই মেয়েটি গ্রামের সমাজ সেবী শ্রীঘোষের সঙ্গে বসে আছে ঠিক প্রথম সারিতেই।

স্পিকার চোখ উঠান দর্শক গ্যালারির দিকে। দেখেন একটি পনর ষোল বছরের ফ্রক পরা মেয়ে অধোবদনে বসে আছে। চোখ দিয়ে ঝরছে তার অবিরল অশ্রু। দেখতে দেখতে স্পিকারের চোখও সজল হ'য়ে আসে। সামনের ফাইলটা তুলে ধরে সদস্যদের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করে রুমালে চোখ মুছে নেন। বিরোধী সদস্য তখন চিৎকার ক'রে বলছেন—

ঃ আমি মাননীয় স্পিকারের কাছে দাবি করছি, ধাপ্পাবাজ প্রধান মন্ত্রীকে অসত্য বিবৃতির বিরুদ্ধে হয় ঐ মেয়েটিকে সংসদে বলতে দেওয়া হোক, নতুবা প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি অসত্য বলে সে বিবৃতি নাকচ করা হ'ক।

ঃ এ অসম্ভব। সদস্য নয়, এমন কারও বিবৃতি দেবার কোন নজির পার্লামেণ্টারিয়ান ইতিহাসে নেই।

কংগ্রেস পক্ষের চীফ হুইপ ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী লাফিয়ে উঠে বলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা তুমুল চিৎকারে ফেটে পড়েন—

ঃ না-না, ধাপ্পাবাজদের কোন কথা শুনতে চাই না।

স্পিকার বলেন—

: এ বিষয়ে পরে আমি রুলিং দেব। এখন খাদ্যমন্ত্রীর বিবৃতি শোনা যাক।

: না-না-না। আমর এ প্রশ্নের এখনই মিমাংসা চাই।

: স্যার, সভার কাজে বিরোধী সদস্যরা বাধা দিচ্ছেন।

: আপনাকে আমি শেষ বারের মত সতর্ক করে দিচ্ছি, নইলে সভ' ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করব আমি।

স্পিকার সতর্ক করেন জনৈক বিরোধী সদস্যকে। সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী সদস্যদের উত্তেজনায় যেন ঘৃতাহুতি পড়ে। এক সঙ্গে অনেক কণ্ঠ বলে—

: এ অন্যায়, এ অবিচার। যারা সংসদে মিথ্যা বলেছে। জ্বালিয়াতি করছে, তাদের কেন মুখোস খোলা হবে না।

: সে আমি বুঝব, কেননা সভা পরিচালনা করার দায়িত্ব আমার ওপর।

: ওঃ তাই নাকি! বেশ, দেখি ত' চাঁদ কি করে সভা পরিচালনা কর!

জনৈক উত্তেজিত সদস্য একথা বলেই তীর বেগে ছুটে যান স্পিকারের আসনের দি˜। কি কাণ্ড করে বসে না বুঝতে পেরে তাকে সামলাতে আরও কজন সদস্য তাঁর পেছনে ছোটে। সেই সদস্যটি সোজা গিয়ে 'মেজ'টি তু˙া নিয়ে বিরোধী আসনের দিকে ছুটে আসে। স্পিকারের নির্দেশে মার্শাল তার দিকে ছু:ট আসতে যায়—কিন্তু বিরোধী সদস্যরা তাকে ঘিরে ধরে। সেই সদস্য মেজ নিয়ে ভীমের ভঙ্গীতে আস্ফালন করতে থাকেন। সভা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ায় নিরুপা˙ স্পিকার বাধ্য হয়ে সভা কক্ষ ত্যাগ করেন। কেননা মেজ-হীন সভার কোন অধিকার থাকতে পারে না।

১৩

অনাস্থা প্রস্তাবের খড়্গাঘাত থেকে তালে-গোলে রক্ষা পাওয়া গেলেও অমূল্যভূষণ খুব একটা আস্থা রাখতে পারছিলেন না নিজের দপ্তরের ওপর। স্বাধীনতা অর্জনের পর এতগুলি বছর চলে গেল, অথচ কেন্দ্র থেকে খাদ্য বিষয়ে একটা সুনির্দিষ্ট নীতিই নির্দ্ধারিত হয় নি। তা ছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানের এমন সব বড় বড় ব্যবসায়ীদের খাদ্য বিষয়ক প্রসাদ বিতরণ করা হয়েছে যাতে তাঁর মনে একটা সন্দেহের শিকড় গেড়ে বসে যে, এই দপ্তররূপ সর্ষের মধ্যেই কোথাও না কোথাও কোন ভূত বাস করছে। ফাইলপত্র ঘেঁটেই শুধু নয় দপ্তরের সকল বিভাগীয় কর্মীদের একান্তে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে শেষ পর্যন্ত এমন সিদ্ধান্তে এলেন যে সেক্রেটারী যোশী থাকতে এ দপ্তর কোন ভাল কাজ করতে পারবে না। অবশেষে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে বলতে গেলে নীরবে সেক্রেটারিয়েটে একটা বিপ্লব সেরে ফেললেন। যোশীকে রাতারাতি সরিয়ে দিলেন অন্য দপ্তরে। জয়েণ্ট সেক্রেটারী মেহতার হাতে পুরোপুরি ভাবে কৃষি দপ্তরের ভার দিয়ে তৈল ও প্রাকৃতিক সম্পদ দপ্তরের তরুণ আই, এ, এস অফিসার বিদ্যোত্তম ব্যানার্জিকে এনে খাদ্য দপ্তরের সচিবের দায়িত্ব দিলেন।

স্বস্থানচ্যুতির এ আদেশ পাওয়ামাত্র এন, আর যোশী গুম্ হয়ে গেলেন। দিবালোকের মত স্পষ্ট বুঝলেন যে তাঁকে দপ্তর থেকে অমূল্যভূষণ স্যাক করলেন। শুধু সরিয়েই দেওয়া হ'ল না। পরিকল্পনা কমিশনের এমন এক শাখায় নিয়ে যাওয়া হ'ল, যেখানে অন্ততঃ খাদ্য দপ্তরের মত বাঁ হাত বাড়াবার কোন স্কোপই নেই।

সেণ্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটে অফিসার থেকে কেরাণী মহল পর্য্যন্ত সর্বত্র এ নিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেল! ফুড ডিপার্টমেণ্টের যে

ডিরেক্টারকে দিয়ে শ্রীযোশী পারমিট বিতরণের কৃপা বর্ষণ করতেন তারও মনে হ'ল যে, এবার বোধ হয় ভিসুবিয়াসের জ্বালা মুখে তাকে বসিয়ে দেওয়া হল। কবে কখন যে উদ্‌গিরণ সুরু হ'য়ে তাকে ছিটকে ফেলে দেয়, তার ঠিক কি। কেননা এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার মহলের কানাঘুষায় জানা গেছে যে বিদ্যোত্তম ব্যানার্জী দুর্নীতি বিরোধী দৈত্য বিশেষ।

সেক্রেটারিয়েটের কাজে যোশীর আজ আর মন বসল না। সন্ধ্যার আগ দিয়ে সোজা চলে গেলেন পরিচিত 'বার'-এ। কোনের দিকের টেবিলের একটা চেয়ার দখল করে বসামাত্র বেয়ারা ছুটে এলো। তারপর একের পর এক বোতল খালি করার পালা।

বেয়ারাবৃন্দ ও বারের ম্যানেজার ত' অবাক। এমন বেমাত্রায় খেয়ে কোনদিন যোশী সাহেবকে বেসামাল হ'তে দেখে নি তারা। মদ উনি নিয়মিত খান বটে কিন্তু মদ ওকে কোনদিন খেতে পারেনি। শান্ত ধীর মানুষটা মদ গিলতে গিলতে হঠাৎ এক সময় টেবিলে ঘুষি মেরে বললেন—

ঃ আই উইল গিভ হিম এ গুড লেসন্।

ব্যাস, আবার চুপ চাপ। সিগারেট আর মদ, মদ আর সিগারেট। অবশেষে নিরস্ত করতে না পেরে ম্যানেজার বেয়ারাকে দিয়ে তাঁর ড্রাইভারকে ডাকিয়ে কোনক্রমে ধরাধরি করে তুলে দেওয়ায় সাহেবকে গাড়িতে। কিন্তু গাড়ীর দরজা খুলে রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়তে যায় বারবার শ্রীযোশী। তাই শেষ পর্য্যন্ত বারের ম্যানেজার একজন বেয়ারাকে সঙ্গে দিয়ে দিল সাহেবকে গাড়ীতে জাপ্টে ধরে বসে বাড়ীতে পৌঁছে দেবার জন্য।

বিদ্যোত্তম ব্যানার্জী ফুড ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী নিযুক্ত হওরার সংবাদ রাজধানীর ইনফরমার মারফৎ জানামাত্র মগনলাল চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। সোজাসুজি জাজরিয়া ইণ্ডাসটিজ-এর অফিসে তাঁর

ফোনের এক্সটেনশানে ট্রাঙ্ক কলে সংবাদটা পাওয়ামাত্র শ্রীরাও আর ডক্টর নায়েককে ডেকে পাঠালেন। বলে দিলেন সঙ্গে সাইকো এ্যানালিসিস ডিপার্টমেণ্টের সেণ্ট্রাল সেক্রেটারীদের ফাইলটা নিয়ে আসতে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিঃ রাও ও ডক্টর নায়েক এসে গেলেন মগনলালের চেম্বারে। কোন রকম ভূমিকা না করেই মগনলাল বলেন—

: ডক্টর নায়েক, বি, ব্যানার্জীর পারসোনাল হিষ্ট্রীটা দেখুন ত কি আছে। খাদ্যমন্ত্রী যে রাতারাতি এমন কাণ্ড করে ফেলবেন, তা আমাদের ইনফরমাররা আগে থেকে কেন যে জানাতে পারল না, তাই ভাবছি। অন্য কোন রকম ব্যাপার চলছে না ত ক্যাপিট্যালে? আপনাদের কি মনে হয়?

: না, স্যার ঠিক তা নয়। যখন থেকে ফুড মিনিষ্টার সেক্রেটারী-দের সঙ্গে সেমিনার করে এ দপ্তরের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে সুরু করেন, তখনই বোঝা উচিৎ ছিল আমাদের যে, কোন রকম রিস্যাফ্‌ল্ আসন্ন।

বললেন মিঃ রাও। ডক্টর নায়ক হাতে ধরা ফাইল ওল্টাতে ওল্টাতেই বললেন—

: আমারও তাই মনে হয়।

: যাক্, যা হ'বার তা হ'য়ে গেছে, এখন প্রিকোশানের কথা ভাবুন। দেখুন দেখি বি, ব্যানার্জীর ক্যারাকট্যারিষ্টিক কি রকম?

বলেন মগনলাল।

: সত্যি এ এক অদ্ভুত চরিত্র। মা, বাবা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু, বান্ধব, শিক্ষক অধ্যাপক কারও অন্যায় ইনি জীবনে সহ্য করেন নি আশ্চর্য্য! যা নিজের বিচার-বুদ্ধি মত ঠিক ভেবেছেন, তার বিন্দুমাত্র বিরোধীতা সহ্য করেননি জীবনে। অথচ কি ব্রিলিয়াণ্ট স্টুডেণ্ট।

: এখন বয়স কত যাচ্ছে?

জিজ্ঞেস করেন মগনলাল।

ঃ বয়স ? বয়স এই ত' মাত্র থারটি।

ঃ ত্রিশ বছর মাত্র বয়স ? দেখুন না, কোন মেয়েটেয়ের প্রতি আকর্ষণ আছে কিনা। নইলে এত বয়স পর্য্যন্ত ব্যাচিলার থাকে কি ক'রে ? যদি কেউ থাকে তবে সেই মেয়েকে ট্যাপ করা যেতে পারে।

জানতে চান মগনলাল।

ঃ না স্যার, এমন কোন আকর্ষণই নেই। একদা দু' দুটি মেয়ে কলেজ লাইফে ওর ক্লোজ কণ্টাক্টে আসার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের বিশেষ বিশেষ ম্যানিয়ার প্রতি তীব্র আক্রমণ করে এমন সব মন্তব্য করেন বিদ্যোত্তম সেই ছাত্রাবস্থায়, যে ফুলশর শেষ পর্য্যন্ত তাকে বিদ্ধ করে না।

বলেন ডক্টর নায়েক। শুনে মিঃ রাও বলেন—

ঃ এক দিক দিয়ে বিচার করলে ছেলেটি জুয়েল। সারা দেশে আই, সি, এস, আই এ, এস মিলিয়ে আর একটি আছে কিনা আই এ্যাম ইন ডাউট।

ঃ সে ত' বুঝলাম, এদিকে আমাদের ব্ল্যাক কংগ্রেসের প্রাণ যে আই ঢাই করতে সুরু করেছে। এ যখন চার্জ নিয়েছে, ফুড ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টরেরও মেয়াদ শেষ হয়ে এলো বলে। সুতরাং ওকে কি ক'রে ট্যাপ করা যায় সেই প্ল্যান ভাবুন। আচ্ছা, গান, নাটক, সিনেমা এসবের প্রতি অনুরাগ আছে ?

ঃ হুঁ, তা আছে। তবে ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক এ্যাণ্ড ড্যান্স-এর প্রতি। আর সিনেমা তিনি বেশী দেখেন না—একমাত্র সেই সব ছবিগুলিই দেখেন, যাতে অভিনেত্রী বিচিত্রা সেন নায়িকার রোল করেন।

ঃ তা হ'লে কেন বলছেন যে মেয়েছেলের প্রতি টান নেই ?

জানতে চান মগনলাল।

ঃ কিন্তু স্যার, কোন অভিনেত্রীর প্রতি তো লক্ষ লক্ষ লোকের

টান থেকে থাকে, সেটা ঠিক কোন বিশেষ মেয়ের প্রতি আকর্ষণ হিসাবে কি ধরতে পারি ?

ডক্টর নায়েক বলেন।

ঃ অভিনেত্রীদের প্রতি মানুষের এই যে আকর্ষণ এতে কত পারসেণ্টেজ যৌন আকর্ষণ আছে, অথবা আছে শিল্পগত আকর্ষণ, সে বিষয়ে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছেন কি ?

বলেন মিঃ রাও।

ঃ না ঠিক এ বিষয়ে গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখি নি। আর দেখার প্রয়োজনও হয়নি এর আগে।

ঃ যাক ও সব বড় বড় কথা, এখন বিশেষ ক্ষেত্রে বিচিত্রা দেবীর প্রভাব কি ভাবে কাজে লাগানো যায়, তাই বলুন। একদিকে খাদ্যমন্ত্রী অমূল্যভূষণকে নিয়েই আমাদের চিন্তার অন্ত ছিল না, তার ওপর বিদ্যোত্তম ব্যানার্জী।

বলেন মগনলাল।

ঃ হ্যাঁ স্যার, একে মনসা তায় ধূনোর গন্ধ।

বলেন মিঃ রাও।

ঃ আমি ভাবছি একবার দাদার কাছে যাব, কারন তিনিই ডিস্পেন্সারী থেকে গেঁও ডাক্তারটাকে টেনে এনে গদীতে বসিয়েছেন। তাই তাঁর কথা হয়তো ফেলবেন না। যদি ফেলেন দাদাকে ক্ষেপিয়ে দেব, হ্যাঁ।

মগনলাল রাওয়ের দিকে চেয়ে বলেন।

ঃ হ্যাঁ স্যার, এটা মন্দ বলেন নি। তবে পার্টির প্রেসটিজের দিকে না দেখে আপনার উপকার কি করবেন তিনি ?

রাও জানতে চান। মগনলাল সঙ্গে সঙ্গে বলেন—

ঃ কি যে বলেন, পার্টির প্রেসটিজ ত' জোয়ার-ভাটার মত। এই উজান, এই ভাটা। পার্টি ত' পার্টি, দাদার নিজেরই প্রেসটিজ কিছু ছিল ক' বছর আগে ? ক বছর আগে দাদা কোন মিটিংয়ে বক্তৃতা

দিতে উঠলে চিৎকার চেঁচামেচি ক'রে লোকে বসিয়ে দিত আর আজ তিনি খবরের কাগজগুলোয় হিরোর সম্মান পাচ্ছেন, লোকেও বলে 'হ্যাঁ লোকটার হিম্মত আছে।" তাই দাদাকে যদি রাজী করাতে পারি তবে মার দিয়া কেল্লা।

: তবে তাই দেখুন।

রাও বলেন।

: ডাঃ নায়েক, আপনি এক কাজ করুন।

: বলুন স্যার।

: বেশ ভাল ক'রে বিদ্যোত্তম ব্যানার্জীর জীবনের ঘটনাগুলো ভেবে নিয়ে এমন কিছু প্ল্যান করুন, যাতে ওকে আমাদের মুঠোর ভেতর আনতে পারবই। সে টাকা ছড়িয়ে হোক, মেয়ে লাগিয়ে হোক, ওকে মোট-কথা গালিয়ে ফেলতেই হবে।

: আচ্ছা স্যার, আমি কালই আপনাকে এ বিষয়ে একটা প্ল্যান দেব।

: বেশ, তা হ'লে আপনারা এখন আসুন, আমি আজ বিকালেই দাদার কাছে যাব।

রাজ্যিক কংগ্রেস ভবনের বিশেষ চেম্বারে বসে ছিলেন রাজ্যেরই শুধু নয়, হাই কম্যাণ্ডেরও অন্যতম নেতা। মিটিং চলছিল বন্যাত্রাণ তহবিলের সেক্রেটারী, সদস্যবৃন্দ এবং কোষাধ্যক্ষের! আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল নির্দিষ্ট সময়ে প্রযোজনীয় অর্থ না ওঠার সমস্যা। নেতা বললেন—

: ফাণ্ড যদি বাড়াতেই হয় জনসাধারণের দোরে দোরে ভিক্ষে ক'রে সুবিধে হবে না। বরং যাদের ব্ল্যাক মানি আছে, তাদের একটা লিষ্ট করে ফেল। তারপর আমার নাম ক'রে তাদের ফোন ক'রে ক'রে একের পর এক দেখা কর। তবে মনে রাখবে সেই গুরুবাক্য 'শতং বদ মা লিখ!'

ঃ যা বলেছেন দাদা। আজকাল যা দু'চারটে বিচ্ছু কাগজ বেরিয়েছে, পান থেকে চুণ-টুকু খসলেই তারস্বরে চেঁচামেচি।

হেসে বলে সেক্রেটারী।

ঃ আর বলেন কেন, ডেলি কাগজরা পর্য্যন্ত দাদার নামে থরহরি কাঁপে, অথচ······

বলেন কোষাধ্যক্ষ।

ঃ আরে ও সব অবান্তর কথা রাখ ত'। চুনোপুঁটিরা অল্প জলেই ফরফর করে। আমাদের সঙ্কল্প হ'ল ৪০ লক্ষ টাকা তোলা হবে। তার মধ্যে উঠেছে মাত্র কত যেন বললে?

নেতা সেক্রেটারীর দিকে চেয়ে বলেন।

ঃ উঠেছে দাদা মাত্র তিন লক্ষ।

ঃ কোন্ ব্যাঙ্কে এ্যাকাউণ্ট খুলবে, ঠিক করেছ কিছু?

ঃ দাদা, এ তহবিলের এ্যাকাউণ্ট দু'তিনটে ব্যাঙ্ক খুলতে চাইছে। এক সঙ্গে এতগুলো টাকা পেলে ব্যাঙ্কের অনেক সুবিধে।

ঃ কিন্তু শুধু কথায় ত' চিড়ে ভিজবে না। কে কি সুবিধা দিতে চাইছে ওরা?

ঃ দাদা, সব চেয়ে বেশী অফার পেয়েছি যে ব্যাঙ্কের, সে ব্যাঙ্ক থেকে পনর হাজার নজরানা দিতে চাইছে—যদি সব টাকায় তাদের ওখানে এ্যাকাউণ্ট খুলি। অন্যগুলো কেউ দশ, কেউ আট, এই রকম।

ঃ তবে যারা থোক পনর দিতে চাইছে, তাদের ওখানেই খুলে ফেল।

বলেন নেতা। এমন সময় বেয়ারা একটা কার্ড এনে রাখে তাঁর সামনে। তিনি কার্ডটা হাতে তুলে নেন। চোখ বুলান তাতে।

ঃ আচ্ছা পাঁচ মিনিট পর নিয়ে এসো।

বেয়ারা চলে যেতে নেতা বলেন—

ঃ দেখ, তোমরা পারছ না টাকা তুলতে, আমি আজ এই লোকটার কাছ থেকে বেশ কিছু খিঁচিয়ে নিচ্ছি।

: কে দাদা ?

: জাজরিয়া ইণ্ডাসট্রিজ এ্যাণ্ড এষ্টেট-এর ম্যানেজিং ডিরেকটর। আচ্ছা, তোমাদের ফাণ্ড সংক্রান্ত ডিসকাশন ত' শেষ হল, এবার তোমরা আসতে পার।

নেতার কথায় উপস্থিত সবাই কক্ষান্তরে চলে যায়। তারা চলে যাবার একটু পরেই মগনলাল পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকেন। না, দেহে আজ নেই তাঁর বিদেশী পোষাক। গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী, পরনে খদ্দরের ধূতি, মাথায় গান্ধী টুপি।

: নমস্তে দাদা, নমস্তে !

: নমস্তে ! বস্থন। তারপর কি খবর বলুন ?

: খবর আর কি বলব দাদা। আপনি ত' আমাদের মার-ডালবার ব্যাওস্থা করেছেন।

: আমি ! সে কি ?

: না ত' কি দাদা, সেই যে আপনার খাদ্যমন্ত্রী।

: ওহো, অমূল্যভূষণের কথা বলছেন। নতুন এসেছেন কিনা ক্যাবিনেটে, কয়েক বছর যাক, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। বনের পাখী পোষ মানতে সময় নেয়।

: ব্যাপারটো যত ছোট ক'রে দেখ'ছন দাদা, তত ছোট কিন্তু নয়। সেক্রেটারী যোশীকে সরিয়ে দিয়ে, বি, ব্যানার্জীকে আনল তার জায়গায়। এরপরও কি বল্‌বেন যে, দু' দিন পর সব ঠিক হয়ে যাবে ? আমার ত' মনে হয় একেবারে আটঘাট সব বেঁধে নিচ্ছে। আমার সন্দ হয় কিং না শেষে কিং মেকারকে ছাড়িয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

: যদি সে চেষ্টা করে তবে 'পুনর্মূষিক ভব' ক'রে ছাড়ব। 'পুনর্মূষিক ভব' গল্প জানা আছে ?

: হাঁ হাঁ দাদা, কিঁউ নেহি ?

: এখন বলুন, আপনার কি চাই, কি উদ্দেশ্যে আগমন

ঃ দাদা, আপনি ত' সবই জানেন, সবই বুঝেন, আমি মনে-প্রাণে কংগ্রেসকে সাপোর্ট করে আসছি। কিন্তু শহরের ফুড বিজিনেস ত' গেলই, গ্রামের দিকেও যদি ব্যাওসা করতে না পারলাম, তবে বাল বাচ্চা নিয়ে কি আমরা, ফুডগ্রেইন ব্যবসায়ীরা মারা যাব? এই জন্যে কি কংগ্রেসকে ভালবেসে এসেছি, তার সেবা ক'রে এসেছি, তার ইলেকশনে, তার নানা ফাণ্ডে ডোনেশান দিয়ে এসেছি?

ঃ সে ত' আমি জানি। সব সময়ই আপনার কো-অপারেশন পেয়েছি। এখন বলুন, আমায় কি করতে হবে।

ঃ সিম্পল একটা কাজ দাদা, একটা চিঠি, মানে ইণ্ট্রোডাকশান লেটার আমাদের ফুড মিনিষ্টারকে লিখে দিন, যাতে হামার কথা শোনেন।

ঃ কিন্তু কি উদ্দেশ্যে যাবেন?

ঃ শুনলাম কি ফুড মিনিষ্টার তার নির্বাচন এলাকায় আমরা যে সব ধান-চাল দাদন দিয়ে আটকিয়ে রেখেছি, সেগুলো সব সিজ করে লিবেন।

ঃ কিন্তু কোন্ আইনে তা পারে?

ঃ দাদা, সবই ত' বুঝেন, পাওয়ার যারা হ্যাণ্ডল করে, আইন কি তাদের জন্য, না আমাদের মত চুনোপুঁটিদের জন্যে। তা ছাড়া বেশী ট্যা ফুঁ করেছ' কি আছে ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুল। ব্যাস, ব্যাওসা আওসা সব গেল; ইজ্জৎ ভি গেল। কি বলব দাদা, আপনার হাত ছুঁয়ে বলছি, ঐ কালা কানুন চালু হবার পর থেকে রাতে ভাল ঘুম হয় না।

ঃ বেশ, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। দেখুন, যদি কিছু হয়।

বলে ড্রয়ার টেনে খুলে লেটার প্যাড বের করে, নেতা একটা চিঠি লিখে দিলেন অমূল্যভূষণকে। চিঠিটা পড়ে শুনিয়ে, খামে ভরে মুখ আঠা দিয়ে আটকিয়ে মগনলালের হাতে দিয়ে বললেন—

: এতেই হবে ত' ?

: হাঁ দাদা, হোবে না মানে। তবে একটা কথা দাদা, ফুড মিনিষ্টার যদি আপনার চিঠি অনার না করে তবে কিন্তু হামি ছাড়বো না, তা বলে দিচ্ছি।

: আচ্ছা আচ্ছা সে দেখা যাবে। পলিটিক্স-এ মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হয়। আর ঝোপ বুঝে মারতে হয় কোপ। বলেছি ত' বেশী টেণ্ডাই মেণ্ডাই করলে পুণর্মুষিক ভব ক'রে ছাড়ব।

কুটিল ভঙ্গীতে বলেন নেতা।

: হাঃ হাঃ হাঃ! যা বলেছেন দাদা। ওটাই হবে মুখের মত জওয়াব। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে ডাঁড়ায়।

: ওঃ. হ্যাঁ, আমরা একটা 'ফ্লাড রিলিফ ফাণ্ড' করেছি। তাতে কিছু ডোনেশান দিতে হবে আপনাকে।

: বুঝেছি দাদা, বুঝেছি। তা ভাল কাজে ডোনেশান দিতে কখনও না করেছি হামি ?

বলতে বলতে হাতের ফলিও ব্যাগ থেকে চেক বই বের করেন মগনলাল, তারপর টাকার অঙ্ক বসিয়ে, নিজের সই করে, নেতার দিকে চেকটা বাড়িয়ে দেন।

: থ্যাঙ্ক ইউ!

হেসে বলেন নেতা। মগনলাল উঠে পড়ে যুক্ত কর তুলে বলেন—

: দাদা, এবার তবে চলি। একটু মনে রাখবেন আপনার এই ছোট ভাইটাকে।

: আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে'খন।

দাদা আশ্বাস দিতে মগনলাল খুশী মনে বেরিয়ে যান। নেতা গাই চেকটা তুলে দৃষ্টি ফেলেন সেখানটায়, যেখানে গোটা গোটা কয়োয়ী, লেখা ছিল টাকা ১০,০০০·০০।

১৪

ডক্টর নায়েকের প্ল্যান পুরোপুরি এ্যাক্সেপ্ট করলেন সুপ্রিম প্রেসিডিয়াম সদস্যরা। এ প্ল্যান বিদ্যোত্তম ব্যানার্জীকে বশে আনার প্ল্যান। ক্যাপিট্যালের ইনফরমারের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে বিদ্যোত্তমের রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাটের ঠিক বিপরীত দিকে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করা হয়েছে। সেই ফ্ল্যাটে নতুন অভিনয় সুরু করান হবে রঞ্জিনী স্কোয়াডের সেরা টোপ বিভোরাকে দিয়ে। অভিসারিণী হতে তাই মগনলালের সঙ্গে রাজধানীতে যেতে হচ্ছে বিভোরাকেও। নতুন এক নাটক সুরু করবে বিভোরা—যে নাটকের নায়ক বিদ্যোত্তম কিন্তু নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবে সে নিজে। রাজধানীতে বিদ্যোত্তমের ফ্ল্যাটের বিপরীতের সেই ভাড়া করা ফ্ল্যাটে বিভোরার জীবনের নব অধ্যায় যেন শুরু হবে। বিদ্যোত্তম ব্যানার্জীর কুমারত্বের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙ্গে যৌবনের জোয়ারের প্লাবন বইয়ে দেবার সাধনায় আজ তাকে হ'তে হবে হয় নতুন কোন পার্বতী অথবা সেখানে শুরু হবে বুঝি আর এক শবরীর প্রতীক্ষা, এক দৈত্য বিরোধী না হ'লেও দুর্নীতি বিরোধী শ্রীরামচন্দ্রের প্রসাদ লাভের সাধনায়।

বিদায় নেবার সময় ঘনিয়ে এলো। কলোনীর মুখে দাঁড়িয়ে মগনলালের পাঠানো কার এর মধ্যেই দু' দু'বার হর্ণ বাজিয়েছে। শেষবারের মত মুখে পাউডারের পাফ বুলিয়ে বিভোরা ওর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বারান্দায়। বড় সুটকেশটা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন প্রাণবল্লভ; পাশেই অশ্রুময়ী শান্তিলতা। সংসার প্রতিপালনের প্রয়োজনে এমন সোমত্ত মেয়েকে কোন্ সুদূরে সেই রাজধানীতে যেতে হবে। মনের মধ্যে একটা উদ্বেগের ঝড়। বিভোরা বেরিয়ে এসে প্রাণবল্লভের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

ঃ থাক, থাক মা !

বলতে গিয়ে প্রাণবল্লভের চোখের কোণে এসে অবাধ্য দু'ফোটা জল টলমল করে। শেষে টুপ ক'রে তা ঝরে পড়ে।

শান্তিলতাকে বিভোরা প্রণাম করতে গেলে তিনি দু'হাতে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন। নিজেকে মুক্ত করে ও ছোট ছোট ভাই-বোনগুলোর কারও গাল টিপে দেয়, কারও পিঠে মারে আদরের চাপড়। তারপর ওদের সকলকে উদ্দেশ্য করে বলে—

ঃ চলি রে, ভাল হয়ে থাক্‌বি, দুষ্টুমি করবি নে। পড়াশুনায় ফাঁকি দিস্‌ নে।

কথা শেষ করেই গট গট করে পা ফেলে রাস্তার দিকে এগিয়ে চলে বিভোরা। প্রাণবল্লভ সুটকেশ হাতে ওকে অনুসরণ করেন। বাবার পিছু পিছু ছেলে মেয়ে কটিও এগিয়ে চলে দিদিকে সি-অফ করতে।

রাজধানীতে এসে অনেক আশা নিয়ে মগনলাল মুলাকাত করতে গেলেন খাদ্যমন্ত্রী অমূল্যভূষণের সঙ্গে, নেতার লেখা রক্ষা-কবচরূপ পত্রটি সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু ফিরে এলেন মনভরা নৈরাশ্য নিয়ে। যে আশা নিয়ে গিয়েছিলেন, সে আশায় যেন পড়ল এক মুঠো ছাই। অমূল্যভূষণ সাফ সাফ জানিয়ে দিলেন যে, মানুষের দুঃখ লাঘব করার কোন ব্যবস্থাই যখন নানা রকম অন্তরায়ের জন্য করা যাচ্ছে না, তখন তাদের সে দুঃখ আরও তুঙ্গে তোলার মত মূর্খ তিনি নন। মগনলাল নেতার সুপারিশের কথাটা বারবার স্মরণ করিয়ে দিলেন, দাদা তাঁকে ভালবাসেন বলেই না ইলেকশনে নমিনেশান দিয়েছিলেন, তাই তাঁর অনুরোধ রাখাটা কি কর্তব্য নয়? অমূল্যভূষণের উত্তর যেন মুখে লাগাই ছিল। তিনি সোজা বলে দিলেন যে, যিনি জ্যেষ্ঠ, যিনি শুভানুধ্যায়ী, তিনি যদি কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোন অন্যায় অনুরোধ করেন, তবে তাঁকে পর্য্যন্ত ভুল ভাঙ্গবার সুযোগ দেওয়া উচিত। তিনি

স্পষ্ট বুঝতে পারছেন যে, মগনলাল যে অনুরোধ নিয়ে এসেছেন, তা মঞ্জুর করলে তাঁর নির্বাচন এলাকার মানুষদের মুখের গ্রাস রাতারাতি উবে যাবে। এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা তিনি তাঁদের সঙ্গে কিছুতেই করতে পারেন না, যারা ভালবেসে ভোট দিয়ে তাকে মন্ত্রীত্বের মসনদে বসিয়ে দিয়েছে প্রতিষ্ঠা।

সুতরাং মন-মেজাজ বিগড়িয়ে মগনলাল তাজমহল হোটেল-এর ভাড়া করা স্যুট-এ ফিরে এলেন।

রাজধানীর প্রধান ইনফরমার ছায়ার মত সঙ্গে ছিল তাঁর। তাকে বললেন আজই বিদ্যোত্তম ব্যানার্জীর বিনয়নগরের ফ্ল্যাটের বিপরীতের ফ্ল্যাটটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলতে। বস-এর হুকুম পেয়েই চীফ ইনফরমার ছুটলো কাজ সমাধা করতে।

ইনফরমার বেরিয়ে যেতেই মগনলাল কলিং বেলের বোতাম টিপলেন। ছুটে এলো ত্বরিৎ উর্দি আঁটা বেয়ারা। দাঁড়ালো সে সেলাম দিয়ে।

ঃ মেমসাবকো সেলাম দাও।

ঃ জি সাব।

আদেশ নিয়েই দ্রুত বেরিয়ে গেল বেয়ারা।

এই অবসরে মগনলাল একটা সিগারেট ধরালেন। মনভরা উৎকণ্ঠা নিয়ে বিভোরা ঘরে ঢুকতেই তিনি তাকে সোফায় বসতে ইঙ্গিত করেন। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটে কটা টান দিয়ে বলেন—

ঃ দেখ বিভোরা, তোমার ওপর সব কিছু নির্ভর করছে। 'বাই হুক অর ক্রুক' বিদ্যোত্তমকে বশ করা চাইই চাই। খাদ্যমন্ত্রী আমাদের সামনে রেখেছেন একটা বড় রকমের চ্যালেঞ্জ। সে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা যে করেই হোক করতে হবে।

ঃ আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, স্যার।

ঃ চেষ্টা নয়, এ কাজে তোমায় সফল হতেই হবে। আজ-

থেকে তোমার ধ্যান-জ্ঞান হবে বিদ্যোত্তম। তাকে যে করেই হোক তোমার প্রতি, তোমার যৌবনদেহের প্রতি এ্যাট্রাক্ট করতেই হবে।

সঙ্কল্পবদ্ধ মগনলালের কথার সুরে অদ্ভুত দৃঢ়তায় বিভোরার মনটা দুলে ওঠে। ভাবে, তাই ত'; বস কি মনে করছেন সফল সে হবেই হবে। কিন্তু যদি আকৃষ্ট না হয়। যদি সে ব্যর্থ হয়। তার যৌবনের ডালির প্রতি সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নৈষ্ঠিক মানুষটি যদি ফিরেও না তাকায়? চিন্তান্বিতা বিভোরার দিকে চেয়ে মগনলাল শুধান—

ঃ কি অত ভাবছ?

মেঝেয় পাতা কার্পেটে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙ্গুল খুঁটতে খুঁটতে সে দিকে চেয়ে বিভোরা কথা না বলে ডানে-বায়ে মাথা নাড়ে। বোঝাতে চায় যে সে কিছু ভাবছে না।

ঃ তোমার কোন ভাবনা নেই। আয়া, বেয়ারা, বাবুর্চি সব কিছুর ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হচ্ছে। আর যদি তুমি বিদ্যোত্তমকে মুঠোর মধ্যে আনতে সফল হও, তবে এবার পূজোয় তুমি হাজার টাকা 'বেষ্ট সারভিস রিওয়ার্ড' পাবে।

এ কথা শুনে চকিতে মুখ তুলে মগনলালের দিকে তাকায় বিভোরা। দেখে এক প্রচণ্ড প্রতিজ্ঞাবদ্ধতার আলো যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাঁর চোখে-মুখে। দেখতে দেখতে মগনলাল যেন মুছে যায় তার চোখ থেকে। চোখে না হলেও মনের পর্দায় ভেসে ওঠে বাবা, মা আর ভাই-বোন গুলোর উজ্জ্বল মুখচোখ। এক হাজার টাকার পূজার জামা-কাপড় ও যেন ছড়িয়ে দিয়েছে ওদের সবকটি চকচকে চোখের সামনে।

ঃ হ্যাঁ, বলছি ত' পাবে। আচ্ছা এখন তোমার রুমে যাও। এ কাজের জন্য নিজের মনকে প্রস্তুত কর।

দু' দিনকার সুলতানা যেন সে, আধুনিক বিলাস-সম্ভারে সজ্জিত

ফ্ল্যাটে বসে বসে ভাবে বিভোরা। সকালে ঘুম থেকে উঠতে হয় বেড-টি খেয়ে। তারপর বাথ রুমে গিয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রেকফাস্ট। এর পরই লেডি ড্রেসার এসে এক এক দিন এক এক রকম সুন্দর সাজে সাজিয়ে দিয়ে যায় তাকে। দেহসজ্জা শেষ ক'রে চোখে মুখে মদিরতা এনে দাঁড়াতে হয় গিয়ে ওকে ব্যালকনিতে। যে ব্যালকনিতে দাঁড়ালে বিপরীত দিকের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা বিদ্যোত্তম নামক ত্রিশ বছরের যুবকের দেহের ঘ্রাণ যেন পাওয়া যায়। প্রথম প্রথম বিভোরা দেখত বেচারা সকালে বেশ কিছু সময় তার দোতালার ব্যালকনিতে পায়চারি করতে করতে মুখে টুথ ব্রাশ চালাত কিন্তু তার উপস্থিতির অশ্বস্তিতে অস্থির হয়ে সে অভ্যাস সে ত্যাগ করেছে। আগে এদিকের যে জানালাগুলোর পর্দা কোচানো থাকত ঘরে আলো-বাতাস ঢুকবে বলে, দুদিন হ'ল সেগুলোও বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যাল-কনিতে রেলিংয়ে কনুই রেখে ওই পর্দাঘেরা জানালাগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে আর মনে মনে হাসে বিভোরা। আচ্ছা জ্বালাতন হচ্ছে ভদ্রলোক এই কদিন ধরে! কিন্তু ওই পর্দার ঠিক নীচ দিয়ে যখন ওধারের মানুষটিকে চলতে ফিরতে দেখে, তখন তার চটির শব্দ শুন্‌তে বা বেয়ারা বাবুর্চির সঙ্গে টুক-টাক কথা শুনতে উৎকর্ণ হয় বৈকি বিভোরা।

: মেমসাব, মাষ্টারজী আ গয়া।

আয়া এসে বলতেই বিভোরা ব্যালকনি ছেড়ে চলে আসে হল ঘরটায়। মাষ্টারজীকে নমস্কার ক'রে বসতে বলে চলে যায় পোষাক পাল্‌টিয়ে আসতে। সালোয়াব আর কামিজ পরে ফিরে আসে, পায়ে বেঁধে আসে এক গোছা ঘুঙুর। এরপর সারেঙ্গীতে সুর ওঠে, তবলায় ওঠে বোল। সুরু হয় নাচের সঙ্গে ঘুঙরের ঝম্ ঝম্ ঝম্ শব্দ।

আটটার মধ্যেই স্নান সেরে নেওয়া বিদ্যোত্তমের বরাবরের অভ্যেস। স্নানের পরই শেষ করে সে ব্রেকফাষ্ট। কদিন হয় ওর

ব্রেকফাস্ট-এ বসার সময়টিতেই সামনের ফ্ল্যাটে স্নুরু হচ্ছে নাচের মহড়া। বাতাসে ভেসে আসে ঘুঙুরের শব্দ ঝম্ ঝমা-ঝম ! ঝম্ ঝমা-ঝম্।

উৎকর্ণ হ'য়ে শোনে বিদ্যোত্তম। ঘুঙুরের শব্দ ছাপিয়ে ভেসে আসে বাতাসে কথক-এর বোল, তবলার ত্রুম্ দাম্ শব্দ, সারেঙ্গীর স্নুরলহরী। মনে মনে ভাবে—নাঃ, মেয়েটা নাচে ভালই। সেদিন যে তাকে বই বুকে চেপে কারে উঠতে দেখল, পড়ে কোথায়, নিশ্চয়ই কোন কলেজে। কিন্তু বাড়িতে পড়াশুনা করে কখন। সকালে নাচ, বিকালে গান ত নিত্য দিন লেগেই আছে। পড়াশুনায় করে বুঝি ফাঁকিবাজি। এই সব ভাবতে ভাবতেই বিদ্যোত্তম ব্রেকফাস্ট সেরে নেয়। ইতিমধ্যে নতুন বাবুর্চি গরম কফির পট দিয়ে গেছে তার পাশে। কফি-পট থেকে কাপে কফি ঢেলে নেয় সে। তারপর সেটা হাতে তুলে ঠোঁটে লাগায়।···

দেখতে দেখতে বেশ কদিন চলে গেলেও যখন বিদ্যোত্তমের যৌবন-প্রাচীরে চির ধরান গেল না, তখন আর এক ফাঁদ পাতার প্ল্যান আঁটলেন মগনলাল। ট্রাঙ্ক কল করে বহ্নিশিখার সঙ্গে সব কথা বলে পরবর্তী প্ল্যান পাকা ক'রে ফেলা হ'ল। এ বিষয়ে সব ব্যবস্থা সুষ্ঠু ভাবে করার নির্দেশ দিলেন রাওকে।

প্রভাতী পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বক্স নিউজটায় দৃষ্টি পড়ে আজ বহ্নিশিখা আর বিচিত্রা সেনের রাজধানীর অগণিত ফ্যানদের। বিশেষ করে বিচিত্রা সেন-এর ফ্যান বিদ্যোত্তম ব্যানার্জীর চোখেও পড়েছে ছোট্ট ঐ বক্স নিউজটা। তখন থেকেই মনে মনে মতলব এঁটে ফেলে যে, পালাম বিমান বন্দরে যাবে সে নির্দিষ্ট সময়ে শ্রদ্ধার স্বীকৃতি স্বরূপ একটা দামী ফুলের বোকে নিয়ে। রূপালী পর্দায় অভিনয়ে যিনি তাকে মোহিত করেছেন, রক্তমাংসের শরীরে তাঁকে দেখে শ্রদ্ধা জানিয়ে ধন্য করবে সে নিজেকে।

যখন তখন প্রপেলারের শব্দ গর্জিত পালাম আজ লোকে লোকারণ্য। স্থানীয় পত্র পত্রিকার ফটোগ্রাফাররাও ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে এসে হাজির। পুলিশ কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করেছে বিশেষ পুলিশ পোষ্টিংয়ের। যখন মাইকে নির্দিষ্ট প্লেনটা আসার কথা ঘোষিত হল, তখন মগনলাল বিভোরা সহ পুষ্পস্তবক হাতে এগিয়ে চললেন। ঠিক এমন সময়ই দ্রুত পায়ে লাউঞ্জে এসে ঢুকলো বিদ্যোত্তম। বিভোরার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তার ওপর। মগনলালকে ও ফিসফিস করে বলল—

ঃ এই যে দেখছেন ছিমছাম লোকটা,ইনিই বিদ্যোত্তম ব্যানার্জী।

ঃ হুঁ।

ছোট উত্তর দিলেন মগনলাল। মনে মনে ভাবলেন টোপ ঠিকই গিলেছে মাছ। ঠিক এমন সময়ই বিদ্যোত্তমের দৃষ্টি এসে পড়ল বিভোরার চোখে। মনে মনে ভাবল ও, আরে, এ আবার কাকে রিসিভ করতে এসেছে। অবশ্য দৃষ্টি পডামাত্র বিভোরা চোখ নামিয়ে নিল সলজ্জ ভঙ্গীতে। এই অবসরে মগনলাল এগিয়ে গিয়েছিলেন। ও দ্রুত হেঁটে এগিয়ে তার পাশে পৌছে পাশাপাশি হেঁটে চলল রানওয়ের দিকে।

বিমান থেকে নেমে রানওয়ে ছাড়িয়ে বহ্নিশিখা ও বিচিত্রা সেনকে এগিয়ে আসতে দেখামাত্র দর্শকরা উদ্বেল হ'য়ে ওঠে। ঠিক এই সময় পুলিশ লাঠি সহ তাড়া করায় এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

অতঃপর ফালতু ফ্যানদের পুলিশ কর্ডন ক'রে রেখে যাত্রীদের আত্মীয়-স্বজন ও ঘনিষ্ট শুভানুধ্যায়ী যাঁরা এসেছেন, তাদের রানওয়ের দিকের প্রোটেকটেড এলাকার কাছাকাছি এগিয়ে যেতে দেয়। আর অবাধে এগিয়ে যেতে দেয় প্রেস ফটোগ্রাফার ও রিপোর্টারদের এ্যাক্রিডেটেড কার্ড দেখে দেখে।

বিচিত্রা ও বহ্নিশিখা কাছাকাছি আসতেই মগনলাল ফুলের বোকে হাতে সুসজ্জিতা, সুস্মিতা বিভোরাকে এগিয়ে দেন। বিচিত্রা

সেন ও বহ্নিশিখা যুগপৎ বিভোরার হাত থেকে বোকে নিয়ে নেয়। বহ্নিশিখার পাঠমত বিচিত্রা বিভোরাকে অনুজাজ্ঞানে করে আলিঙ্গনাবদ্ধ। প্রেস ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরাগুলো ঘন ঘন ক্লিক করে। ওরই মধ্যে একজন রিপোর্টার বিচিত্রাকে জিজ্ঞেস করে—

ঃ আপনার হঠাৎ রাজধানীতে আসার কারণ জানাবেন কি? কোন সুটিং আছে নাকি?

ঃ কারণটা এক্স্ট্রিমলি পারসোনাল। না, না কোন সুটিং নেই। আমার বোন এই বিভোরার বাড়ীতে দু'দিন বিশ্রাম নিতে এসেছি।

কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে মগনলালকে বলল যে, ফ্যানদের আটকানোয় বেগ পেতে হচ্ছে। সুতরাং তাড়াতাড়ি যদি এঁরা গাড়ীতে না ওঠেন তবে জনতা নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠবে।

ঃ ওঃ, ইয়েস! উই আর লিভিং এয়ার পোর্ট উইদিন এ মিনিট অর টু।

বলে মগনলাল বহ্নিশিখা এবং বিচিত্রাকে প্রেস ফটোগ্রাফার ও রিপোর্টারদের হাত থেকে উদ্ধার করে গাড়ীর দিকে নিয়ে চলে বিভোরা সহ। জনতার সম্মুখের সারিতে দাঁড়িয়েও বিদ্যোত্তম পৌঁছতে পারে না বিচিত্রার কাছে। জনতা উদ্বেল হয়ে ওঠায় কর্ডন ক'রে রেখেছে পুলিশ। শেষ পর্য্যন্ত সাময়িক ভাবে হতাশ হয়ে ফিরে চলে ও। তবে এই ভেবে আশ্বস্ত হয় যে পার্শের বাড়ীর মেয়েটির কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে ও দেখা করবে বিচিত্রা সেন-এর সঙ্গে। বিচিত্রার কথা কানে এসে না পৌঁছলেও ও দেখেছে যে ঐ মেয়েটিকে গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেছে বিচিত্রা।

এয়ারোড্রোমের কম্পাউণ্ড ছেড়ে বেরিয়ে বহ্নিশিখা ও বিচিত্রার ফ্যানদের প্রতি কিছুটা ধোঁয়া ছেড়ে বিভোরাদের কার উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলল। বিদ্যোত্তমও নিজের গাড়ী ড্রাইভ করে ফিরে চলল এয়ারোড্রোমকে পেছনে ফেলে।

শেষ পর্য্যন্ত বিভোরার ফ্ল্যাটের কাছে এসে যখন ওদের গাড়ী থামলো, ঠিক তার পরমুহূর্তেই বিপরীত ফুটপাথে এসে থামল বিদ্যোত্তমের কার। ও সবিস্ময়ে দেখল যে ওর পাশের বাড়ীর মেয়েটির ফ্ল্যাটের সামনেই এসে দাঁড়িয়েছে বিচিত্রাদের বয়ে আনা সেই বিশেষ কার। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যোত্তমের মনে একটা মৃদু উত্তেজনা বয়ে যায়। না, তার বোকে কেনা ব্যর্থ হ'ল না। দ্রুত নেমে পড়ে ও হাত বাড়িয়ে পাশের সীট থেকে বোকেটা নিয়ে। কার-এর দরজা খুলে ও নামতে নামতেই বহ্নিশিখা ও বিচিত্রা দোতালার সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়। বিভোরাও ওদের অনুসরণ করছিল, এমন সময় বিদ্যোত্তম অদূরে এসে ফুলের বোকেটা বাড়িয়ে ধরে বলে—

: শুনছেন।

সুস্মিত বিভোরা বিদ্যোত্তমের মুখে দৃষ্টি ফেলে বলে—

: বলুন।

: এই বোকেটা যদি কাইন্ডলি···

: নিশ্চয়ই আমার জন্যে নয়···

: মানে···

: বুঝেছি, দিদি, আই মিন বিচিত্রা সেনকে দেবেন বলে এনেছেন ত'?

: আজ্ঞে হ্যাঁ।

শুনে মিষ্টি একটু হেসে বিভোরা বলে—

: তবে এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে, আমার সঙ্গে চলে আসুন। নিজে হাতেই তাঁকে দেবেন ওটা।

বিভোরা কথা শেষ করে, কার-এর অদূরে দাঁড়ানো মগনলালের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে মুচকি হেসে অতঃপর বিদ্যোত্তমকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে দোতালার সিঁড়ির দিকে।

মগনলাল তখন ক্যাপিট্যালের চীফ ইনফরমারের সঙ্গে কথা

বলছিলেন। হঠাৎ এই ভাবে বিদ্যোত্তম বিভোরার কাছে ধরা দেওয়ার ব্যাপারটা দেখে বলেন—

ঃ তবে আমাদের প্রথম প্ল্যানটা এবার সাকসেসফুল হবে। বিদ্যোত্তমকে বিভোরার সঙ্গে পরিচিত করাবার দ্বিতীয় প্ল্যান হিসাবে জলসার প্রোগ্রাম তা' হলে ক্যান্সেল করা যাক, কি বলেন ?

ঃ হ্যাঁ স্যার, তাই করা যাক। অন্ততঃ বেশ কিছু খরচ ত হ'ত। মনে হয় মেয়েটি এবার বিদ্যোত্তমকে সামলে নিতে পারবে।

ঃ তা হ'লে আমি আজই ফিরে যাচ্ছি। এ দিকটা খুব ধীর স্থির ভাবে ম্যানেজ করে নেবেন আপনি, কেমন ? তা ছাড়া এখানকার যে দু'জন সুপ্রিম প্রেসিডিয়াম মেম্বার আছে, তাদেরও আমি হোটেলে ডেকে সব বুঝিয়ে যাব। যে কোন হেল্প-এর প্রয়োজন হ'লে ওদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন, কেমন ?

ঃ আচ্ছা স্যার।

হোটেল তাজমহলে-এ ফিরে এসেই মগনলাল রাজধানীর সুপ্রিম প্রেসিডিয়াম মেম্বার সুজন সিং এবং বলবন্ত আগরওয়ালকে ফোনে ডেকে পাঠালেন।

ফোন পেয়েই প্রথমে সুজন সিং চলে এলেন মগনলালের স্যুট-এ। পর্দা সরিয়ে রুমে ঢুকেই বললেন—

ঃ ইয়েস মিষ্টার প্রেসিডেন্ট, এ্যানিথিং ইম্পরট্যাণ্ট ?

ঃ নিশ্চয়ই। না হ'লে কি আর ডেকে পাঠাই আপনাকে ?

সুজন সিংয়ের সঙ্গে করমর্দন করে বলেন মগনলাল। সুজন সিং সোফায় বসতে না বসতেই বলেন—

ঃ বলুন, আজ সকালের ব্যাপারটা কি হ'ল।

মগনলাল বেয়ারার উদ্দেশ্যে ইলেকট্রিক বেল টিপে দিয়ে বলেন—

ঃ সকালের প্ল্যানটা প্রায় সাকসেসফুল হয়েছে। ফুড ডিপার্ট-

মেণ্টের সেক্রেটারী বি, ব্যানার্জী শেষ পর্য্যন্ত আমাদের ফাঁদে পা দিয়েছেন। এখন রঞ্জিনী বিভোরা শিকারটাকে গেঁথে ফেলতে পারলে হয়।

ঃ মেয়েটা কি রকম? যদি মনে করেন যে ওকে দিয়ে সুবিধে হবে না, তবে এখানকার 'রাত-কা রহনে বালী' কোন বিউটিফুল গার্লকে লাগাবার ব্যবস্থা করতে পারি। পয়সা দিলে রাজধানীতে পাওয়া যায়না, এমন জিনিস নেই।

ঃ না না, মিষ্টার সিং, আমাদের রঞ্জিনী স্কোয়াডের সবচেয়ে ডিলাইটফুল গার্লকে আমি এ ব্যাপারে লাগিয়েছি। তা ছাড়া বিভোরা মেয়েটির ওপর আমার খুব ভরসা আছে। ওর চাল চলনে সহজাত এমন একটা এ্যাপিল আছে, যা কম মেয়েতেই দেখা যায়।

ঃ তা হলে ত কথাই নাই।

সুজন সিং কথা শেষ করতে না করতেই বলবন্ত আগরওয়াল এসে যান।

ঃ আইয়ে মিঃ আগরওয়াল, তসরিফ লিজিয়ে।

সোফার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে শ্রীআগরওয়ালকে আপ্যায়িত করেন মগনলাল।

অতঃপর বেয়ারা কফি ও নাটস এনে পরিবেশন করে। কফি পাননিরত মগনলাল মেম্বারদ্বয়ের সঙ্গে কথা চালিয়ে যান। শেষ পর্য্যন্ত বলেন—

ঃ বি, ব্যানার্জীকে যদি মেয়েটা ম্যানেজ করে উঠতে পারে, তা হ'লে আর সব দিক আমি চালিয়ে নেব। তবে আপনারা কাইগুলি বিচিত্রা ও বিভোরা যে ক'দিন ক্যাপিট্যালে আছে, ওদের তহিত-তত্ব নেবেন।

ঃ ওঃ, অফকোর্স।

বলেন বলবন্ত আগরওয়াল।

ঃ আমার যতদূর মনে হয় আজকাল ফিল্ম এ্যাক্‌ট্রেসদের দিয়ে

যত সহজে মিনিষ্টার থেকে মিনিয়েলস্ পর্য্যন্ত প্রায় সর্বস্তরের মানুষকে ঘায়েল করা যায়, অন্য কোনকিছুতে তত সহজে যায় না। এই জন্যই আমি বহ্নিশিখাকে হাতে রেখে অন্য অভিনেত্রীদেরও সুযোগ মত কাজে লাগাতে চাই।

ঃ এটা খুব ভাল আইডিয়া আপনার, মিষ্টার প্রেসিডেণ্ট।

বলেন সুজন সিং।

ঃ আই অল সো থিঙ্ক সো।

বলবন্ত আগরওয়াল বল্লেন।

ঃ তা হ'লে আমি আজই ফ্লাই করে ফিরে যাচ্ছি আমাদের হেড কোয়ার্টারে।

মগনলাল বলেন।

ঃ কিন্তু ফুড মিনিষ্টারকে শিক্ষা দেবার কোন প্ল্যান আঁটলেন ? জানতে চান মিঃ সিং।

ঃ ও ব্যাপারটা নিয়ে সেই দাদাব সঙ্গে ডিসকাস করতে হবে যিনি অমূল্যভূষণকে ইলেকশনে নামিয়েছেন। আব সেই জন্যেই ত' আমি আজ নাইট প্লেনে ফিবে যাচ্ছি।

ঃ এয়ার প্যাসেজ বুক করেছেন ?

প্রশ্ন করেন সুজন সিং।

ঃ আমার ত' বোথ সাইড জার্নির টিকিট ছিল, তাই আজকের ফ্লাইটের একটা সীট আমাদের পালামের ইনফরমার ম্যানেজ করতে পেরেছে।

ঃ তা হ'লে ত' কথাই নেই।

বলেন মিঃ আগরওয়াল।

ঃ কিন্তু আপনি যখন রাত্তিরেই ফ্লাই করছেন, তার আগে বহ্নিশিখা ও বিচিত্রা সেনের সঙ্গে ও সেই যে মেয়েটি, হ্যাঁ হ্যাঁ, বিভোরার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিৎ ন'য় কি ?

জানতে চান মগনলালের কাছে সুজন সিং।

: হ্যাঁ, ভাল কথা মনে করেছেন। এক কাজ করুন আপনারা, বিকালের দিকে চলে আস্থন এখানে। তারপর আমরা বিভোরার ফ্ল্যাটে গিয়ে আপনাদের ইনট্রোডিউস করে দেব ওদের সঙ্গে। কেমন ?

: বেশ, তাই হবে।

বলেন বলবন্ত আগরওয়ালা।

: আমরা তবে এখন চলি, কেমন ?

বলেন সুজন সিং।

: আচ্ছা আস্থন।

মগনলাল বল্‌লে মিঃ সিং ও মিঃ আগরওয়াল সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় একই সঙ্গে নমস্কার করে ঘরের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

১৫

: কি হ'ল, আস্থন !

দো-তালার সিঁড়ির শেষ ধাপটা মাড়িয়ে উঠতে গিয়ে কি এক কুণ্ঠায় থম্‌কে দাঁড়ানো বিদ্যোত্তমের দিকে ফিরে চেয়ে বল্‌ল বিভোরা।

: না, মানে ভাবছি আমার সঙ্গে ত ওঁর প্রিভিয়াসলি এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করা নেই, তাই যদি দেখা না করেন।

: সেটা অবশ্য ঠিক। উইদাউট প্রিভিয়াস এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিদি কারও সাথেই দেখা করেন না। অবশ্য আপনি যদি আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন, তবে আমি ওকে রাজী করাতে পারব বলেই মনে হয়।

অদ্ভূত ভাবে সুরেলা গলায় এক টানা বলে যায় বিভোরা।

: সো কাইণ্ড অফ ইউ !

বলে বিভোরাকে অনুসরণ করে বিদ্যোত্তম। বিভোরা ক'পা এগিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে—

ঃ যা বল্‌লেন, তা যেন শেষমেশ ভুলে যাবেন না।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ অর্থাৎ 'কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরুলেই পাজী' প্রবচনটার প্রতি শেষে ঝুঁকে না পড়েন, এই আর কি।

কথা শেষ হতেই খিলখিল ক'রে এক প্রহেলি হাসি হেসে ওঠে বিভোরা।

ঃ আপনি কিন্তু বেশ কথা বল্‌তে পারেন।

বিদ্যোত্তম বলে। তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিভোরা বলে ওঠে,—

ঃ আপনি কি চান যে আমি ভাল কথা বল্‌তে না পারি।

ঃ না মানে·········

ঃ না আবার কি। স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে আপনি তাই চান। অর্থাৎ কোন রকমে দিদির সঙ্গে দেখাটা করিয়ে দিলেই একেবারে ফুড়ৎ। অর্থাৎ প লয় আ-কারে লা অন্তস্থ য় আর দন্ত ন।

ঃ না, না আমায় অতটা অকৃতজ্ঞ ভাববেন না।

ঃ ভাবব না, আচ্ছা বেশ, বলছেন যখন ভাবব না। সুতরাং এখন আপনি এই সোফাটায় দয়া করে বসুন। আমি চুপি চুপি দেখি গে দিদির মেজাজ এখন কেমন আছে। বোঝেনই ত' আর্টিষ্ট মানুষ এখন তখন মেজাজ যাকে বলে সপ্তমে চড়েই থাকে।

ঃ তাই না কি!

ঃ মানে, বুঝলেন না, দেমাক আর কি। হ'লে হবে কি আমার দিদি কিন্তু তাই বলে স্পষ্ট কথা বলব না নাকি। হলেই বা তুমি বড় একজন আর্টিষ্ট তাই বলে অত দেমাক কিসের? না কি বলেন?

ঃ আপনার কিন্তু সে তুলনায় একটুও দেমাক নেই।

ঃ নেই, না? সত্যি খুব অন্যায়।

ঃ অন্যায়! কি অন্যায়?

: এই যে আমার একটুও দেমাক নেই! দিদির বোন হিসাবে অন্ততঃ ছিটেফোঁটা দেমাক থাকাটা কি আমার উচিৎ ছিল না?

: দোহাই আপনার, দেমাক যখন সত্যিই আপনার নেই তখন অন্ততঃ আমার পরে যারা দেখা করতে আসবে তাদের কাছে দেমাক দেখাবেন। আপনি যদি দেমাকি হয়ে ওঠেন তবে হয়তো এখুনি বলে বসবেন, যান, যান, দেখা টেখা হবে না দিদির সঙ্গে।

বিদ্যোত্তমের এমন হতাশাব্যঞ্জক কথায় বিভোরা আবার খিলখিল করে হেসে ওঠে। এই প্রাণখোলা হাস্যমুখরা মেয়েটির দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে সে। হঠাৎ বিভোরা হাসি থামিয়ে বলে—

: আপনি যে ভয় করছেন তা কিছুতেই করব না। অর্থাৎ আপনাকে এখান থেকেই দেবী দর্শন না করিয়ে ফিরিয়ে দেব না।

: সো কাইণ্ড অফ ইউ!

: হুঁ, মনে থাকে যেন।

বলে বিদ্যোত্তমকে একা ফেলে অন্দরে অদৃশ্য হয় বিভোরা।

ভেতরে তখন বাবুর্চি বেয়ারাদের মধ্যে অদ্ভূত কর্মব্যস্ততা। কেউবা বাথরুমে জল-সাবান-তোয়ালে ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক ঠিক আছে কিনা দেখতে ব্যস্ত, কেউ বা ব্যস্ত ব্রেক ফাষ্ট তৈরীর কাজে।

বিভোরা ভেতরে এসে দেখল যে ঘরের দুটি খাটে টান টান হয়ে দুই নাম করা অভিনেত্রী শুয়ে আছে। ঘরে ঢুকে ও বিচিত্রার খাটের কাছে গিয়ে বলে—

: দিদি কি খুব ক্লান্ত নাকি? এয়ার সিকনেস-এ পায় নি ত?

: কি যে বল? প্লেনে ওঠা ত'আমার কাছে ডাল ভাত। তবে সে জন্য না, এমনি গা-টা ম্যাজ ম্যাজ করছে। কিন্তু কেন?

: না, মানে, যার জন্য আপনাদের আগমন সেই মক্কেলটি এসে গেছে আপনাকে অভিনন্দিত করতে।

: কৈ, চল ত' দেখি।

একই সঙ্গে যুগপৎ বলে তিড়িং করে শোয়া থেকে উঠে বসে বহ্নিশিখা ও বিচিত্রা।

ঃ আহা অত তাড়া কিসের, মাছ যখন টোপ গিলেছেই একটু খেলিয়ে তুলতে দাও। তোমরা কম করেও আধ ঘণ্টা বিশ্রাম কর, আমি মাঝে মাঝে এটা সেটা বলে তোমাদের দাম বাড়িয়ে দিই।

ঃ দেখবে; আবার এতটা যেন বাড়িও না, শেষে খদ্দের হয়তো ভেগে পড়বে।

ঃ কি যে বল, আমি কি অতই বোকা।

ঃ বোকা না হলেই বা; অনেক সময় অতি চালাকেরও গলায় দড়ি পড়ে বৈকি।

হেসে বলে বিচিত্রা সেন।

ঃ না গো দিদি না, সে ভয় নেই। তোমরা বিশ্রাম কর, আমি সামাল দিই গে ভদ্রলোককে।

ঃ দেখ, শেষ পর্য্যন্ত ওকে সামলাতে গিয়ে না শেষে নিজেই বেসামাল হয়ে পড়।

ঃ ধ্যেৎ!

বলে লাজরক্তিম হয়ে উঠে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় বিভোরা। সে বেরিয়ে যেতে বহ্নিশিখা বিচিত্রার দিকে চেয়ে বলে—

ঃ মেয়েটি কিন্তু বেশ। একটুতেই পরকে কেমন আপন করে নেয়।

ঃ হ্যাঁ, বেশ হাসিখুশি মেয়েটি। ফিল্মে চান্স পেলে সাইন করতে পারে।

বলে বিচিত্রা।

ঃ না রে ভাই, ফিল্মের যা জীবন তাতে ওকে টেনে না নামানই ভাল।

ঃ বাঃ, এখনই বা ও এমন কি সুন্দর জীবন যাপন করছে।

ঃ তা অবশ্য ঠিক। আমরা তবু ছায়ার দেহে লোক ভুলাই, ও ত' ধরতে গেলে কায়ার ফাঁদ পেতেই ব্যবসা করছে প্রায়।

ঃ তবে যাই বল, ওকে স্পয়েল করা খুব সহজ নয়। আমাদের যেমন ডিরেক্টরদের উপঢৌকন হতে হতে প্রতিষ্ঠার সিঁড়ি ভাঙ্গতে হয়, ওর অবশ্য তেমন নয়। যা ও চালাক চতুর, হয়তো নিজেকে রক্ষা করেই চলছে। মুখ-চোখ দেখে ত' তাই মনে হয়। কেমন যেন একটা শুচিশুদ্ধতার দ্যুতি জ্বল জ্বল করছে ওর চোখে-মুখে।

বিচিত্রা সেন বলে। তার কথা শেষ হ'তে না হতেই বেয়ারা এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়ায়। বলে—

ঃ মেমসাব, বাথরুমমে হট ওয়াটার দে দিয়া। আভি গসুল করনে জানে সাক্তা।

ঃ জেরা বাদ জায়েগা। লেকিন পহলে দো কাপ কফি লাও।

ঃ জি মেমসাব!

বিচিত্রার কথার উত্তরে বলে বেয়ারা প্রস্থান করে।

ওদিকে বিভোরা তখন সত্যিই বিদ্যোত্তমকে নিয়ে যেন এক খেলায় মেতেছে। টুক টাক কথা বলতে বলতে ও একেবারে বিদোত্তমের পেটের কথা যেন বের করে ফেলছে। কত সালে প্রথম সে দেখে বিচিত্রা সেনের ছবি, কেন তাকে সে সব চেয়ে পছন্দ করে, তার অভিনয়ের স্পেশাল কোয়ালিটি কি, কি কারণে সে সহজে দর্শক-দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই সব বিষয়ে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে বিদ্যোত্তম, আর বিভোরা শুনছে তার কথা। শুনতে শুনতে বুঝতে পারছে যে অভিনয় কলার প্রতি বিদ্যোত্তমের কি গভীর আকর্ষণ। আর সেই আকর্ষণ ওর মনে সঞ্জাত হ'য়েছে বিচিত্রা সেনের অভিনয় দেখেই। মাঝে মাঝে বিভোরার মনে হয় যে, মানুষ সকল ক্ষেত্রে বুঝি সমান ভাবে সজাগ হতে পারে না বা পারে না নিজের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটাতে। যে বিদ্যোত্তম ব্যানার্জী প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিত্বের করেছে প্রতিষ্ঠা, সেই বিদ্যোত্তম ব্যানার্জী একজন অভিনেত্রীর অভিনয়ের কত না ভক্ত, কত না আকুল সে তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে। কেন এমন হয়, কেন মানুষ নিজের

মূল্য সম্পর্কে সকল ক্ষেত্রে থাকতে পারে না সচেতন। এ কথা ভেবে বিদ্যোত্তমের জন্য মনের কোন এক কোণে যেন বিভোরা এক কণা করুণা, একটু অনুকম্পা পুষে রাখে।

অনেকক্ষণ পর বিভোরা ফিরে আসে ভেতরে। ততক্ষণে বিচিত্রা ও বহ্নিশিখার স্নান শেষ হয়েছে। শেষ হয়েছে প্রসাধনপর্ব। বিচিত্রা প্রসাধন টেবিলে আই লেড পেন্সিলটা রেখে উঠতে যখন যাচ্ছে তখনই বিভোরা তার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে বলে—

ঃ সত্যি দিদি, তুমি কি সুন্দব !

ঃ সে কি। তুমিও কি তোমার মক্কেলের মত আমার প্রেমে পড়ে গেলে নাকি।

ঃ যাঃ, কি যে বলেন ! তবে যা সুন্দর তার প্রসংশা করতে নেই বুঝি।

ঃ তা অবশ্য আছে, কিন্তু বোনটি জেনে রাখ যে, আমার চেয়ে তোমাব মুখখানা আরো বেশী সুন্দব।

কথা বলতে বলতে বিচিত্রা বিভোরার গালটা টিপে দেয়।

ঃ দিদি, চল, তবে একবার বাইরের ঘরে তোমার ফ্যান-স্তুতি শুনে আসবে।

ঃ দেখ বোন, আবার শেসে ব াবাড়ি করবে না ত ভদ্রলোক।

ঃ যতদূর মনে হয় করবে না। হাজার হ'লেও উচ্চ শিক্ষিত, অফিসার। সে কি আর তথাকথিত ফ্যানদের মত বাড়াবাড়ি করবে !

ঃ বেশ, তবে চল।

বলেই বিচিত্রা সামনের প্রমাণ সাইজের আয়নায় প্রতিবিম্বিত নিজের প্রসাধন-মার্জিত মুখটা দেখে নেয়। বলে—

ঃ এই শাড়ীটা পরেই যাব ত' ?

ঃ নয় কেন। বেশ ম্যাচ করেছে ত এটায়।

ঃ তবে চল।

বলে বিচিত্রা বিভোরাকে অনুসরণ ক'রে বাইরের হল ঘরের

দিকে এগিয়ে চলে। বিভোরা আগে আগে গিয়ে দরজার নীল রেয়ন পর্দ্দাটা তুলে হাসি মুখে বলে—

ঃ মিঃ ব্যানার্জী, দিদি আসছেন।

শোনামাত্র সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় বিদ্যোত্তম। বিভোরার ঠিক পেছন পেছনই ঘরে ঢোকে বিচিত্রা। ঢুকতেই বিদ্যোত্তম তাঁর হাতের বোকে সহ এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে সেটা বাড়িয়ে ধরে বিচিত্রার প্রতি। বিচিত্রা সাগ্রহে সেটা নিয়ে বলে—

ঃ ধন্যবাদ!

ঃ এবার তবে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি বিদ্যোত্তম ব্যানার্জী, সেক্রেটারী ফুড ডিপার্টমেন্ট, আর ইনি বিচিত্রা সেন. ওয়ার্ল্ড ফেমাস এ্যাকট্রেস।

ঃ নমস্কার।

দু'জনে দু'জনের উদ্দেশ্যে যুক্ত কর উঠিয়ে বলে। একজনের চোখে-মুখে ভক্তের আকুতি আর আর একজনের চোখে-মুখে একটা আভিজাত্যময় গর্বের প্রলেপ। বিভোরার চোখ এড়ায় না এই পরিচিতমান দুটি নারী-পুরুষের অভিব্যক্তির বৈশাদৃশ্য। মনে মনে ও বিরক্ত হয় বিদ্যোত্তমের ওপর। কেন এ শ্রদ্ধা, কিসের এ স্তুতি! জনপ্রিয়তার ফাঁকা দম্ভের প্রাসাদবিহারিণীর প্রতি এই নিষ্ঠাময় উপহারের অঞ্জলি দানের প্রয়োজন কি?

ঃ আচ্ছা, আপনাকে আপনার অভিনয়শৈলী সম্পর্কে দু' চারটে প্রশ্ন যদি···

বল্‌তে যাচ্ছিল বিদ্যোত্তম কিন্তু মাঝ পথে তাকে থামিয়ে দিয়ে বিচিত্রা মৃদু হেসে বলে—

ঃ ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক ফ্যানের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করা ত' সম্ভব নয়! এ নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমার অভিমত আমি জানিয়েছি। আচ্ছা, আপনারা গল্প করুন। নাইট প্লেনের জার্নিতে আই এ্যাম ফিলিং টায়ার্ড। ডোণ্ট মাইণ্ড! থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইউর চারমিং বোকে।

বোকে সহ নমস্কারের ভঙ্গীতে হাত তুলে কথা শেষ করে বিচিত্রা। আর কথা শেষ করেই লেডি সুর গট গট আওয়াজ তুলে ভেতরের দিকে চলে যায়। সে চলে যেতে বিভোরা বলে—

ঃ কি, দেখলেন ত' দিদির কেমন দেমাক।

ঃ হুঁ, তা দেখলাম। তবে ওটুকু দেমাক ওর মত ট্যালেন্টেড আর্টিষ্টের থাকা ভাল। নইলে কদর কমে যাবে যে।

বিদ্যোত্তমের এ কথা শুনে বিভোরা দপ্ করে যেন জ্বলে ওঠে। তির্য্যক ভাবে চেয়ে বলে—

ঃ ও, তাই নাকি! তা হলে 'দেহি পদ পল্লব মুদারম্' বলে দেবীর পায়ে পড়ে গেলেই পারতেন।

ঃ আই সি, দ্যাট ইজ দি কজ। বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, আমি তবে চলি।

বিভোরা ফুঁসে উঠে বলে—

ঃ কি বুঝতে পেরেছেন ?

ঃ আপনার দিদির প্রতিভার প্রতি আপনাব ঈর্ষা। জেলাসি।

ঃ ছাই বুঝেছেন।

বলেই দুম্ দাম্ করে পা ফেলে বিভোরা অন্দরের পথে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ঃ আশ্চর্য্য !

অস্ফুটে বিদ্যোত্তমের মুখ ফস্কে কথাটা বেরিয়ে আসে। বিস্ময়-বিমূঢ়তার ভাবটা কেটে গেলে আর না দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে পা ফেলে সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমে আসে সে দোতালা থেকে। রাস্তায় নেমে অপর ফুটপাথে নিজের ফ্লাটে ঢুকতে গিয়ে বিভোরার ফ্ল্যাটের দিকে দৃষ্টি পড়তে দেখে বারান্দার রেলিংয়ে কনুই রেখে থমথমে মুখে সে চেয়ে আছে রোদঝরা আকাশের নীলিমায়। হঠাৎ আবারও বিদ্যোত্তমের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে সেই কথাটা—

ঃ আশ্চর্য্য !

১৬

এয়ারোড্রোম থেকেই মগনলাল ছুটলেন নেতার সঙ্গে দেখা করতে। অমূল্যভূষণের দৃঢ়তাব্যঞ্জক ব্যবহারবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এমন ভাবে নেতার কানে তুললেন, যাতে তাঁর মনে বদ্ধমূল ধারণা হ'ল যে, যে মফঃস্বল ডাক্তারকে নিজে হাতে ধরে এনে মন্ত্রীত্বের মসনদে বসিয়েছেন, তার এখন অহংকারে মাটিতে পা পড়ছে না। আর এমন ধারণার যা বিষময় ফল হওয়া স্বাভাি ক, তাই হ'ল। তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল নেতার মনের সাকুল্য অহমিকা। দৃপ্ত স্বরে মগনলালকে বললেন—

: কুছপরোয়ানেই। যে কোরেই হোক, ওকে জব্দ করতেই হবে।

ঃ তবে দাদা, আমি আমার প্ল্যান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি। শেষে আমায় দুষবেন না যেন।

ঃ না, কোন দোষই আপনার দোষ বলে ভাবব না, ভাবব গুণ বলেই। অমূল্যভূষণকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে মন্ত্রীর চেয়ে মন্ত্রীত্বের সুযোগ যাঁরা করে দেয় তাদের ক্ষমতা কিছুমাত্র কম নয়। আর ইচ্ছা করলে তারা এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে যাতে সাংগঠনিক শাখা পঙ্গু হয়ে তাকে গদী লাভে সহায়তা কবতে কড়ে আঙ্গুলটি পর্য্যন্ত তুলবে না।

ঃ তা হলে দাদা আমি যাই। মাত্র আঠাশ দিন হাতে আছে আর সামনের অমাবস্যার, ঐ দিনই কাজ হাসিল ক'রে দেব। আপনি শুধু মণ্ডল কংগ্রেসগুলোকে একটু টিপে দেবেন, যাতে মাত্র কটা দিন চোখ বেঁধে আর কানে তুলো গুঁজে থাকে।

ঃ ও এলাকার লোকরা এখন পর্য্যন্ত কোন সুপারিশেই অমূল্যভূষণের সহায়তা পায় নি, তাই তারাও ওর ওপর অসন্তুষ্ট।

ঃ তবে ত দাদা সোনায় সোহাগা। আচ্ছা আমি তবে চলি।

ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে যান মগনলাল। গাড়ীতে উঠেই সোফারকে বলেন—

ঃ তুরন্ত, জাজরিয়া ইণ্ডাসট্রিজ।

ঃ জি সাব।

মগনলালকে নিয়ে গাড়ী ছুটে চলে শাঁ শাঁ করে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কার এসে যায় যথাস্থানে। মগনলাল যান থেকে নেমে দ্রুত হেঁটে চলেন। দরোয়ান সাহেবকে এত ব্যস্ত ভাবে কোনদিন এর আগে চলতে দেখে নি। প্রতি পদক্ষেপে একটা উদ্ধত ভাবই দেখা গেছে তাঁর। তাড়াতাড়ি লিফটে উঠতে গিয়ে অসাবধানে হোঁচট খান মগনলাল। লিফটম্যানকে অনাবশ্যক ভাবে বলেন—

ঃ জলদি।

ঃ জি সাব।

বোঁ-ও-ও করে দুই, তিন, চার তলায় না থেমে লিফ্‌ট উঠে আসে একেবারে পাঁচ তলায়। চেম্বারে ঢুকেই মগনলাল নির্দিষ্ট নম্বর ডায়েল করে ফোনের রিসিভার কানে তুলে ধরেন।

ঃ হ্যাল্লো, কে, মিঃ রাও ?···আমি এইমাত্র ক্যাপিট্যাল থেকে ফিরলাম। আপনি রঞ্জিনী বিভাগের ডিরেক্টর কান্তিকুমার আব গুজব বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ মাসানীকে নিয়ে এখুনি চলে আসুন।

কি, কেন, কোন কিছুই না বলে মগনলাল সশব্দে রিসিভার রেখে দিলেন। তারপর মাথায় দ্রুত সঞ্চরনশীল চিন্তার উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে রিভলভিং চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করতে লাগলেন। কতক্ষণ ধরে এইভাবে পায়চারি করতেন মগনলাল তাব ঠিক ছিল না কিন্তু হঠাৎ সেই বেড়ালচোখী বাল্ব জ্বলে উঠে মিঁ-মিঁ-মিঁ শব্দে ডাকতে থাকায় তাঁর তন্ময়তায় ছেদ পড়ল। ছুটে গিয়ে নিজের আসনে বসে ইলেকট্রিক বেল টিপলেন বিলম্বিত লয়ে। শোনামাত্র ছুটে এলো খাস বেয়ারা। সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন পারসোন্যাল অফিসারের ঘরে আগত লোকদের ডেকে আনতে। বেয়ারা দ্রুত বেরিয়ে গেল।

পরক্ষণেই মি: রাও কান্তিকুমার ও মিঃ মাসানী সহ পুষডোর ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢোকামাত্র মগনলাল উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন—

: এই যে মিঃ রাও, ঠিক করলাম আগামী দেওয়ালীর দিন আমরা ফুল এনার্জি নিয়ে অমূল্যভূষণের নির্বাচন এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়ব।

: খাদ্যমন্ত্রী কি তবে আমাদের নেতার চিঠি আমল দিল না ?

: হ্যাঁ মিঃ রাও, দিল না। পিঁপড়ের পাখা গজায় মরবার জন্যই—এ কথাটা যে কথার কথা নয়। তা বোঝা গেল।

: দাদাকে বলেছেন এ কথা ?

জানতে চান মিঃ রাও।

: ও সব ষ্টেজ শেষ হয়ে গেছে। ল্যাণ্ড করেই আমি ছুটেছিলাম তাঁর কাছে। দাদা বলেছেন ওখানকার কংগ্রেসের সকল ইউনিটই তাঁর কব্জিতে। তাই তারা যতটুকু সম্ভব সাহায্য করবে।

: তবে আমরা এগুবো কিভাবে, সে প্ল্যান···

বলতে যাচ্ছিল মিঃ রাও, তাকে বাধা দিয়ে মগনলাল বলেন—

: আমরা আগামী অমাবস্যার রাতে ও অঞ্চলের সব দোকান গুলোয় চাল, গম যা আছে সব টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে এমন অবস্থাব সৃষ্টি করব যে পর দিন থেকে কোন দোকানে এক কণা খুদ পর্যন্ত থাকবে না। দিকে দিকে উঠবে বুবুক্ষু মানুষের হাহাকার !

: কিন্তু সংগ্রহ করা জিনিষগুলো কোথায় নিয়ে যাবো ?

: কেন, বর্ডার পেরিয়ে আমাদের যে আণ্ডার গ্রাউণ্ড গোডাউন আছে, সেখানে।

: কিন্তু তখন যদি পাশের জেলা থেকে এরা জরুরী অবস্থায় খাদ্যশস্য এনে অভাব মেটায়।

: তা যাতে না আনতে পারে সে জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদের মধ্যে আমাদের ইনফরমারদের এবং গুজব বিভাগের

লোকদের মিশিয়ে দিয়ে এমন গুজব ছড়িয়ে দিন, যাতে বলা হবে যে সরকারের মজুদ ভাণ্ডার খতম, তাই সব জেলার চাল-গম যা আছে ছুতোনাতায় নিয়ে যাচ্ছে। আর এজন্য সম্পূর্ণ দায়ী খাদ্যমন্ত্রী স্বয়ং অমূল্যভূষণ।

ঃ তাতে সুবিধা ?

রাও জানতে চান।

ঃ তা হলে পার্শ্ববর্তী জেলার লোকেরা ধান-চাল-গম ছাড়বে না ও সরাতে দেবে না। পুলিশের সঙ্গে বাধবে সংঘর্ষ।

ঃ নট এ ব্যাড আইডিয়া। বেশ, তবে সেই ভাবেই সব ব্যবস্থা করে ফেলা যাক।

বলে মিঃ রাও। মগনলাল সঙ্গে সঙ্গে বলেন—

ঃ সারা মহকুমায়, বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে যাবার হাই ওয়ের দু'ধারের প্রতি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে ঐ রাতে হয় যাত্রা, না হয় আমাদের রঞ্জিনী স্কোয়াডের নাচের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে জনসাধারণ সংস্কৃতির নেশায় সারা রাত মজে থাকে।

ঃ সেই সঙ্গে আর একটা কাজ করলে কেমন হয় স্যার, ও অঞ্চলের কংগ্রেস বিরোধী প্রধান কজা চীনাপন্থী কম্যুনিষ্টদের দিয়ে যদি বড় রকমের একটা গণ ডেপুটেশনের ব্যবস্থা করা যায়।

ঃ হ্যাঁ, সে কাজ করা হবে, তবে আমাদের কাজের পর। এখন আমরা কংগ্রেসের অরগ্যানাইজেশনাল সাপোর্ট ত তলে তলে পাচ্ছিই দাদার কৃপায়। যদি সব দিক ম্যানেজ করে ঐ অঞ্চল থেকে খাদ্যশস্য সব পাচার ক'রে দিতে পারি তবে তার পরেই নাটক জমে উঠবে। জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠামাত্র সে সুযোগ বাম কম্যুনিষ্টরা যাতে নেয় সে জন্য একটু ফোড়ন দিয়ে দিলেই কাজ হবে।

ঃ তা হলে আমাদের কাজগুলো মোটামুটি হবে—এক, রঞ্জিনী স্কোয়াডকে ব্যবহার। দুই, বিশেষ বিশেষ স্থানে ওদিন নাচ বা যাত্রার আয়োজন। তিন, অঞ্চলের কংগ্রেসের সাংগঠনিক শাখার ইনফ্লু-

য়েন্সিয়ালদের উদ্দীপ্ত করা। চার, যত বেশী সংখ্যক সম্ভব পুলিশ ও আই বি অফিসারদের মেডিক্যাল নিয়ে অকেজো করিয়ে রাখা। পাঁচ, খাদ্য ব্যবসায়ীদের টাকা দিয়ে সব স্টক নিয়ে নেওয়া। ছয়, যথা দিনে প্রচুর সংখ্যক লরীর ব্যবস্থা করে দুর্দ্ধর্ষ ইণ্টার ন্যাশনাল স্মাগলারদের সহায়তায় অনেকটা কনভয়ের মত করে সব খাদ্যশস্য বর্ডার পার করিয়ে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে আমাদের আণ্ডার গ্রাউণ্ড গোডাউনে নিয়ে যাওয়া, কেমন কিনা ?

ঃ একজাক্টলি সো। তা হ'লে মিঃ মাসানী, আপনি কাল থেকেই গুজব বিভাগকে তৎপর করে তুলুন, কেমন ?

ঃ ওঃ, ইয়েস।

ঃ তা হ'লে স্যার আমাদের জরুরীকালীন সিগন্যাল, রেড লাইটগুলো জ্বালিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি গে মেন এনট্রান্সের দৈত্য-মুখ থেকে প্রত্যেক বিভাগের সদর দরজায়।

ঃ নিশ্চয়। সেই সঙ্গে প্রত্যেক বিভাগের ইনচার্জকে ডেকে ঐ দিনের স্পেশাল প্রোগ্রাম সম্পর্কে বুঝিয়ে পুরোমাত্রায় প্রস্তুত হতে বলে দিন।

ঃ তা ছাড়া যাত্রা কোম্পানীগুলোকেও বায়না দেবার ব্যবস্থা করতে হবে ইমিডিয়েটলি।

ঃ আমাদের ইনফরমার ও ঐ অঞ্চলের পেন্সনহোল্ডারদের নামে যাত্রা পার্টি বুক করবেন। বলা ত যায় না, যদি সাকসেসফুল না হই, তবে যেন পুলিশ ইনভেষ্টিগেশনে নেমে আমাদের টিকির নাগাল না পায়।

ঃ তবে স্যার এক কাজ করা যাক, ঐ অঞ্চলের সংস্কৃতিবিলাসী টাউট ও মস্তানদের নিয়ে এক একটা এণ্টারটেনমেণ্ট গ্র প করে তাদের দিয়ে ও দিকটা ম্যানেজ করার ব্যবস্থা করি। ওসব লোকের ত আদর্শের কোন বালাই নেই, টু পাইস দিলেই যা খুসী করিয়ে নেওয়া যাবে।

রাওয়ের কথা শেষ হতেই মগনলাল বলেন—

ঃ বেশ, ও বিষয়ে আপনি যা ভাল বোঝেন করুন। তবে একটা কথা মনে রাখবেন যে, বেসামাল কিছু ঘটলে দাদা যে দাদা সেও আমাদের সেভ করতে আসবে না। সুতরাং আমাদের প্রোটেকশনের ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে।

ঃ সে ত' বটেই, প্রেজেণ্ট পলিটিক্যাল লিডারদের একমাত্র মুর্খ ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করতে পারে না।

ঃ আব একটা কথা, ধান, চাল, গম এমন শর্ত্তে দাদন নেবেন, যাতে ওয়ান ফোর্থ কষ্ট ডিসকাউণ্ট দিলে যেন ফেরৎ নিয়ে নেয়। কেননা বলা ত' যায় না, শেষ পর্য্যন্ত যদি কোন কর্ণার থেকে প্রোগ্রামটা লিক-আউট হয়ে যায়।

মগনলাল বলেন।

ঃ কিন্তু স্যার, এমন যদি হয়, অর্থাৎ কোন দোকানদার যদি আমাদের টার্মস-এ রাজি না হয়।

রাও জানতে চায়।

ঃ সে সব লোকদের একটা লিষ্ট করে রাখবেন. ঐ দিন রাতেই তাদের গুম ক'রে দেওয়া হবে। তারপর দোকানের তালা ভেঙ্গে মাল সরিয়ে দেওয়া হবে।

ঃ হ্যাঁ, সে ছাড়া ত' আর কোন পথ খোলা নেই। তা হ'লে স্যার এই ভাবেই সব দিক প্রিপ্যারেশনের ব্যবস্থায় লেগে যাই।

ঃ নিশ্চয়ই। শুভস্য শিগ্রম্ অশুভস্য কাল হরনম্।

মগনলাল বলেন। মিঃ বাও ও মিঃ মাসানী তাঁকে নমস্কার করে বেরিয়ে যান।

১৭

ফাইল হাতে হাসতে হাসতে বিদ্যোত্তম বেরিয়ে আসে অমূল্য-ভূষণের চেম্বার থেকে। অবশেষে ফুড ডিপার্টমেণ্টের অনেক অন্যায়ের নায়ক ডিরেক্টরটিকে সরাবার সম্মতি সে আদায় করেছে খাদ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে। গত পনর দিন ধরে বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের দিয়ে ওয়াচ করেছে বিদ্যোত্তম। তারপর প্রমাণের তীরগুলোয় ফাইল-তূণীর পূর্ণ হয়েছিল ওর। সেই তূণীরই রিপোর্টের মাধ্যমে পেশ করেছিল সে অমূল্যভূষণের শেষ বিবেচনার জন্য। রিপোর্টের যুক্তিগুলো বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়ে সম্মতি জানিয়েছেন অমূল্যভূষণ। তাই এবার ফুড ডিপার্টমেণ্টেব ডাইরেক্টরের মাথায় পড়বে স্ক্রিনিয়ের খড়গ।

হৃষ্ট মনে বিদ্যোত্তম ফিরে আসে নিজের চেম্বারে। নিজের আসনে বসেই টেবিলের বেলটায় থাপ্পড় মারে। বেল শুনেই ছুটে আসে বেয়ারা।

ঃ ষ্টেনোগ্রাফার বাবুকো বোলাও।

বেয়ারা বেরিয়ে যেতেই বিদ্যোত্তমের মনটা যেন গুণগুণিয়ে ওঠে। ভাবে, হ্যাঁ, এতদিনে ফুড ডিপার্টমেণ্টের অন্ততঃ উপরের আমলা মহল থেকে দুর্নীতির ঘুঘুদের সরান গেল। এবার সব ঢেলে সাজিয়ে এমন সুন্দর ও সাবলীল কর্মধারা গ্রহণ করতে হবে যাতে অন্ততঃ অভাবী লোকদের দু' বেলা দু' মুঠো খাবার সন্ধানে খাদ্যের কালাবাজারীদের দুয়ারে তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত পয়সাগুলো সব ঢেলে দিয়ে আসতে না হয়।

ষ্টেনোগ্রাফার ঘরে ঢুকতেই বিদ্যোত্তম বলে—

ঃ লেটারটা ইম্পরট্যাণ্ট এ্যাণ্ড কনফিডেন্সিয়াল। ইভ.ন আপনার কো-ওয়ারকারদের কেউই যেন জানতে না পারে।

ঃ আচ্ছা স্যার।

: আর হ্যাঁ, টাইপ হ'য়ে যাওয়ামাত্র নিয়ে আসবেন, আমি সই করে ডেসপ্যাচ করিয়ে দেব।

: তাই হবে স্যার।

: হ্যাঁ, লিখুন।

বাছাই বাছাই শব্দ সমন্বয়ে ডিক্টেশন দিয়ে যায় বিদ্যোত্তম। ষ্টেনোগ্রাফারের হাতের পেন্সিল দ্রুত লয়ে নোট বইয়ের বুকে কাটে আঁকিবুকি।

ডিক্টেশান দেওয়া শেষ হ'তেই ষ্টেনোগ্রাফার চলে যায় তার টেবিলে চিঠিটা টাইপ করতে। এই অবসরে বিদ্যোত্তম বক্স ফাইলে রাখা কয়েকটা ফ্ল্যাপ লাগানো জরুরী চিঠি বের ক'রে তাতে চোখ বুলাতে থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে বিদ্যোত্তমের মনে হ'ল যে এতক্ষণে ষ্টেনোগ্রাফারের টাইপ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এমনই ভেবে বেয়ারাকে ডাকতে বেল বাজাতে যখন যাবে ঠিক তখনই ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক'রে বেজে উঠলো টেবিলের ডান পাশে রাখা টেলিফোন। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে কানে লাগিয়ে বলে—

: হ্যাল্লো, বি, ব্যানার্জী স্পিকিং!

টেলিফোনের তার বাহিত হয়ে অপর দিক থেকে এক মিষ্টি মেয়ে কণ্ঠ ভেসে আসে—

: সে ত বুঝতেই পারছি, কিন্তু আমি কে বলুন ত'?

আশ্চর্য! অফিস আওয়ারসে টেলিফোনে এভাবে কোন নারীকণ্ঠ তার ফোনে কথা বলবে এমন অভিজ্ঞতা বিদ্যোত্তমের এর আগে আর হয় নি। তাও আবার কেমন এক রহস্যপূর্ণ স্বরে তাকেই জিজ্ঞেস করছে নিজের পরিচয়। এই সব ভাবতে ভাবতে বিস্মিত বিদ্যোত্তম বলে—

: মানে, এসকিউজ মি ম্যাডাম, আমি ত' ঠিক···

ঃ চিনতে পারলাম না—এই বলবেন ত' ?

বিদ্যোত্তমের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে টেলিফোনের অপর প্রান্তের দৃঢ়ভাষিনী বলে কেমন এক প্রহেলি স্বরে।

ঃ একজাক্টলি সো। কিছু মনে করবেন না. যদি আপনার···

ঃ পরিচয়টা চাচ্ছেন ? কিন্তু কোন পরিচয়ই যে আমার নেই, আমার ছবি খবরের কাগজে বা সাময়িক পত্রিকায় ছাপা হয় না,আমার নেই অগনিত অসংখ্য ফ্যান, আমি ত' নই কোন নামজাদা···

ঃ ও, ইয়েস, বুঝতে পেরেছি, আপনি বিভোরা দেবী বলছেন।

ঃ কি সৌভাগ্য আমার! তবু ভাল, শেষ পর্য্যন্ত চিনতে পারলেন এবং না চেনার ভাণও করলেন না।

ঃ কি ব্যাপার বলুন ত' ? হঠাৎ ফোন কেন ?

ঃ ভীষণ বিপদে পড়েছি ; যদি কাইণ্ডলি এক্ষুনি একবারটি আমার ফ্ল্যাটে চলে আসেন।

ঃ কিন্তু কি এমন বিপদ যে···

ঃ এমন বিপদ, যা অন্ততঃ টেলিফোনে বলা যায় না। তা ছাড়া এই বিদেশ বিভূঁই, আমি একা মেয়ে···।

ঃ কিন্তু এখন অফিস আওয়ারস, এ সময়—

ঃ সেটা জানবার মত বুদ্ধি অন্ততঃ আমার আছে—এটুকু বিশ্বাস করতে পারেন। আর এও জানি যে ফুড ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারীর কাছে কৈফিয়ৎ চাইবার মত ইমেজিয়েট বস কেউ নেই। কেন না তিনিই দণ্ডমুণ্ডের প্রায় কর্তা।

ঃ না, মানে···

ঃ না, মানে আপনাকে আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। জানি না বিশ্বাস করবেন কিনা—তবে আমি অভিনেত্রী নই, সুতরাং বিশ্বাস করতে পারেন যে টেলিফোনে কথা বল্‌তেও আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। একটি ভদ্রমহিলা বিপদে পড়ে কোন ভদ্রলোককে টেলিফোন করলে

এই রকম লেম এস্‌কিউজ দেখানো সম্ভব এমন কথা ভাবলে আমি আপনাকে টেলিফোন করতাম না।

কথা শেষ ক'রেই ও পক্ষ সশব্দে রিসিভার রেখে দিল—বিদ্যোত্তমের হাতে ধরা রিসিভার তার কানে এ সংবাদ পৌঁছে দিল। রিসিভারটা যথাস্থানে রাখতে রাখতে ও ভাবল, আশ্চর্য! সেই পরিচয়ের প্রথম থেকে মেয়েটি যে কুহেলী ব্যবহার স্বরু করেছে, তার কুল কিনারা কিছুরই নাগাল সে পাচ্ছে না। অথচ গত সাত দিন ধরে বিচিত্রা সেনের সান্নিধ্যে রাজধানীর দর্শনীয় স্থানে জয় রাইড-এ যাবার, নানা বিষয়ে কথা বলার, অটোগ্রাফ নেবার সব সুযোগই মেয়েটি হাসতে হাসতে তাকে করে দিয়েছে। কিন্তু ঐ এক দোষ, এই রোদ, এই মেঘ। এই হাসি এই রাগ। ঠিক যেন সিরিও কমিক অভিনয়ের মত।

এই সব ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তেই যেন বিদ্যোত্তম কলিং বেল টিপলো। বেয়ারা ছুটে আসতেই তাকে বলল—

ঃ আমি একটু বেরুচ্ছি ; ফাইলগুলো আলমারিতে তুলে রাখ।

ঃ জি সাব।

কথা শেষ করে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে, পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে, তা থেকে একটা নিয়ে ঠোঁটে লাগিয়ে, লাইটার দিয়ে ধরিয়ে, চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে বিদ্যোত্তম।

বেয়ারা, বাবুর্চি থেকে আয়া পর্য্যন্ত সবাইকেই ছুটি দিয়ে দিয়েছে বিভোরা। বিদ্যোত্তম ব্যানার্জীকে কেন্দ্র ক'রে আজ তার রঙ্গিনী জীবনের এক নতুন দৃশ্যের অভিনয়ের আয়োজন করেছে সে। বাজিয়ে দেখতে চায় বিদ্যোত্তমের মনে নিজের কোন প্রভাব এই সাত দিন ধরে বিচিত্রার উপস্থিতির সুযোগের সান্নিধ্যে সে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে কিনা। এ পরীক্ষায় অবশ্য এত তাড়াতাড়িই যে সে অবতীর্ণ হ'ত, তা নয় কিন্তু রাজধানীর ইনফরমার এবং প্রেসিডিয়াম

সদস্য সুজন সিংয়ের নির্দেশে এক মায়াপাশ রচনার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও হঠাৎই অবতীর্ণ হ'তে হচ্ছে।

যে ওষুধ সে টেলিফোন মারফৎ প্রয়োগ করেছে তার ফল পেতে বড় বেশী হ'লে আধ ঘণ্টার ওপর কিছুতেই লাগবার কথা নয়। তবে ও ভাবে ঝপাং করে রিসিভারটা না রেখে দিয়ে বিদ্যোত্তমের মনোভাবটা পরীক্ষা ক'রে দেখলেই হত। কিন্তু বিদ্যোত্তমের ওপর সেই প্রথম দিনের পরিচয়ের ক্ষণটি থেকেই ওর মনে কেমন যেন একটা অনুরাগ-অভিমান মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশেষ ক'রে বিচিত্রা সেনের মত প্রায় প্রৌঢ়ার প্রতি তাজা জোয়ান বিদ্যোত্তমের ঐ আকর্ষণটাকে ও যেন কিছুতেই ভাল মনে নিতে পারছে না। আশ্চর্য, কি সে আকর্ষণ যে জন্য এই অভিনেত্রীদের প্রতি তা বড় তা বড় শিক্ষিত মানুষরা পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে। মাঝে মাঝে বিভোরার মনে হয় ওদের সাইকো এ্যানালিসিস বিভাগের ডিরেক্টরকে এ নিয়ে একদিন প্রশ্ন করবে।

বিদ্যোত্তম বলেছিল সেদিন—সে নাকি বিচিত্রার প্রতিষ্ঠার প্রতি মনে মনে জেলাস। জেলাস না ছাই। অন্য হাজারো লাখো লোক ত' বিচিত্রার প্রতি আকৃষ্ট, তার স্তাবক, তাই বলে বিভোরা কি তাদের জন্য মাথা ঘামায় নাকি! কিন্তু কেন যে বিদ্যোত্তমের বিচিত্রার প্রতি এতটা স্তুতিময়তায় আক্ষেপ, ইর্ষা, তা ও নিজেই কি ছাই বোঝে। অযথা যেন ওর মনে হয় বিদ্যোত্তমের এটা বাড়াবাড়ি। সত্যিই ত, অমন একজন ব্রিলিয়াণ্ট স্কলার আর ব্রাইট ক্যারিয়ারের মানুষ সামান্য একজন অভিনেত্রীর প্রতি কেন এতটা ঝুঁকে পড়বে। কি আছে বিচিত্রার মধ্যে। অভিনয় ধারায় কিছুটা ছলা-কলা দেখিয়ে দর্শককের মন কেড়ে নেওয়ার টেকনিকটুকু ছাড়া আর ত' কিছু নয়। তাই বলে বিদ্যোত্তমও আর পাঁচটা তথাকথিত ফ্যানের মত তার প্রতি আকৃষ্ট হবে!

এই সব ভাবতে ভাবতেই ড্রেসিং টেবিলে বসে বিভোর নিজেকে

স্বল্প প্রসাধন প্রলেপেসাজিয়ে নিতে থাকে। আজ যেন ওর মনে কেমন একটা জেদ চেপে গেছে। যে বিদ্যোত্তম বিচিত্রার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তার মুখে কি একবারও বিভোরা নামের যৌবনবতী এই মেয়েটির একটু স্তুতিও ভাষা পেতে পারে না। যদি ব্যর্থ হয় সে আজ, তবে তার রূপ ব্যর্থ, ব্যর্থ হবে যেন তার যৌবনে উদ্‌ভাসিত দেহ-সজ্জা। আর সেই সঙ্গে হাহাকার উঠবে তার কুমারী মনের একান্ত প্রকোষ্ঠে।

মনের ভাবনা ও হাতের প্রসাধন প্রলেপেরব্যস্ততার সঙ্গে বিভোরা কানটা সজাগ রেখেছিল রাস্তার দিকে। ওর সারা অনুভূতি যেন মটরের বিশেষ ধরনের হর্ণের জন্য উৎকর্ণ হ'য়ে ছিল। এ প্রতীক্ষা বিভোরার ব্যর্থ হ'ল না। এক সময় বিদ্যোত্তমের কার-এর হর্ণ ওর কর্ণপটহে এসে আঘাত হানতেই ও বিদ্যুৎপৃষ্টের মত উঠে পড়ে ছুটে যায় শোবার ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে দেয় নিজের দেহ শয্যার বুকে। মুখে চোখে ফুটিয়ে তোলে একটা নিদারুণ যন্ত্রণার জ্বালা। মনে মনেঠিক করে রাখে যে, দোতালায় বিদ্যোত্তমের জুতোর শব্দ পাওয়ামাত্র ও কাতরতায় উথালি-পাতালি শুরু করে দেবে। আরও মনে ভাবে যে আজ ও বিদ্যোত্তমকে দেখিয়ে ছাড়বে, বিচিত্রা সেনই কেবল অভিনয় করতে জানে না, বিভোরা নামের মেয়েটিও ইচ্ছে করলে ওরকম অভিনয় হাসতে হাসতে অনায়াসে করতে পারে।

গাড়ী পার্ক করিয়ে নেমে দরজা বন্ধ ক'রে, চাবি আটকিয়ে, বিদ্যোত্তম ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে বিপরীত দিকের দোতলার ফ্ল্যাটের দিকে। একে একে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে আসে। দেখে, ফ্লাটের দরজা ভেজানো। আস্তে আস্তে টোকা মারে দরজায়। কিন্তু না, কারও দেখা নেই। কি করবে ভাবতে ভাবতে চাপ দেয় তাতে। সঙ্গে সঙ্গে উন্মুক্ত হয় অর্গলহীন কপাট। আর সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণাকাতর নারীর চাপা কাৎরানী কানে ভেসে আসে। তাই ত, কি করে সে। বেয়ারা বাবুর্চি আয়াদের কেউই নেই নাকি বাড়িতে। হ্যাঁ,

টেলিফোনে যেন মনে হয়েছিল কি এক যন্ত্রণার রেশ ছিল তার স্বরে। ভাবতে ভাবতে গুটি গুটি পা ফেলে এগিয়ে যায় বিদ্যোত্তম হল ঘর সন্নিহিত বেড রুমের দিকে। ভেজানো দরজার কাছাকাছি আসতে যন্ত্রণাকাতর বিভোরা যে কোন এক ব্যথায় উদ্বেল তা আঁচ করতে পারে বিদ্যোত্তম। একটু ভেবে দরজায় নক করে। কিন্তু না; তবু খুলে দেয় না কেউ দরজা। তবে কি সত্যিই বাড়ীতে কেউ নেই। তার মত কোন তরুণের একা কোন কুমারীর কক্ষে বেমালুম ঢুকে পড়াটা কি শোভন হবে। কিন্তু ওদিকে ঘরের ভেতরে যন্ত্রণাকাতর নারীর আক্ষেপ আরও তীব্র যে হচ্ছে তা বুঝতে পারে বিদ্যোত্তম। শেষ পর্য্যন্ত সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে দরজায় চাপ দেয় ও। খুলে যায় পাল্লাদুটো। দেখে বিছানার বুকে যন্ত্রণা-উদ্বেল বিভোরা উথালিপাতালি করছে। না, আর কোন দ্বিধা চলে না। হয়তো ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস। কোশ্চেন অফ লাইফ এ্যাণ্ড ডেথ। ধীরে ধীরে বিদ্যোত্তম এগিয়ে যায় পালঙ্কের কাছে। কুশন টুলটা টেনে নিয়ে ওপাশ ফিরে শোওয়া বিভোরার মাথার কাছে বসে আস্তে আস্তে বলে—

ঃ শুনছেন, আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

না, ওপক্ষ নিরুত্তর। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে অসহায় ভাবে পাশ ফিরে আছে বিভোরা। উদাল গায়ে ওর শুধু পরণের ওয়াশ-এন-উইয়ার শাড়ীর আঁচল জড়ানো। তার ওপর একটা র‍্যাপার।

ঃ দেখুন, যদি খুব কষ্ট হয়, কোন ডাক্তারকে কল দেব?

ডাক্তারের নাম শোনামাত্র যেন ক্ষিপ্ত হয়ে পাশ ফেরে বিভোরা। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে—

ঃ দোহাই আপনার, ডাক্তার ফাক্তার ডাকবেন না। এসেই কিছু না বুঝে আমার শরীরে হয়তো বিনা দ্বিধায় ইয়া বড় সূঁই ফুঁড়িয়ে দেবে, তার চেয়ে যন্ত্রণায় মরে যাব, সেও ভাল।

কথা শেষ করেই বিভোরা আবার যেমন ছিল, তেমনি পাশ

ফেরে। বিদ্যোত্তম কেমন যেন অসহায়তা বোধ করে। কুণ্ঠিত স্বরে বলে—

ঃ তবে আমার বাড়ী থেকে একটা ওষুধ নিয়ে আসি, তাতে যে কোন ব্যথায় চমৎকার কাজ করে।

ঃ উঃ মাগো, আপনি কি আমায় আরও যন্ত্রণা দিতে এলেন? যা-তা ওষুধ খেলেই আমার গায়ে এখুনি চাকা চাকা দাগ উঠে যাবে। এলার্জি আছে না আমার। সেবার একটা মাত্র এ্যানাসিন খেয়ে তিন দিন ধরে সে কি কষ্ট।

পাশ ফিরে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে আবার যেমন তেমনি উঃ আঃ করে ককাতে থাকে বিভোরা।

ঃ কিন্তু ব্যথাটা কোথায় আপনার?

প্রশ্ন শুনে পাশ ফিরে বিভোরা পেটের ওপর রাখা চাদরে চাঁপার কলির মত আঙ্গুল রেখে বলে—

ঃ এই যে নাইয়ের কাছ থেকে ব্যথাটা শুরু হয়ে বুকের দিকে উঠে যায়।

ঃ একা আপনি বাড়িতে, বেয়ারা আয়া এরা সব কোথায়?

ঃ বাবুরা দল বেঁধে সব সিনেমা দেখতে গেছে। তাতেই ত' বাধ্য হয়ে ডাকলাম আপনাকে।

ঃ কিন্তু আমিই বা আপনার কি উপকারে লাগতে পারছি। ডাক্তার ডাকতে হবে না; ওষুধও খাবেন না, এভাবে কষ্ট সইবার কোন মানে হয়?

ঃ যন্ত্রণাটা ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই কমতে পারে একটা কাজ করলে, কিন্তু আপনাকে বলতে আমার ভারি লজ্জা করছে। হাজার হলেও আপনি পুরুষ মানুষ তো। তার ওপরে ডাক সাঁইটে অফিসার।

ঃ রোগীর সেবা যখন করতে এসেছি তখন পুরুষ হিসাবেও না অফিসার হিসাবেও না, মানুষ হিসাবেই করছি। বলুন না কি করতে হবে।

ঃ আপনি কি পারবেন।

ঃ আহা বলুনই না, দেখুন না পারি !

ঃ বলছেন যখন তখন বলেই ফেলি, শেষে অপরাধ নেবেন না যেন।

ঃ আবার ভণিতা হচ্ছে, তবে কিন্তু চলে যাব এখুনি।

ঃ আহা, আমি অসুস্থ, তাও আমার ওপর রাগ করতে পারছেন। আপনি কি মানুষ না পাষাণ ?

কান্না ভেজা কণ্ঠে বলে অভিমানে পাশ ফিরে শোয় বিভোরা।

ঃ আহা রাগ করছেন কেন। দোহাই আপনার, যা বলার বলে ফেলুন।

বলে হাত বাড়িয়ে বিভোরার বাঁ হাতের ডানায় ঠেলা মারে বিদ্যোত্তম। বিদ্যুতের শখ খাওয়া বিভোরা পাশ ফিরে বলে—

ঃ বাথরুমে গিয়ে দেখবেন নারকেলের তেলের শিশি আছে। হাতের চেটোয় একটু তেল নিয়ে তাতে জল মিশিয়ে দু' হাতে বেশ করে মাখিয়ে নিয়ে আমার পেটটায় মালিশ করে দিন।

রোগিনীর কথায় বিদ্যোত্তমের কুমার মনটা কেমন যেন ভূমিকম্পের ভারে কেঁপে ওঠে। না, যতই অসম্ভব ব্যাপার হোক, আর পেছনো চলে না। তবে পৌরুষে আঘাত হানবে অসুস্থ যুবতী। হার জীবনে কখনও সে স্বীকার করেনি। শেষে কিনা একটা মেয়ের কাছে হেরে যাবে। চেয়ার ছেড়ে উঠে বাথরুমের দিকে এগিয়ে যায় বিদ্যোত্তম। বিভোরা এই অবসরে প্রাণখুলে খানিকটা হেসে নেয়। ভাবে পুরুষের দম্ভ, সে ত' নারীর কৃপার বস্তু। নারীরা যে জাত অভিনেত্রী তা বিদ্যোত্তম যানে না বলেই না সে বিচিত্রা সেনের ফ্যান। করুক না দেখি বিচিত্রা এমন বাস্তব অভিনয়। অথচ ওদের অভিনয় শিখিয়ে দেয় ডিরেক্টর। কিন্তু বিভোরাকে কে অভিনয় শিখিয়ে দিয়েছে ? বিদ্যোত্তমের সাড়া পেতেই বিভোরা পাশ ফিরে শুয়ে ককাতে থাকে। ও ফিরে এসে টুলটা টেনে নিয়ে বসে বলে—

ঃ শুনছেন, পাশ ফিরুন।

পাশ ফিরতে গিয়ে বিভোরা চোখ বোঁজে। কেমন যেন ওর মায়া হয় বিদ্যোত্তমের মুখে চেয়ে তার এই অসহায় অবস্থা দেখতে।

ঃ চাদর আর কাপড়টা সরিয়ে নিন, আমার দু'হাতেই যে তেল মাখানো।

তেল-জলে দু'হাত প্রার্থনার ভঙ্গীতে রাখা বিদ্যোত্তম বলে।

চোখ বুজেই বিভোরা চাদর ও কাপড় সরাতে গিয়ে পেট থেকে বুক অবধি উদালক'রে দিয়ে বসে। বিদ্যোত্তমের তা দেখে লজ্জায় চোখ বুজতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে যায় কাকের চোখ বুঁজে কলার কাঁদিতে মাংসের টুকরো লুকিয়ে রাখার কথা। সামনে শায়িতা কুমারী নিজেই লজ্জায় চোখ বুঁজে আছে আর অজান্তে উন্মুক্ত করে দিয়েছে তার কুমারীবক্ষের বৈভব। লজ্জার অস্তিত্ব একের চোখে নয়—দু' বা অধিকের চোখে। এখানে এই নির্জন কক্ষ, লজ্জাতুরা হবার কথা যার সে চোখ বুজে নিজেকে ত' আড়ালই করে রেখেছে। তাই তার পক্ষে আর লজ্জা পাওয়ার কি আছে।

অতঃপর বিভোরার নাভিদেশে তেল-জলের হাত রেখে মালিশ শুরু করে বিদ্যোত্তম। দেহের কোষে কোষে, শিরায় শিরায় যেন ওর বইতে থাকে কি এক অনাস্বাদিতপূর্ব রোমাঞ্চ!

কোন অদৃশ্য শক্তির নির্দেশে বারবার শায়িতা কুমারীর পেট থেকে তার হাতটা বুকের দিকে উঠে যায় তা কি বুঝতে পারে বিদ্যোত্তম। বুঝতে পারে হয়তো তা বিদ্যোত্তম, কিন্তু তার সংযমের শেষ বাঁধ দিয়েও সেই অদৃশ্য শক্তিকে রুখতে পারে না। শাস্ত্রে দেখা যায় মুনিঋষিরাও অপ্সরাদের কাছে সংযম রক্ষা করতে পারে নি। সে ত' মানুষ মাত্র।

লজ্জাতুরা বিভোরার দেহের রোম কুপে কুপে যেন কি এক জাগরণ। একটা রোমাঞ্চিত অনুভূতিতে তার দেহমন ধীরে ধীরে আবিষ্ট হয়ে আসে। শরীরের রক্তবাহি শিরাগুলো দপ্ দপ্ করে যেন জ্বলে

আর জ্বলে। একটা অমৃত সৌরভ যেন ছড়িয়ে পড়ে আজ এই কক্ষ গহ্বরে। যৌবনের উন্মাদনায় বিহ্বল বিভোরা এক সময় বিছানায় উঠে বসে। চোখ দুটো তখন ওব জবার মত লাল! বিদ্যোত্তমের প্রশস্ত বুকে হঠাৎ ও পাগলিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে—

ঃ এ তুমি কি করলে বল ত!

এ প্রশ্নের কোন উত্তর জানা ছিল না বিদ্যোত্তমের। বোধ হয় নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার পর আদমেরও এ প্রশ্নের উত্তর জানা ছিল না। নিরুত্তর ও আরও গভীর আলিঙ্গণে আলিঙ্গিত করে তার বুকে যৌবনবতী সেই কুমারী ইভকে।

১৮

এক অমৃত উপলব্ধির অথৈয়তায় অবগাহন করে যেন আজ এক অমিথুন মানব-মানবীর মিলিত.যৌবন।

পশ্চিমের আকাশে অস্তমান সূর্য্যের শেষ রশ্মির ছটা। এখানে সেখানে রঙ্গিন মেঘের পাহাড়। উদার নীল আকাশের বুকে পাখা দুলিয়ে ঘরে ফিরছে অগুণতি বলাকা দম্পত্তি। সারা দিন মাঠে মাঠে মোষ চড়িয়ে রাজধানী সন্নিহিত গ্রামের রাখাল ছেলেরা মোষের পিঠে চেপে ফিরছে গৃহপানে। আকাশে-বাতাসে বনে-উপবনের যেন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে একটি কথা, বেলা যে যায়!

সত্যিই অস্তমান বেলা বিদায় নিল এ গোলার্দ্ধের বুক থেকে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আবছায়া-ওড়নার আড়ালে মুখ লুকালো পৃথিবীর যত আলো। বিভোরার ঘরের আলোটুকুও এক সময় নিঃশেষে মুছে গেল। বিদ্যোত্তমের কাঁধে সমর্পিতা ও যেন কোন্ সুদূর থেকে গভীর স্বরে বল্‌ল—

ঃ এই, ছেড়ে দাও আমায়।

ঃ ছেড়ে দেব বলে ত ধরা দাও নি তুমি।

মুগ্ধতামাখা স্বরে বলে বিদ্যোত্তম।

ঃ তাই বুঝি!

ঃ তা নয়? তোমার মন কি বল্‌ছে?

: মনের সব কথা শুনতে নেই। প্লীজ, ছেড়ে দাও।

ঃ ধরে কি রেখেছি আমি, পারব কি ধরে রাখতে। ধরা না দিলে জগতের কোন কিছু কি ধরা যায়?

ঃ তেমন করে ধরে রাখলে কে আর ছাড়িয়ে নিতে সাহস করে, বল?

ঃ বেশ! মনে থাকে যেন।

বলতে বলতে বিদ্যোত্তম তার সবল দুটি বাহুর বন্ধন শিথীল করে দেয় এই অবসরে।

বিদ্যোত্তমের বক্ষলগ্না বিভোরা নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে নেমে পড়ে মেঝেয়। হঠাৎ কি এক লজ্জা আর শঙ্কা এসে ওর নারী হৃদয়ের অনুভূতিকে যেন জাপ্টে ধরে। এতক্ষণ সত্যিই যেন ওরা ডুবে গিয়েছিল গাঢ় অথৈ আঁধার সমুদ্রে। পরনের শাড়ীর আঁচলটায় বুক-পিঠ ঢেকে নিয়ে ইলেকট্রিক সুইচের কাছে গিয়ে ও আলো জ্বেলে দেয়। সুতীব্র আলোয় হেসে ওঠে ঘর। বিদ্যোত্তম আসন ছেড়ে উঠে পড়ে আলোর মতই হেসে বলে—

ঃ চলি।

ঃ এখুনি যাবে।

ঃ হ্যাঁ, চুপি চুপি এসেছিলাম, চুপি চুপিই চলে যাই তোমার বেয়ারা বাবুর্চি আয়া বাহিনী আসবার আগেই।

: অন্ততঃ এক কাপ চা খেয়ে যাও।

ঃ না, এখন নয়, স্নান করে এসে খাব'খন।

ঃ কথা দিচ্ছ?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ আমি কিন্তু অপেক্ষা করব।

ঃ ক'রো। জান, তোমার জন্য আমার একটা খুব জরুরী কাজ আজ করা হ'ল না।

ঃ সত্যি আমি দুঃখিত। পারলে ক্ষমা কর।

ঃ না, ক্ষমার প্রশ্ন নেই। কেননা তুমি ত জান না কি কাজ ছিল আমার হাতে। জানবার কথাও নয়। আচ্ছা চলি।

: এসো কিন্তু।

ঃ আসবো।

কথা শেষ ক'রে চলে যায় বিদ্যোত্তম। ফ্ল্যাটের দরজা পর্য্যন্ত বিমুগ্ধা বিভোরা তাকে এগিয়ে দেয়। তার জুতোর শব্দ সিঁড়ির বুকে মিলিয়ে যেতে ও দোর বন্ধ করে। ছিটকিনি দিতে গিয়েও দেয় না। তারপর ঘরে এসে একটা শুকনো আটপৌরে কাপড় আর ব্লাউজ নিয়ে ঢোকে গিয়ে বাথরুমে। সারা শরীর যেন ওর উত্তেজনাব আগুনে দগ্ধ হচ্ছে। স্নান করে দেহকে শান্ত করতে হবে। শান্ত করতে হবে মনকেও। ব্র্যাকেটে কাপড় আর ব্লাউজটা রেখে এগিয়ে যায় ও দেয়ালে লাগানো বড় আয়নাটার কাছে। গায়ে জড়ানো আঁচলটা খুলে ফেলতে আয়নায় ভেসে ওঠে যৌবন জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিতা এক সুঠাম নগ্ন নারী দেহ। একলা ঘরেও বিভোরার গাল দুটিতে কে যেন আবির ছড়িয়ে দেয়। বিভোরা যেন ঠিক অজন্তা গুহার কোন যৌবনময়ী প্রস্তরমূর্তির মত বিদ্যোত্তমের বুকে নিপিষ্ট স্তনদুটিকে দু'হাতের তালুতে নিয়ে চেয়ে থাকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে আয়নার বুকে ভেসে ওঠা প্রতিবিম্বে। ঠোঁটের কোনে লজ্জারঞ্জিত মৃদু মিষ্টি হাসি। ভাবে এই বুক, এই নাভিদেশ, একটু আগেও বিদ্যোত্তমের স্পর্শে আবিষ্ট হয়ে উঠেছিল। মনগহনে ছড়িয়ে পড়েছিল কি এক আবেশ অনুরণন। এ সবই কি তার অভিনয়। ছিল না কি এ আচরণে নারী অন্তরের অন্তঃস্থলের কোন গূঢ় ইঙ্গিত!

ও বলল, হাতে ছিল একটা বিশেষ জরুরী কাজ। কি কাজ ছিল, তা ত' জানে বিভোরা আর জানে বলেই ত' সে পেতেছিল বিদ্যোত্তমের

জন্য এই যৌবন ফাঁদ। ওরা কাজ হাসিল করতে পেরেছে কিনা কে জানে। ব্যাপারটা জানামাত্র রাজধানীর চীফ ইনফরমার ছুটে এলো, ছুটে এলো প্রেসিডিয়াম মেম্বার সুজন সিং। তারপর জানাল যে, যে কোন উপায়েই হোক না কেন বি, ব্যানার্জীকে সেণ্ট্রাল সেক্রেটারীয়েট থেকে এনে অফিস আওয়ারস পর্য্যন্ত আটক রাখতেই হবে। কোন দ্বিধা কোন সঙ্কোচ যেন না করা হয় বিভোরার পক্ষ থেকে। দিয়ে গেল ওরাই বিদ্যোত্তমের ফোন নাম্বার। ওদেরই পরামর্শে ছুটি দিয়ে দেওয়া হল বেয়ারা বাবুর্চি আয়াদের।

ভাবে আর ভাবে আনমনা বিভোরা। কাজ হয়তো ওদের সমাধা হয়েছে। হয়তো ওরা ছুটে এসে মামুলি কটা বুলি আউড়ে ধন্যবাদ দেবে বিভোবা নামের এই তরুণীকে। কিন্তু তার বুকের খবর ত ওরা জানবে না। জানবে না যে ওর এই বুকের নীচে কি শঙ্কা, কি উত্তেজনা, কি আলোড়ন! ভাবতে ভাবতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে বিভোরার।

নাঃ; আর এমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করে কি হবে। একটু পরে হয় তো চলে আসবে বিদ্যোত্তম। আবার ওর ঘন সান্নিধ্যে চলবে হাসি, কথা। ঝরনা কলটার চাবি ঘুরিয়ে তার নীচে দাঁড়িয়ে পড়ে বিভোরা। ঝির ঝির ক'রে শীতল জলের ধারা ঝরে পড়তে থাকে ওর গায়ে, মাথায়, বুকে, পিঠে। মুখে জমা জল নিয়ে মাঝে মাঝে কুল-কুচা করে। মাঝে মাঝে সাপটে দিতে থাকে মাথার ভেজা চুলগাছি। কিন্তু অন্যান্য দিনের মত কেন যে এই জলধারা তার দেহকে শান্ত করতে পারে না, কে জানে।

ফুড ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টরের অফিস থেকে প্রয়োজনীয় পারমিট-গুলো সই করিয়ে যখন সুজন সিং ও চীফ ইনফরমার বেরুলো তখন অফিস আওয়ারস শেষ হতে মাত্র মিনিট কয়েক বাকি। পার্ক করা কার-এ উঠেই ড্রাইভারকে বিনয়নগরের দিকে

যেতে আদেশ করে সুজন সিং পাশে বসা চীফ ইনফরমারকে বলে—

ঃ যা হ'ক না কেন ফাষ্ট টু লাষ্ট কাজটা বেশ সাকসেসফুলি ম্যানেজ করা গেছে।

ঃ হ্যাঁ স্যার, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

ঃ তবে এ জন্য প্রথম ধন্যবাদ যাবে ফুড সেক্রেটারীর ষ্টেনো আর দ্বিতীয় ধন্যবাদ অবশ্যই যাবে রঙ্গিনী বিভোরার ওপর।

বলে সুজন সিং।

ঃ সত্যি, এতক্ষণ বিদ্যোত্তম ব্যানার্জীকে আটকিয়ে রাখা কম ক্রেডিটের কথা নয়।

ঃ আমি ভাবছি মিষ্টার প্রেসিডেন্ট আমার ডেসক্রিশনে বিভোরাকে বেষ্ট সারভিস বোনাস হিসাবে দেবার জন্য যে এক হাজার টাকার পার্শ রেখে গেছে, সেটা দিয়ে দেব কিনা।

ঃ বেশ ত' স্যার, দিয়ে দিন না। দিলে ওর উৎসাহ আরও বাড়বে।

ঃ হ্যাঁ, তা ঠিক। কাজের উৎসাহ বাড়াতে সিলভার টনিকের প্রয়োজন আছে বৈকি।

বিনয়নগরের নির্দিষ্ট গলিতে কার এসে থামতেই চীফ ইনফরমার বলে—

ঃ বি, ব্যানার্জীর কার যে বিভোরার বাড়ীর সামনে পার্ক করা দেখছি স্যার।

ঃ হ্যাঁ তাই ত'! তবে কি এখনও বিভোরা ওকে আটকিয়ে রেখেছে।

ঃ আমার ত' তাই মনে হয় স্যার।

ঃ সাবাস! ঠিকই বলেছেন দেখছি মিঃ প্রেসিডেন্ট এ মেয়েটি সম্পর্কে।

উৎফুল্ল স্বরে বলেন সুজন সিং।

: তবে স্যার আমরা কারে বসেই অপেক্ষা করি।

: হ্যাঁ, তাই করা যাক। দেখা যাক কতক্ষণে বের হয় বি, ব্যানার্জি।

ঠিক এমন সময়ই বিভোরার ফ্ল্যাটের আলো জ্বলে উঠল। তা দেখে চীফ ইনফরমার বলে—

: তাই ত', এতক্ষণ ফ্ল্যাটের আলো জ্বালা ছিল না দেখছি।

: আরে ঐ ত' বি, ব্যানার্জী বেরিয়ে এসে নিজের বাড়ীতে যাচ্ছে।

: চলুন স্যার, এবার আমরা যাই।

ড্রাইভার কার থেকে নেমে দরজা খুলে ধরতে সুজন সিং ও চীফ ইনফরমার নেমে পড়ে। তারপর আগে পিছে দু'জনে এগিয়ে চলে।

ওরা দু'জনে যখন এসে ঢোকে হল ঘরে তখন বিভোরা বাথরুমে। স্নান সেরে একটু পরই সে বেবিয়ে আসে। সদ্যস্নাতা ওর ঢলঢলে মুখের দিকে চেয়ে সুজন সিং বলে—

: হার্টলি কনগ্রাচুলেশন।

: থ্যাঙ্কস। কিন্তু কাজ হয়েছে আপনাদের।

: হয়েছে মানে, সেন্ট পারসেন্ট হয়েছে! যে পারমিটগুলোয় ফুড ডিরেক্টরের শেষ সই ম্যানেজ করা গেল, কেবল তা থেকেই কম করেও ব্ল্যাক কংগ্রেসের মেম্বারদের ঘরে দু'লক্ষ টাকার প্রফিট আসবে।

: খুব খুসী হ'লাম শুনে। তবে, আপনাদের বেশীক্ষণ বসা চলবে না। কেননা বি, ব্যানার্জী এখুনি আসবে চা খেতে।

: তাই নাকি।

বেশ, আমরা এখুনি চলে যাচ্ছি। কারণ এখুনই বি, ব্যানার্জীর সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়ে থাকলে পরে অসুবিধা হতে পারে। তা ছাড়া ম্যাডাম, আপনারও একটু বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

বলতে বলতে সুজন সিং হাতের ফলিও ব্যাগ খুলে দশটা এক শ

টাকার করকরে কারেন্সি নোট বের ক'রে বিভোরার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে—

ঃ এই নিন আপনার বেষ্ট সারভিস বোনাস। মগনলালজী কাজ হাসিল হ'লে এটা আপনাকে দেবার জন্য দিয়ে গিয়েছিলেন।

ঃ ধন্যবাদ।

হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে হেসে বলে বিভোরা। ঠিক এমন সময়ই বেয়ারা বাবুর্চিরা ফিরে আসে। চীফ ইনফরমার তাদের দিকে চেয়ে বলে—

ঃ ভাল মত কাজ করছ ত' তোমরা?

ঃ জি, সাব। পুছিয়ে না মেমসাবকো।

ঃ না—না, ওরা সাধ্য মত কাজ করছে।

হেসে বলে বিভোরা।

ঃ আমরা তবে চলি।

বলে সোফা ছেড়ে উঠে প'ড়ে সুজন সিং আবার বলেন—

ঃ হ্যাঁ, বিদ্যোত্তম যদি চা খেতে আসেই বেশ ভাল মত এ্যাটেণ্ড যেন করা হয়।

ঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, সে বিষয়ে আমার তরফ থেকে কোন ত্রুটি হবে না।

বলে বিভোরা।

ঃ গুড, ভেরি গুড! আচ্ছা আমরা তবে চলি।

সুজন সিং বলেন। বিভোরাও ততক্ষণে সোফা ছেড়ে উঠে পড়েছিল। সুজন সিংয়ের দিকে চেয়ে বলে—

ঃ দেখুন মিঃ সিং, আমার একটা রিকোয়েষ্ট।

ঃ বলুন না।

ঃ পূজার কদিন যাতে আমি ছুটি পাই, মিঃ প্রেসিডেণ্টকে ট্রাঙ্ক কল করলে কাইণ্ডলি একটু বলবেন।

ঃ আচ্ছা আচ্ছা আই উইল ট্রাই অ্যাটমোষ্ট টু কনভিন্স হিম ফর ইওর পূজা লিভ।

ঃ মানে বোঝেনই ত, পূজোয় বাড়ীমুখো বাঙালী। তা ছাড়া টাকাটা যখন পাওয়াই গেল আপনার কৃপায় তখন গিয়ে ভাই বোনদের কিছু কেনাকাটা ক'রে দিয়ে আসবো।

ঃ বেশ ত' আমি বলব। গুড নাইট।

বলে সুজন সিং বেরিয়ে যায় চীফ ইনফরমারের সঙ্গে।

শোবার ঘরে ঢুকে বিদ্যোত্তম অফিসের পোষাক পত্র খুলে ফেলতে মন দিল। ইতিমধ্যে বাবুর্চি এসে দাঁড়ালো দরজায় প্রতিদিনের অভ্যেস মত। কেননা সান্ধ্যকালীন পানীয় হিসাবে চা বা কফির কোন্‌টা খাবে তার অর্ডার প্রতি দিনই নিতে হয়। বাবুর্চি এসে দাঁড়ানোমাত্র প্রতি দিন বিদ্যোত্তম চা বা কফি কথাটা উচ্চারণ করলেই সে চলে যায়। কিন্তু আজ বাবুর্চি সবিস্ময়ে দেখল যে তার উপস্থিতির প্রতি যেন কোন হুসই নেই বাবুর। সত্যিই তাই। বিদ্যোত্তম নামের ত্রিশ বছরের যুবকের দেহটা উপস্থিত থাকলেও মন যেন তাতে নেই, মন যেন তাকে ছেড়ে, তার দেহের বিশেষ স্থান ছেড়ে কোন্‌ সুদূরের অজানায় হারিয়ে গেছে।

মনের মধ্যে নানা চিন্তা প্রতিচিন্তার চলেছে যেন টানা প'ড়েন। সত্যিই ত' এই একটু আগে যা ঘটে গেল, যে দৃশ্যে সে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করে এলো, তা কি তার মত শিক্ষিত, মার্জিত, কালচারড কোন যুবকের পক্ষে সম্ভব? সম্ভব যে নয়, তা ত' সে এখন আর ভাবতে পারে না, পারে না ঘটে যাওয়া সেই দৃশ্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে। অথচ···

তার মত দৃঢ়চেতা যুবকের মন কেন যে এ ভাবে টলে গেল তা যেন এক চরম বিস্ময়। তবে কি মানুষের জীবনে এমন অনেক অশুভ লগ্ন আসে যখন সে হারিয়ে ফেলে বা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়

নিজের ওপরকার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। কিন্তু এ কথাটা ত' আজকের এই ঘটনার আগে তার কোনদিন মনে হয় নি। তবে কি অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষের চিন্তা বাঁক নেয় নব নব দিকে।

ভাবতে ভাবতে ভাবনায় কোন ছেদ টেনে না দিয়েই বিদ্যোত্তম আলনার কাছে এগিয়ে যায়। টার্কীস টাওয়েলটা নিয়ে গায়ে জড়িয়ে বাথরুমে যাবে বলে দোরমুখী হ'তেই দেখল বাবুর্চি দরজার ফ্রেমে দাঁড়িয়ে। মনে পড়ল তাই ত', ও বুঝি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে এই ভাবে। বলল—

ঃ না, চা করতে হবে না।

ঃ জি, কফি ?

ঃ নেহি, কফি ভি নেই।

শুনে বাবুর্চি চলে গেল। বিদ্যোত্তম ছিঁড়ে যাওয়া চিন্তাকে জোড়া লাগিয়ে অনেকটা আনমনে এগিয়ে চলল বাথরুমের দিকে। বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে আলোটার সুইচ টিপে দিল। তারপর ঢুকে গিয়ে আটকিয়ে দিল ছিটকিনি। থাক থেকে সোপকেসটা পাড়তে গিয়ে চোখ পড়ল পাশেই দেয়ালে আঁটা আয়নায়। আশ্চর্য্য। এ মূর্তি যেন বিদ্যোত্তমের স্বাভাবিক মূর্তি নয়। তবে কি আজকের ঘটনা তার চিরাচরিত চোহারাই পাল্টে দিয়েছে। কপালের এ কুঞ্চন রেখাগুলো তো সে আগে দেখে নি।

তবে কি আজকের এই কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা তার মানসলোকেই চিন্তার পরিবর্তন স্রোতমাত্র বইয়ে দেয় নি, সেই সঙ্গে অবয়বেরও পরিবর্তন সাধন করেছে ? না কি চিন্তার ছাপেই মানুষের বহিরবয়বেরও পরিবর্তন সূচিত হয় ! আশ্চর্য্য। এ অভিজ্ঞতা ত' তার আগে জানা ছিল না। নারী তার জীবনে কলেজের কো-এডুকেশন প্রথার কল্যাণে এসেছিস বৈ কি একাধিক, কিন্তু কোন প্রশ্রয়ই ত তার দিক থেকে পায় নি। তবে আজ তার এ কি হল ! তবে কি দেহেরও একটা ভাষা আছে ? যে ভাষা শোনা

যায় না অথচ উপলব্ধি করা যায়। কলেজ জীবনে সহপাঠিনী বান্ধবীরা অনেকে না হলেও দু' দু'জন আধুনিকা ছলাকলায় তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ার ও তাকে তাদের প্রতি ধরা পড়াবার প্রচেষ্টার কসুর করে নি। কিন্তু তাদের সে আচরণের মধ্যে এমন একটা উগ্র কৃত্তিমতা ছিল, যা হয়তো বিদ্যোত্তমের হৃদয়ের তন্ত্রীর সেই তারটায় ঝঙ্কার তুলতে পারে নি, যে ঝঙ্কারে মানুষ মোহিত হয় অন্তর-সুরভীর মোহে। মন আবিষ্ট হয় এক অনির্বচনীয় পুলক-প্লাবনে। আর এই জন্যই সেই সহপাঠিনীদের ঘিরে তার প্রতি ফুলশরের শরসন্ধান হয়েছে ব্যর্থ। বান্ধবীরা ব্যর্থতার বোঝা বয়ে দিয়েছে পিঠটান।

কিন্তু বিভোরা নামের এই যে ক্ষণ পরিচিয়মান মেয়ে, এর নাড়ি-নক্ষত্র কোন কিছুই ত' সে জানে না। একটামাত্র ক্ষীণ পরিচয় সে জানে যে সে তার প্রিয় অভিনেত্রী বিচিত্রা সেনের বোন, কিন্তু কি রকম বোন, রক্তের সম্বন্ধে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ কতটা গাঢ় তাও ত সে জানে না। তবু তারই আহ্বানে দায়িত্বশীল অফিসার হিসাবে পরিচিত হওয়া সত্বেও সে ছুটে এলো। ছুটে এসে সে যেন এক অস্বাভাবিক অবস্থার অথৈ সমুদ্রে হারিয়ে ফেলল নিজেকে। একটা গোটা নির্জন, বিবিক্ত আধুনিক ফ্লাট। তাতে নিশ্বাস-প্রশ্বাস বইছে মাত্র দু'জন যুবক-যুবতীর—একজন তার সে নিজে আর একজন সুন্দরী, রুচিরা, স্বাস্থ্যবতী মঞ্জুলমুখী বিভোরা। না। সেই সঙ্গে পরিবেশের আরও এক বৈশিষ্ট্য আছে. সেই সুন্দরী, তন্বী, যৌবনময়ী মেয়ে এক অসহ্য যাতনায় ছটফট করছে। করছে যেন উথালি-পাতালি। বিদেশ বিভূঁইয়ে এক স্বল্প পরিচিতা মেয়ে তাকে আপন ভেবে কাছে ডেকেছে, চেয়েছে সান্ত্বনা, সেবা।

তার মত শিক্ষিত, পরদুঃখকাতরতার আদর্শে আস্থাবান যুবক কি সেই আকুলতাময় আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারে? মনুষ্যত্বের মঞ্জুলতায় রাঙা মনের কোন মানুষের.পক্ষেই কি সেই বিশাদ করুণ

অসহায়তাময় আহ্বান উপেক্ষা করা চলে? না, চলে না, চলা অন্ততঃ উচিত নয়, ন্যায় ও নীতি ধর্মানুসারে। বিবেকবান অন্য যে কোন যুবক যা করত, সেও তাই করেছে, এতে কোন অভিনবত্ব নেই, নেই কিঞ্চিন্মাত্র অস্বাভাবিকতা।

কিন্তু বিভোরা নামের তন্বী যুবতী যখন তার নাভিদেশে তেল-জলের মালিশের লজ্জারাতুল অনুরোধ রাখল, তখন কি তার মত রুচিবানের পিছিয়ে আসা উচিত ছিল না? সুস্থ, স্বাভাবিক কোন তন্বীর এ অনুরোধ যদি পেত, তবে হয় তো বিদ্যোত্তমের নীতিবাদী মন তা প্রত্যাখ্যান করত। কিন্তু এ স্থলে অনুরোধকারিণী যে একজন অসহ্য ব্যথায় ব্যথাতুরা মেয়ে। তার দেহগত মনগত যে অস্তিত্ব তার সঙ্গে ব্যথাময়ীর মর্মব্যথা যে তখন একাকার হয়ে গিয়েছে। তাই তার সে আহ্বান উপেক্ষা করলে স্বাভাবিক মানবিক বোধ কি হত না লাঞ্ছিত, অবহেলিত, অবদমিত?

বিবেক যেন ওকে এই সময় বাধা দিয়ে বলে যে, মানবিক, তা নিশ্চয়ই সার্বিক, তার আহ্বান না হয় উপেক্ষা নাই করা হ'ল কিন্তু যে নাভিদেশে ছিল তাব ব্যথা ও যন্ত্রণার দাহন, সেখান থেকে কেন তবে মালিশরত হাত বার বার সঞ্চরণশীল হল সেই কুমারীর বক্ষমুখী? নিজের বিবেকের কাছে যেন ধরা পড়ে যায় বিদ্যোত্তম। মুখমণ্ডলের শিরাগুলোয় যেন অপরাধবোধেব স্তবকিত মেঘমালা এসে জমা হয়। ভাবনাবিহ্বল বিদ্যোত্তমের চোখের সামনেকার আয়নায় স্পষ্ট যেন ভেসে ওঠে সউদর যৌবন বৈভবে বিভূষিতা বিভোরার বক্ষদেশ। হ্যাঁ স্পষ্ট যেন চোখের পর্দায় ভেসে ওঠে বিদ্যোত্তমের বিভোরার উদরসংলগ্ন রোমাঞ্চিত লোমকূপগুলো। কি এক অদৃশ্য শক্তি যেন বিদ্যোত্তমের হাতটা ক্রমেই জোর করে ঠেলে নিয়ে যায় সুললিত কুচযুগল শোভিত বক্ষের দিকে। বিভোরার বক্ষ ও উদরউত্থিত কি এক সৌরভের সম্মোহন শক্তিতে তার সকল সত্তা যেন অনু অনু করে হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ ভাবে সম্মোহিত। মনের

সব কুণ্ঠা, সব দ্বিধা এক সময়ে যেন শেষ হয়ে যায় বিদ্যোত্তমের। যৌবন যাদুকরের দ্বারা সম্মোহিত কোন মডেলের মত সে যেন বিভোরার উলঙ্গ বুক নিয়ে খেলা করতে থাকে। কতক্ষণ এইভাবে একটা যৌবন-যাদুতে আচ্ছন্ন হয়ে সে কাটিয়ে দিয়েছে তা খেয়াল হত না যদি না এক সময় রোমাঞ্চ মধুর আবেশ-আপ্লুতা বিভোরা বিছানায় উঠে বসে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ত। হ্যাঁ, ঠিক তখনই বিদ্যোত্তমের বিবেক, অনুভূতি যেন এক অনুশোচনার আবেশে কেঁপে ওঠে থরথর করে। কিন্তু সেই রোমাঞ্চিত অনুভূতির রেশ তবু সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারে না বিদ্যোত্তম। আর পারে নি বলেই সে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা ছুঁড়ে দিতে পারে নি বিভোরার চা পানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে।

কিন্তু সে না হয় পুরুষ, তার পক্ষে নারীর দুর্বলতার সুযোগ নেওয়াটা অস্বাভাবিক না হলেও নারী হিসাবে বিভোরা কেন বাধা দেয়নি তাকে। যদি সে তার সেই অন্যায় বেয়াদপির জবাবে ঘৃণা ও অবজ্ঞায় উদ্বেল হয়ে তার প্রতি পায়ের জুতোও ছুঁড়ে মারত তা হলেও অন্ততঃ বিদ্যোত্তম বুঝত যে পরনারীর প্রতি এ ভাবে আকৃষ্ট হওয়া অন্যায় ও অমার্জ্জনীয় অপরাধ। অন্ততঃ এটা যে সামাজিক অন্যায় সে বিষয়ে তার মনে কোন দ্বিধাই নেই কিন্তু যৌবনবিবশা বিভোরা কেন, কি গূঢ় কারণে তেমন আচরণ না ক'রে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাত্র একটা প্রশ্নের তীর ছুঁড়ে মারল তাকে—এ তুমি কি করলে বল ত'?

তার পরও ত' সে বিদ্যোত্তমের প্রতি দেখাল না কোনরূপ অবজ্ঞা, কোন উপহাসে উপহসিতও সে করল না তাকে। তবে কি বিভোরাও ঠিক তার মতই কোন অদৃশ্য শক্তির যাদুতে মোহিত হয়েছিল তখন? আর যে যাদুকর যুগপৎ তাদের উভয়কে উভয়ের অমোঘ আকর্ষণে আবিষ্ট ক'রে ফেলেছিল সেই যাদুকরের নামই কি তবে যৌবন?

মনের এক কোনে আর একটা ভাবনা যেন চুপি দিয়ে পিটপিট ক'রে চেয়ে ওকে বলে, হ্যাঁ ঠিক তাই। যেহেতু যৌবনের অমোঘ নির্দেশ পালন করে যাবৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ প্রকৃতি, তাই প্রকৃতির সন্তান মানুষও সেই নির্দেশ লঙ্ঘন করতে পারে না। ভ্রমর অপরাধ করত তখন যখন প্রস্ফুটিত পুষ্পবালা মাথা আন্দোলিত করে নিষেধ করতো তাকে তার ভীরু বক্ষাশ্রিত হ'তে। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়নি কি ?

নাঃ, আর ভাববে না বিদ্যোত্তম। কেননা এ ভাবনা এতদূর প্রলম্বিত হ'তে পারে যার শেষ হয়তো কোন দিনই হবে না। তা ছাড়া কে জানে এমনই কোন ভাবনায় পেয়ে বসেছে কিনা ঠিক তারই মত বিভোরাকেও। যদি সে তার এ আচরণে অস্বস্তি বোধ করে থাকে তা হ'লে নিশ্চয়ই সে তাকে চা পানের আহ্বানে উপস্থিত হলে উপেক্ষা করবে, করবে অবজ্ঞা। যদি করেই তবে সে চলে আসবে মাথা নত করে লজ্জায় হতমান হয়ে সাপুড়ের মন্ত্রের তীক্ষ্ণ আঘাতের অপমানজর্জর ভুজঙ্গের মত।

ঝরনা কলের নীচে দাঁড়িয়ে চাবি ঘুরিয়ে দিয়ে স্নান করতে থাকে বিদ্যোত্তম। না, এখন আর কোন ভাবনা নয়; নয় মনের সঙ্গে বোঝাপড়া। আগে জানতে হবে আরও স্পষ্ট করে বিভোরা নামের ঐ গভীর মেয়ের মনকে, হৃদয়কে। বুঝতে হবে তার অন্তরের ভাষা, শুনতে হবে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার হৃদয়-নদীর কলতান।

১৭

সান্ধ্যকালীন চায়ের আসরের ব্যবস্থায় বিভোরা হাঁক-ডাক ক'রে বেয়ারা বাবুর্চিদের তটস্থ করে তুলল। ওরা বিভোরাকে এমন বালিকার মত ব্যবহার করতে এর আগে কখনও দেখেনি। ওদের ডেকে নিজে দেখে শুনে কি ধরণের প্যাস্ট্রি আনতে হবে, কি রকম সুস্বাদু প্যাডিস হলে ভাল হয় স্যাণ্ডুইস যা আনবে তাতে যেন ভেজিটেবল ও মাংস দু রকমেরই থাকে, নাটস যেন ভদ্রলোকের পাতে দেবার মত হয় এ সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলে দিল বিভোরা। এ ছাড়া যে সব সৌখীন ক্রকারিজ ছিল, যতদূর সম্ভব সেগুলো ওদের ধুয়েমুছে নিতে বলল। আয়াকে তার শোবার ঘরের বেডসিট, সোফাসেটির কভার সব পাল্টে ঘরের শ্রী যতদূর সম্ভব আকর্ষণীয় করে তুলতে বলে দিল।

এ দিকের কাজ দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে বিভোরা গিয়ে বসল প্রসাধন টেবলে। মনের গহনে ক্ষ এক পুলকপ্লাবনের ফল্গুধারা অকারণ যেন কুলুকুলু শব্দে প্রবহমান। সেই কলস্বনা পুলকময়ী প্লাবনই যেন আজ বিভোরার মনে নিজের দেহ, নিজের ঘর, নিজের ব্যবহার সব কিছু সংস্কৃত ক'রে তোলার অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে।

কি ভেবে যেন বিভোরা প্রমাণ মাপের আয়নার সামনেকার গদি আঁটা টুলটায় বসে আয়নায় ভেসে ওঠা নিজের মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে এক চিলতে হাসি হাসে। বাইরের এ হাসির চেয়ে ওর মনের মাঝের হাসিটা যেন আরও মিষ্টি, আরও মধুর! সেই মধুরতার ঢেউ ঠোঁটের তটে এসে যেন বারবার আছড়ে পড়ে। টোল ফেলে সে হাসি ওর সুডৌল গালের বিশেষ এক স্থানে।

দুপুরের সেই দৃশ্যের কথা মনে হতে ও ভাবে বিদ্যোত্তমের বড়াই যে সে ভাঙতে পেরেছে তারই জ্বলন্ত সাক্ষ্য নিশ্চয়ই মগনলালের দিয়ে

যাওয়া হাজার টাকার কারেন্সী নোট। নিজের প্রতি, নিজের যৌবন সুষমামণ্ডিত দেহের প্রতি একটা গর্বে ও যেন হয়ে ওঠে গরবিনী। হাত বাড়িয়ে ড্রেসিং টেবলের ছোট ড্রয়ারটা খুলে ল্যাভেণ্ডারেব সুবাসে সুবাসিত দামী ফাউণ্ডেশন ক্রিমটার শিশির মুখ খুলে, তাতে আঙ্গুল ডুবিয়ে নিয়ে মুখে ঘষতে থাকে। ঘষতে ঘষতে চোখের কাছাকাছি গিয়ে এক সময় ওর চাঁপার কলির মত আঙ্গুলগুলো থেমে যায়। হাতটা সরিয়ে নিয়ে নিজের প্রতিবিম্বকেই নিজে ফাজিল মেয়ের মত চোখ মারে, ভেঙচি কাটে। মনের মধ্যে থেকে থেকে ভেসে ওঠে দুপুরের সেই দৃশ্য আর সুন্দর সুরভিময় এক অনুভূতি। তারপর নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে—

ঃ কিন্তু ধরা যদি না দেয়?

মনের মধ্যে থেকে আর একজন কেউ যেন প্রশ্নের উত্তরে ফিসফিস করে বলে ওঠে—

ঃ ধরা দিতে কি আর বাকি আছে।

এ কথা শুনে নিজের প্রতিবিম্বিত মূর্তিটাকে হঠাৎ ভেংচি কেটে লজ্জারঞ্জিতা বিভোরা বলে—

ঃ যাঃ!

নাঃ, আর বেশী দেরী করা যায় না, বেচারা এসে যাবে হয়তো এখনই। ঠিক এই সময়ই আয়া ধোপ-ধোওয়া বেডসিট সহ সোফাসেটির ঢাকনা পাল্টাতে ঘরে ঢোকে। তাকে দেখে বিভোরা বলে—

ঃ আয়া!

ঃ ফরমাইয়ে মেমসাব।

ঃ কই আনেসে হল ঘরমে ওয়েট করনে বলো, মালুম?

ঃ জি মেমসাব।

কথা বলতে বলতে কাজ শেষ করে ফেলে আয়া। তারপর বিভোরার কাছে এসে তার চুলে জড়ানো গামছাটা খুলে ফেলে।

হাতে খানিকটা ফুলেল তেল মাখিয়ে তা ঘষে দিতে থাকে ওর চুলগাছিতে। স্বাভাবিক কালো চুল ওর আরও বেশী কৃষ্ণকালো হয়ে ওঠে।

কেশদাম ও কক্ষ পরিচর্য্যা শেষ করে আয়া বেরিয়ে যেতে বিভোরা তার আপেল লাল গালে বডি কালারের দামী পাউডার ভরানো পেলব পাফটা বারকয়েক বুলিয়ে নেয়। তারপর ডান ও বাঁ কপালের অংশ বিশেষ রঞ্জিত করে রুজ-এ। ন্যাচারাল কালারের লিপষ্টিকটা বার কয়েক ঘষে নেয় সরু পাতলা রক্তিম ওষ্ঠদ্বয়ে। সেটার কাজ শেষ হতে ড্রয়ারে রেখে হাতে তুলে নেয় আই লেড পেন্সিলটা। আয়নায় ঝুঁকে সযত্নে ভ্রু আঁকা শেষ করে ও ওর কুমারী কপালের ঠিক মাঝখানে এঁকে দেয় কুমকুমের ছোট্ট একটা টিপ।

প্রসাধন পর্ব শেষ হতেই টুল ছেড়ে উঠে পড়ে এগিয়ে যায় আলমারির কাছে। তার পাল্লা খুলে গাঢ় লাল নাইলনের শাড়ী ও ম্যাচ করা ব্লাউজ বের ক'রে নেয়। আটপৌরে সায়াটা ছেড়ে প্রথমে পরে নেয় সার্টিনের দামী একটা সায়া। বুকের কাপড় খুলে নামকরা কাটারের তৈরী কাঁচুলি বকে বেঁধে পিনোন্নত বক্ষদেশের আকর্ষণ আরও বেশী বাড়িয়ে নেয়। তারপর ইংলিশ কাটের চোলিটা গায়ে চাপিয়ে টিপ বোতামগুলো আটকি[illegible] পরে নেয় শাড়ীটা। কাঁধের ওপর দিয়ে আঁচলটা দুলিয়ে, কোঁচানো অংশটা ঠিক করে নিয়ে, আয়নায় চোখ ফেলে দেখে ঠিক লাল রঙের প্রজাপতির মত যেন তার রূপ হয়ে উঠেছে অপরূপ! নি[illegible]জের চিবুকে হাত রেখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকেই নিজে সমালো[illegible]ব দৃষ্টিতে দেখে অস্ফুটে বলে ফেলে—

ঃ সুন্দর!

পোষাক পরার পাট চুকে যেতেই ও টুলটায় আবার ব'সে বিশেষ ধরণের আঠা দিয়ে চোখের পাতার লোমগুলো একত্রিত করতে লেগে যায়। ঠিক এমন সময়ই আয়া পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে বলে—

ঃ মেমসাব, সামনেবালা কোঠিকা বাবু আ গিয়া।

ঃ বৈঠনে বল দিয়া ?

ঃ জি হাঁ।

ঃ ঠিক হায় অব যাও বাবুর্চিকো চায় আউর নাটস রেডি করনে বলো।

ঃ জি ঃ

বলে চলে যায় আয়া। বিভোরা চোখের প্রসাধনে দ্রুত হাত চালায়।

হল ঘরের সোফায় বসে সামনের টিপয়টায় রাখ. একটা বিলেতি ইলাষ্ট্রেটেড ম্যাগাজিন হাতে তুলে নিয়ে পাতা উল্টাতে থাকে বিদ্যোত্তম। মনের মধ্যে কিন্তু তখনও ওর নানা চিন্তার আনাগোনা বিভোরা নামের মেয়েটিকে কেন্দ্র করেই। মনের সেই দহন এখন শান্ত। বরং এই মেয়েটির মনের গভীরতার অন্বেষণের একটা আকাঙ্খা যেন আঁকু পাকু করে। ইতিমধ্যে যেন বিদ্যোত্তম বুঝতে পেরেছে যে দশ বছর আগের সেই কলেজের ছাত্রের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে আজকের বিদ্যোত্তমের মানসিক ধ্যান ধারণার অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। এখন যেন মনে হয় তার মানুষের জীবনের ধর্মগুলোর মধ্যে অন্যতম হ'ল অন্ততঃ একটি মেয়েকে গভীর ভাবে জানা, চেনা, বোঝা, উপলব্ধি করা, আবিস্কার করা। আর সেই চেনা ও জানার মধ্যে দিয়ে তাকে জীবনের সঙ্গে একীভূত করে নেয়া। এই একীভূত করার মধ্যেই পুরুষের জীবনে পূর্ণতা আসা সম্ভব।

এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে যখন হাতের ম্যাগাজিনের পাতা উল্টিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় বেড রুমের দরজার নীল পর্দা সরিয়ে হল ঘরে উদীত হ'ল বিভোরা। লজ্জা বিধুরা বিভোরার মিষ্টি মধুর স্বরের কথা কানে আসে বিদ্যোত্তমের—

ঃ যাক, তবু ভাল, ব্যস্ত বড় অফিসার সাহেব ক্ষুদ্রের আমন্ত্রণ ভুলে যান নি।

: আমাকে আঘাত দিয়ে কথা বললে যদি খুসী হন, আমি তাতে আপত্তি করব না। তবে এখানে যখন বি, ব্যনার্জী আসে তখন অফিসারের পোষাক ছেড়েই আসে।

: সত্যি খুব খুসী হলাম শুনে। উঁহু এ ঘরে নয়, আমার ঘরে আসুন।

আপ্যায়িতের ভঙ্গিতে হাত দেখিয়ে স্বাগত জানায় বিভোরা। বিদ্যোত্তম গাত্রোত্থান করে তাকে অনুসরণ করে ওর বেড রুমে ঢোকে। বিভোরা তাঁর দিকে চেয়ে বলে—

: বসুন।

বিদ্যোত্তম আসন গ্রহণ ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে দেয়ালের বিশেষ ধরণের ছবিগুলো। এই অবসরে বিভোরা বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। হল ঘরের মাঝামাঝি থেকে বল। তার চাপা অথচ উচ্চ স্বর ভেসে আসে—

: আয়া ?

: আই মেমসাব !

বিদ্যোত্তম বিভোরার শয়ন কক্ষের রুচিস্নিগ্ধ দেয়াল সজ্জায় মুগ্ধ হয়। অতঃপর চোখটা ফিরিয়ে আনে সে সামনের নাতিউচ্চ টেবিলে। তাতে রাখা কয়েকটা ল্ম ম্যাগাজিনের একটা তুলে নিয়ে পাতা উল্টিয়ে উল্টিয়ে ছবি দেখতে থাকে।

আয়ার মারফৎ বাবুর্চিকে চা ও আনুসঙ্গিক শীঘ্র পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে ঘরে ফিরে আসে বিভোরা। বিদ্যোত্তমের মুখোমুখি বসে সে আর একটা সোফা অধিকার করে। কারুর মুখে কথা নেই। হঠাৎ দু' জনেরই মনগহনে ফল্গুধারার মত একটা লজ্জার স্রোত যেন বইতে থাকে দুপুরের ঘটনাটার জন্য। এ লজ্জা যতই গাঢ় রঙ ছড়ায় ওদের মনে ততই যেন ওরা বেশী পরিমানে আড়ষ্ট হ'য়ে পড়ে পরস্পরের কাছে। নীরব দীর্ঘ মুহূর্তগুলো বয়ে যায়। টেবিলের টাইমপিসটার অস্বাভাবিক শব্দ ওদেব উভয়ের কানে বাজে টিক-টিক-

ঠিক, বিবেক যেন উভয়ের উভয়কে লজ্জা পাওয়ার ব্যাপারটাকেই বলে, ঠিক—ঠিক—ঠিক।

ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ ফেলে রেখে যেন বিদ্যোত্তম তার অবাধ্য চোখের দৃষ্টিকে বিভোরার মুখের দিকে ছুটে যাওয়া থেকে করে নিবৃত্ত। বিভোরা এই সুযোগে দেখতে থাকে বিদ্যোত্তমের মুখখানা। ঐ বুদ্ধিদৃপ্ত চোখ, ঐ টিকোলো নাক, সরু পাতলা ঈষৎ লাল ওষ্ঠদ্বয়, ফর্ষা কপোলদেশের এক চতুর্থাংশ নেমে আসা জুলফি, ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রুযুগল, কুঞ্চিত ব্যাকব্রাস করা চুল, অনায়ত কপাল, ওপরোষ্ঠে সরু এক চিল্‌তে গোঁফ, সবকিছু মিলিয়ে এমন সুন্দর মুখ যেন বিভোরা তার আঠার বছরের জীবনে এর আগে আর দেখে নি। সব চেয়ে বড় কথা দেহের তারুণ্যময় এ দ্যুতি যেন এই প্রথম দেখল সে। এমন ক'রে মনের বিশেষ এক কৌতূহল নিয়ে এর আগে অন্য কোন পুরুষকে দেখার অবসর ওর জীবনে আসে নি। অথচ ওরা দু'জনে দু'জনের কত না দূরের মানুষ। কোথায় এক রিফিউজি কলোনীর দম আঁটকানো পরিবেশে মানুষ হওয়া এক উদ্বাস্তু দুহিতা, আর কোথায় সারা দেশের অন্ততঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী সেণ্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটের এক উচ্চ পদের অফিসার। কি অসম না এ যোগাযোগ! অথচ ঘটনা পরম্পরায় তাদের উভয়ের পরিচয় হল উভয়ের অতি কাছাকাছি এসে, অবশেষে উভয়ে এখন মুখোমুখি!

দীর্ঘ প্রলম্বিত নিস্তব্ধতায় যেন বিদ্যোত্তমের মন হাঁফিয়ে ওঠে। তাই এক সময় ম্যাগাজিনের পাতা থেকে চোখ তুলে বিভোরার দিকে চাইতে গিয়ে দেখে সে যেন বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রেমমুগ্ধা নায়িকার মত তার দিকে চেয়ে আছে অপলকে। বিদ্যোত্তমের চোখ দৃষ্টির আলো ফেলে বিভোরার চোখে। হয় ওদের চোখোচোখি। পরাগের আঠায় পা আঁটা প্রজাপতির মতই যেন বিদ্যোত্তম ও বিভোরার দৃষ্টি পরস্পরের দিকে চেয়ে স্থির হয়ে যায়। আশ্চর্য্য!

বিদ্যোত্তমের বিবেক বার বার তার দৃষ্টি সরিয়ে নিতে ইঙ্গিত করে তাকে, অথচ অবাধ্য মন সে নির্দেশ শোনে না। উভয়ের চোখের দৃষ্টি যেন হঠাৎই পঙ্গু হয়ে যায়; হারিয়ে ফেলে সঞ্চরণশীলতার স্বাভাবিক ক্ষমতা।

ওদের উভয়ের দৃষ্টি এ নযযৌ ন তস্থৌ অবস্থা থেকে মুক্তি পায় বেয়ারা চায়েব সবঞ্জাম সহ ঘরে ঢোকায়। বিভোরা নিজেকে ত্বরিত সামলে নিয়ে দ্রুত হাতে সামনেব টেবিল থেকে ম্যাগাজিনগুলো সরিয়ে দেয়। বেয়ারা কফি পট ও পেষ্ট্রি, প্যাডিস, স্যাণ্ডুইচ-এ ভরা দুটি প্লেট সহ ট্রেটা টেবিলে বেখে প্রস্থান করে। বেয়ারা চলে যেতেই বিভোরা বলে—

: নিন, এগুলোর সদ্ব্যবহার করুন।

: আমার ত' চা খাবার কথা ছিল, টা-য়ের কোন কথা ত' ছিল না।

: চা আর টাতে তফাৎ কিছু আছে এমন কথা কিন্তু আমি এই প্রথম শুনলাম। বিশেষ কবে বাংলাদেশের মেয়েরা চায়ের আসরে শুধু চা দিয়ে নিমন্ত্রিতকে বিদায় করলে তাব অখ্যাতিতে আকাশ বাতাস মুখর হ'য়ে উঠবে।

: ভয় নেই, এটা বাংলা দেশ য়, আর এ তিল পরিমান ত্রুটিকে তাল পরিমান করার মত মহাশয় তৃতীয় পক্ষও ত' এখানে কেউ নেই।

: তা না থাকলেও গৃহস্থের মানসিক তৃপ্তি বলে একটা কথা আছে ত'!

: হ্যাঁ তা অবশ্য থাকা অসম্ভব নয়। আর সেই জন্যই, এই আমি তুলে নিচ্ছি স্যাণ্ডুইচটা।

কথা শেষ ক'রে বিদ্যোত্তম হাত বাড়িয়ে প্লেট থেকে একটা স্যাণ্ডুইচ তুলে নিয়ে দাঁতে কাটে। তা দেখে বিভোরা হেসে বলে—

: তাই বলে কথার ছলে পাশ কাটিয়ে যেতে দিচ্ছি নে। সবগুলো খাবারের সদ্ব্যবহার করতে হবে কিন্তু।

: সবগুলোর সদ্ব্যবহার করা এ শর্মার কাজ নয়, তবে অনুরোধ যিনি করছেন তিনি যদি থি ফোর্থ-এর দায়ভাগ নেন, তাহলে চেষ্টা ক'রে দেখা যেতে পারে।

: বারে, এ ভারি অন্যায়। আমি মেয়ে না, আমি কেন বেশীটার দায়ভাগ নেব ?

: নয় কেন, আদ্যাশক্তি যখন নারী, খাদ্যাশক্তি হ'তে তার বাধা কি।

: বাঃ বাঃ কথায় ভুলিয়ে পাশ কাটিয়ে গেলে চলবে না।

: না, না, পাশ কাটিয়ে আমি যাচ্ছি না, এ পাশ থেকে আমি সুরু করেছি, ওপাশ থেকে সুরু করুন আপনি।

: অর্থাৎ এপাশ আর ওপাশ, পাশাপাশি নয়।

: হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, পাশাপাশি নয় মুখোমুখী আর কি।

হাসতে হাসতে বলে বিদ্যোত্তম আঙ্গুল দিয়ে তার ও বিভোরার মুখোমুখী অবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করে।

বিভোরার মুখের হাসি মুহূর্তে যেন মুছে যায়। থম্‌থমে স্বরে বলে—

: হ্যাঁ, জীবনের ক্ষেত্রে মুখোমুখী হওয়া যায় অনেকের সঙ্গেই, কিন্তু পাশাপাশি চলার সময়ই হয়তো এসে যায় যোগ্যতা অযোগ্যতার প্রশ্ন।

কি কথা থেকে কি কথায় চলে গেল বিভোরা! তার অভিমানী স্বরের কথার আড়ালের ইঙ্গিত বুঝে বিদ্যোত্তমের মনটা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। অপরাধীর মত বলে—

: দেখুন, আমি ঠিক ওভাবে ভেবে ত' বলি নি, কথার পিঠে কথা হিসেবেই কথাটা বলেছিলাম।

: সে আমি বুঝেছি, কথা আর কথা, কথায় কথায় কথামালাই হবে সার।

বিভোরার থম্‌থমে স্বরে বলা কথা শেষ হ'তে না হতেই ক্রিং ক্রিং ক'রে পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে ওঠে। তা' শুনে বিভোরা উঠে প্রস্থানত্যতা হ'য়ে বলে—

: এক মিনিট, ফোনটা এ্যাটেণ্ড ক'রে আসি।

: ওঃ, ইয়েস।

বিভোরা ফোনের কাছে এসে রিসিভার কানে তুলে নিতেই অপর প্রান্ত থেকে সুজন সিং-এর কথা ভেসে আসে—

: হ্যালো, বিভোরা দেবী?

: হ্যাঁ আমিই বলছি মিঃ সিং। কি ব্যাপার?

: আমি ট্রাঙ্ক কল করেছিলাম মগনলালজীকে। তিনি আপনাকে তাঁর কনগ্রাচুলেশন পৌঁছে দিতে বলেছেন।

: সো কাইণ্ড অফ ইউ।

: আর শুনুন, আপনার পূজালিভ গ্রাণ্টেড।

: কদিনের জন্য?

: লক্ষ্মী পূজা পর্য্যন্ত। তবে হেড কোয়ার্টারে এ্যাটেণ্ড করতে হবে।

: সে না হয় হ'ল। কিন্তু ট্রেনে যেতে আসতেই ত···

: সে ব্যবস্থাও হয়েছে, বোথ সাইড এয়ার প্যাসেজও মিঃ প্রেসিডেণ্ট মঞ্জুর করে দিয়েছেন।

: হার্টলি থ্যাঙ্কস।

: আচ্ছা, তবে ছেড়ে দিচ্ছি। ও হ্যাঁ মিঃ, ব্যানার্জী এসেছিল?

: হ্যাঁ, এখনও আছেন, কফি খাচ্ছেন।

: গুড, ভেরি গুড। আচ্ছা ছেড়ে দিলাম।

রিসিভার রেখে বিভোরা ফিরে আসে বেডরুমে। ঘরে ঢুকে দেখে চুপচাপ স্থির হ'য়ে বসে আছে বিদ্যোত্তম। ও নিজের সোফায় বসে কফিপট থেকে কাপে কফি ঢালতে ঢালতে বলে—

: খাওয়া বন্ধ ক'রে বসে থাকার কথা কিন্তু ছিল না।

: না, তা হয়তো ছিল না, ভাবছিলাম···

: কি এমন ভাবনা, যে ভাবনায় খাওয়া বন্ধ রাখতে হয়।

: ভাবছিলাম, কথায় কথায় কেন আপনি আমার ওপর রেগে যান।

: রাগের পেছনে অনুরাগ আছে কি নেই, সে খবরটুকু নেবার সাহস যাদের নেই তাদের ওপর রাগ না ক'রে থাকা যায়!

বলতে বলতে ফিক ক'রে হেসে বিভোরা কফির কাপ বাড়িয়ে দেয় বিদ্যোত্তমের দিকে।

: ও, ব্যাপারটা তবে···

: না, ব্যাপারটা তবে এই, অর্থাৎ জেলাসি নয়···

বিদ্যোত্তমের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে বিভোরা আবার হেসে ওঠে

: ঠিক হেসে উড়িয়ে দেয়ার ব্যাপার নয় বিভোরা দে···

: উঁহু। দেবী টেবী আর নয়। আমি আমার ছোট্ট, নিজস্ব নামে আমাকে ডাকলে খুসি হব।

: হুঁ, যা বলছিলাম। দেখুন···

: উঁহু, তাও বড্ড বেমানান, বিভোরার সঙ্গে দেখুন···এ আবার কি ধরনের কথা···

বিভোরা এমন ভাবে কথাগুলো বলে যাতে বিদ্যোত্তম না হেসে পারে না। বলে—

: বেশ তাই হোক। কিন্তু কথাটা কি জান, আজ দুপুর থেকে কেন যে আমরা দুজনে এমন ধরনের কাজ করছি···

: হুঁ, যাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, তা আমিও কিন্তু ভেবে পাচ্ছিনে।

বিভোরার কথা বলার ধরনে বিদ্যোত্তম আবার হেসে ওঠে। বলে—

: কিন্তু এর একটা কারণ থাকবে ত'?

ঃ কার্য্য যখন হচ্ছে তাব কারণ অবশ্যই থাকা উচিত, কাণ টানলে মাথা আসার মত। কিন্তু কি কাবণ বলুন ত'?

ঃ আমিও ত' তাই ভাবছি।

ঃ আমিও ভেবে ভেবে কোন কুলকিনারাই পাচ্ছি না।

ঃ তা হ'লে ব্যাপাবটা কি দাঁড়াল?

ঃ দাঁড়াল এই যে কুল এবং কিনাবা যখন পাওয়াই যাচ্ছে না তখন এক কুলে আমি আব অন্য কুলে তুমি, এই বে তুমি বলে ফেললাম যে!

বলে জীভ কাটে বিভোবা। বিদ্যোত্তম ওর ভঙ্গী দেখে হেসে উঠে বলে—

ঃ তুমি বলাটা তোমাব এই প্রথম ত' নয়। তাই এ্যাত খানি জীভ বাড়িয়ে অবাক না হ'লেও চলবে।

ঃ এই বে, তাই নাকি! তবে কি হবে।

ঃ ন্যায অন্যায়, আচাব বিচাব সব যখন আমবা আজ গুলে খেয়েছি তখন তুমি বলাতেও সবগুলো ধর্ম পুস্তক অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। কিন্তু আমি ভাবছি···

ঃ তুমি যা-ই ভাব না কেন, আমি ভাবছি যে, এই সময় ওখলা নদীর এম্বাঙ্কমেণ্টে বেড়িয়ে এলে কেমন হ ।

ঃ কিন্তু···

ঃ না-না আব কোন কিন্তু নয়।

বলেই তিড়িং কবে লাফিয়ে উঠে বিভোরা বিদ্যোত্তমের ডান হাতটা খপ্ কবে ধরে তাকে সোফা থেকে টেনে উঠিয়ে হিড়হিড় করে ঘর থেকে বের করে আনে। হল ঘরে এসে বিভোরা আয়াকে ডেকে সদর বন্ধ করতে বলে। এবপব এক জোড়া সু ও এক জোড়া লেডি সু শব্দ তুলে নেমে আসে সিঁড়ি ভেঙ্গে।

তারপব কারের ফ্রণ্ট সীটে দু'জন নারী-পুরুষের ভার পড়ে পাশা-পাশি। পবক্ষণেই কাব-এর ইঞ্জিন গর্জে উঠে ছুটে চলে বিদ্যোত্তমের হাতের স্পর্শে প্রাণ পেয়ে।

২০

এয়ারোড্রোমে এসে বিদ্যোত্তমের কার পার্ক করামাত্র তা থেকে প্রথমে নেমে পড়ল বিদ্যোত্তম। তারপর পাশে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই সুসজ্জিতা, সালঙ্কারা বিভোরা নেমে পড়ল। নেমেই চোখের গগল্‌সটা খুলে রুমালে মুছে নিয়ে আবার পরে নিল। ইতিমধ্যে একটি পোর্টার ছুটে এসেছিল। বিদ্যোত্তম ব্যাক ক্যারিয়ার খুলে দিতে তা থেকে সুটকেশটা নামিয়ে নিল সে।

এরপর ওরা দু'জনে পাশাপাশি এগিয়ে চলল পোর্টারের পিছু পিছু। যথাস্থানে এসে টিকিট বের ক'রে রিপোর্ট করল। অতঃপর এগিয়ে চলল ওরা রানওয়ের দিকে।

টিকিট চেকিংয়ের জায়গায় এসে গেল বিভোরা; ঘুরে দাঁড়াল বিদ্যোত্তমের দিকে। বলল—

ঃ তবে আমি ওই দিনই আসছি কিন্তু।

ঃ হুঁ। আমি গাড়ি নিয়ে আসবো।

ঃ ভুল হবে না ত'?

ঃ যতদূর সম্ভব ভুল খুব কমই করে বি, ব্যানার্জী।

ঃ বেশ, চলি।

বলে হাত নাড়ল বিভোরা, হাত নাড়ল বিদ্যোত্তমও। বিভোরা এগিয়ে চলল অন্যান্য যাত্রীদের পিছু পিছু। কিছুটা গিয়ে ঘুরে চাইল বিদ্যোত্তমের দিকে। বিদ্যোত্তম হেসে হাত নাড়ল আবার। ঘুরে আবার হেঁটে চলল বিভোরা। হাঁটতে হাঁটতে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে মালের টিকিটটা হাতে রেখে দিল। একটু পরই প্লেনের কাছে এসে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে চেয়ে দেখল বিদ্যোত্তম তখনও দাঁড়িয়ে আছে। অবার হাত নাড়ল ও। এরপর প্লেনে ঢুকে জানালার কাছের একটা আসনে বসে চেয়ে দেখল বিদ্যোত্তম তখনও দাঁড়িয়ে।

যাত্রীদের ওঠা শেষ হতেই গর্জে উঠল প্রপেলার। কয়েক মুহূর্ত পরেই যানটা ছুটে চলল তীর বেগে রানওয়ে বরাবর। তারপর ধীরে ধীরে আকাশমুখী মাথা তুলে উঠতে থাকল। বিভোরা জানালা দিয়ে চেয়ে দেখল বিদ্যোত্তম ও অন্যান্য আরও আগন্তুকরা শেষ বিদায়ক্ষণে কেউ হাত, কেউ রুমাল নাড়ছে।

শান্তিলতা যত জোর দিয়ে সম্ভব প্রাণবল্লভকে বোঝাচ্ছিলেন যে, বছরকার দিন বলে কথা, সারা বছরে একবারই ত' আসে দুর্গাপূজা, এমন দিনে ছেলে-মেয়েদের নতুন কাপড় না দিলে চলে। আর প্রাণবল্লভও প্রাণান্তকর চেষ্টায় বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে সামর্থ না থাকলেও, সঙ্গতির অভাব ঘটলেও পূজার কাপড়জামা কিনতেই হবে, এমন হুজুগী সিদ্ধান্তে অন্ততঃ তাঁর সমর্থন নেই। যে সামান্য টাকা আছে তা দিয়ে রেশন তোলা, পূজার সময়কার আক্রা বাজারে আনাজপাতি কেনা, তার কথা না ভেবে জামাকাপড়ে সব ফুরিয়ে রাখলে পড়ে পস্তাতে হবে। ছেলেমেয়েরা সকলেই মায়ের পক্ষ নিয়ে বাবার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে -জামা কাপড় তাদের চাইই চাই।

ঃ দেখ, আমাকে ঘাটিও না বেশী। বায়ু যদি চড়ে যায় যে কখানা নোট আছে তোমাদের সামনেই কুচিকুচি করে ফেলে চলে যাব যে দিকে দু'চোখ যায়।

ঃ ইস, যার নেই বিষ, তার আবার কুলোপানা চক্কোর। দাও না দেখি কুচিকুচি করে সব। ভাত দেবার মুরোদ নেই, কিল মারবার গোঁসাই।

শান্তিলতাও আজ যেন দমতে চান না। এদিকে আশপাশের বাড়ীর জানালায় দরজায় সকৌতুক অনেক জোড়া চোখ ও মুখ যে ভেসে উঠেছে সেদিকে ওদের কারও খেয়াল নেই এই উত্তপ্ত মুহূর্তে। স্ত্রীর খোটা দেওয়া কথায় হুঙ্কার ছাড়লেন প্রাণবল্লভ—

ঃ কি, কি বললে? এত বড় অপমান! বলি আমার মুরোদ

থাক আর নাই থাক তাই নিয়ে এত বড় খোটা দিলে আমায় তুমি স্ত্রী হ'য়ে? বেশ, থাক তুমি তোমার ছেলে-মেয়ে নিয়েই। যে সংসারে প্রতি মুহূর্তে একটা মানুষকে এমন হতমান হ'তে হয়, সে সংসারে থাকার চেয়ে রেল্ লাইনে গলা পাতা ভাল।

গলার রগ ফুলে উঠেছে প্রাণবল্লভের, তামাটে মুখ চোখ লিভারের মত রঙিন হয়ে উঠেছে। আট দশটা তালি দেওয়া পরণের জামার ঘড়ির পকেটে রাখা কটা নোট বের করে শান্তিলতার দিকে ছুঁড়ে মেরে বড় বড় পা ফেলে দ্রুত হেঁটে চল্লেন ঘ্যাস বিছানো গলির দিকে।

গলি দিয়ে কলোনীর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে মা ও বাবার সব কথাই কানে আসছিল বিভোরার। মনে মনে লজ্জায় এতটুকু হ'য়ে উঠেছিল ও। মায়ের উপর রাগ হচ্ছিল। অবস্থা বুঝে চলার মধ্যেই না সুগৃহিণীর বাহাদুরী। গলির মুখে পা দিয়ে শেষ বারের মত চেঁচিয়ে বললেন প্রাণবল্লভ—

ঃ আমি যদি ত্রৈলক্য চক্কোত্তির ব্যাটা হই, তবে আর কোন দিন এ মুখ নিয়ে তোমাদের কাছে—

ঃ বাবা!

মাঝখানে কথা বন্ধ হয়ে গেল প্রাণবল্লভের। পায়ে হাত দিয়ে প্রণামরতা বিভোরায় মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন—

ঃ সুখী হ মা, নীরোগ হ, আয়ুষ্মতী হ!

প্রাণবল্লভের অগ্নিবর্ষী গলা থেকে কল্যাণের আশীষ ধারা যেন নেমে আসে। হঠাৎ মাঝপথে প্রাণভল্লভের উচ্চ গ্রামের স্বর স্তব্ধ হওয়ায় শান্তিলতা ও ছেলে মেয়েরা এগিয়ে গিয়ে গলির দিকে চাইতেই দেখল ভগীরথের গঙ্গা অনয়ণের মত জ্যোতিতে যেন বিভোরা তাদের অনটন অভাবগ্রস্থ সংসারে এক আশ্বাসের বারিধারা বয়ে নিয়ে আসছে!

ঃ মা, দিদি এসেছে! কি মজা, দিদি এসেছে!

বলতে বলতে ভাই-বোনগুলো ছুটে এসে বিভোরাকে ঘিরে ধরল। ওদের একজন দিদির হাত থেকে স্যুটকেশটা নিয়ে নিল।

: হয়েছে, হয়েছে, চল্, ঘরে চল।

উৎফুল্ল বিভোরা বলে এগুতে গিয়ে দেখল প্রাণবল্লভ তখনও অনড় হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাই চাপা গলায় তাঁকে ও বলল—

: বাবা, আশপাশের লোকরা হাসা-হাসি করছিল, চল, ঘরে চল।

: কিন্তু মা. তোর মায়ের কথা···

: সবই বুঝি বাবা। কিন্তু তবু ত' আমাদের মানিয়ে না নিলে চলবে না।

: তোর মা, ছেলে পুলে নিয়ে দিন রাত আমায় দুষবে। সব দোষই কি মা তবে আমারই ?

: দোষ তোমারও নয়, দোষ মারও নয়, দোষ কারও নয় বাবা দোষ আমাদের কপালের, দোষ আমাদের ভাগ্যের। নইলে বিপ্লবী যুগের প্রাণবল্লভ চক্রবর্তীর আজ এই হাল হ'ত না, দেশবাসীর যাঁদের মাথায় ক'রে রাখার কথা, অহিংস প্লাবন এসে তাদের এমন ভাবে ধূলোয় মিশিয়ে দিত না।

বলতে বলতে বিভোরার দু'চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রাণবল্লভের হাত ধরে পাতা কাঠে ছাওয়া দোচালা ঘরের দিকে এগিয়ে চলে ও।

পরদিনই জাজরিয়া ইণ্ডাসট্রিজ-এ মগনলালকে ফোন করল বিভোরা। মনে সন্দেহ ছিল, যা ব্যস্ত মানুষ, ফোনে পাবে কিনা মগনলালকে কে জানে। কিন্তু নাম্বার ডায়েল করার সঙ্গে সঙ্গে ওধার থেকে যে স্বর বলে উঠল—হ্যালো, সে স্বর মগনলালেরই।

: মিঃ প্রেসিডেণ্ট, নমস্কার স্যার, আমি বিভোরা বলছি।

: কৌন, বিভোরা? আরে তুম ত' ক্যাপিটালমে কামাল কর দিয়া।

: সে ত' আপনার আশীর্বাদে। আমায় কি হেডকোয়াটারসে যেতে হবে স্যার?

: এসো না, সকলে খুব খুসী হবে, তোমার সাফল্যের কথা শুনে অন্যান্য রঙ্গিনীরা ইম্‌পেটাস পাবে। আচ্ছা, আমি কার পাঠাচ্ছি, আমার এখানে চলে এসো, আমিও যাব। এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে, কি বল?

: আচ্ছা স্যার, তাই হবে। কার কখন পাঠাবেন স্যার, সেই বুঝে আমি তৈরী হয়ে থাকবো।

: এই ধরনা কেন উইদিন হাফ-অ্যান আওয়ার।

: আচ্ছা স্যার, আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি।

পোষ্ট অফিসের পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়েই বিভোরা অপেক্ষমান সাইকেল রিক্সায় উঠে বলে—

: একটু তাড়াতাড়ি নিয়ে চল ভাই।

আদেশ পেয়ে রিক্সাওলা প্যাডেল করে নির্দিষ্ট কলোণীর দিকে এগিয়ে চলে।

ঘড়ি দেখে দ্রুত হাত চালিয়ে বিভোরা সেরে নেয় পোষাক ও প্রসাধনপর্ব।

নির্দিষ্ট সময়েই মগনলালের গাড়ীর বিশেষ ধরণের হর্ণ কানে আসতে ও পায়ের চটি খুলে নতুন কেনা ফ্যান্সী জুতোয় পা গলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। বলে—

: মা, যাচ্ছি!

বিভোরাকে দ্রুত হেঁটে আসতে দেখে ড্রাইভার গাড়ী থেকে নেমে পড়ে। ও কাছাকাছি আসতে স্যালিউট দিয়ে দাঁড়ায়। বিভোরা হেসে বলে—

ঃ ভাল আছ ?

ঃ হাঁ দিদিমণি, আপনি ভাল ত' ?

ঃ এই কেটে যাচ্ছে আর কি।

ড্রাইভার কার-এর দরজা খুলে ধরতে বিভোরা উঠে যায় ব্যাক সীটে। দরজা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে ড্রাইভার নিজের আসনে উঠতেই পাশের রক থেকে ছেলেরা গাড়ীর কাছে ছুটে আসে। ওদের একজন হাতের রসিদ বইটা বিভোরার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে—

ঃ দিদি, আপনার চাঁদাটা।

ঃ চাঁদা, নিশ্চয়ই দেব। পাড়ার পূজো, আর চাঁদা দেব না ? লিখেছ রসিদ ?

ঃ এই যে দিদি।

বলে রসিদটা বাড়িয়ে দেয় ওর হাতে। রসিদে দৃষ্টি পড়তে বিভোরা চোখ কপালে তুলে বলে—

ঃ তোমরা ক্ষেপেছ নাকি, কুড়ি টাকা ! না-না ভাই, যেটা যুক্তি-সঙ্গত হয়, তাই নাও।

ঃ চাঁদা যে এবার বেশী উঠছে না দিদি !

ওদের একজন বলে ওঠে।

ঃ তার মানে বুঝতেই পারছ, দেশের লোকের অবস্থা খারাপ। তাই বাজেট কমাও। আচ্ছা কলমটা দাও ত'।

তরুণদের একজন ওর দিকে কলম বাড়িয়ে ধরে। বিভোরা সেটা নিয়ে রসিদে তার নাম লিখে, টাকার অঙ্কের ২০ কেটে ১০ লিখে ওদের দিকে রসিদটা ফিরিয়ে দিয়ে বলে—

ঃ এই নাও, রসিদ কেটে দাও।

বলে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে দশ টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দেয়। ছেলেরা একসঙ্গে বলে ওঠে—

ঃ দশ দিলেন দিদি।

: চাঁদা যে যা দেয় তাই নিতে হয় ভাই, চাপ দিয়ে চাঁদা নেওয়া ঠিক নয়।

: এই চ, চ, দিদি ঠিকই বলেছেন। সর, সরে যা, গাড়ী স্টার্ট নেবে।

একজন বলতে ছেলেরা গাড়ীর কাছ থেকে সরে যেতেই হুঁস ক'রে গাড়ীটা বেরিয়ে যায়।

জাজরিয়া ইণ্ডাসট্রিজ সংলগ্ন নিজস্ব কার সেড-এ এসে গাড়ী পার্ক করিয়ে ড্রাইভার বলে—

: মেমসাব, আপনি বসুন, আমি বাবুকে খবর দিচ্ছি।

: আচ্ছা।

কথা শেষ করেই ড্রাইভার নিজের আসন থেকে নেমে ছুটে চলে যায়। কয়েক মিনিট পরেই মগনলাল অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন। দারোয়ান তাকে সেলাম দিয়েই ছুটে এসে দরজা খুলে ধরে। কারে উঠেই মগনলাল বিভোরার সঙ্গে করমর্দন করেন। ইতিমধ্যে ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দেয়। তারপর উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে কার। মগনলাল কথায় কথায় আগামী দেওয়ালীর প্রোগ্রাম সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন।

ব্ল্যাক কংগ্রেসের হেড কোয়ারটার্সে কার এসে থামতেই বিশেষ ধরণের হর্ণ বাজায় ড্রাইভার। সঙ্গে সঙ্গে সুরকি মিলের একদিকের টিনের বেড়া ধীরে ধীরে মাটির নীচে অদৃশ্য হয়ে যায়। এরপর কার এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় বৃহৎ সেই দৈত্যমুখ সন্নিহিত মন্দিরের কাছে। ধীরে ধীরে মন্দীরটা এক পাশে সরে যায়। বিভোরা চেয়ে দেখে সেই দৈত্য মুখগহ্বর লাল আলোয় এক বীভৎস মূর্তি ধারণ করেছে। দেখে মনে হয় সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই যেন সেই ব্যাদিত মুখের মধ্যে দিয়ে উদরস্থ হতে পারে। মাত্র কয়েকটি মুহূর্তমাত্র।

তারপরই সেই দৈত্যের ব্যাদিত মুখ আরও বহুগুণ বড় হাঁ করতেই মগনলালের কার তাতে ঢুকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কার সহ ওরা নামতে থাকে পাতালের দিকে।

গুহানগরের কার সেড-এ এসে কার পার্ক হতেই মগনলাল ও বিভোরা নেমে পড়ে। তারপর উভয়ে এগিয়ে চলে। মগনলাল যেতে যেতে বলেন—

ঃ চল, তোমায় তোমাদের রঞ্জিনী বিভাগে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ঃ চলুন স্যার।

ওরা যে যে বিভাগের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলে, সব বিভাগের প্রবেশ পথেই সুতীব্র লাল আলো জ্বলছে। এগিয়ে যেতে যেতে সেই কাঁচের দু'টি ঘরের কাছে এসে যায়, যায় একটাতে খাঁটি খাদ্য খাওয়া সুপুষ্ট দুটি নারী-পুরুষ এবং তার পাশেই নির্জীব হয়ে পড়া ভেজাল খাদ্য খাওয়া মডেল দুটি দেখতে পেল।

রঞ্জিনী বিভাগে ঢোকামাত্র বিভোরা বুঝল যে কি অদ্ভুত কর্ম-ব্যস্ততা সেখানে। মগনলাল ক দেখামাত্র মিসেস মার্গারেট এগিয়ে এসে বলল—

ঃ গুড ইভনিং স্যার।

একটু এগোতেই দেখা গেল কান্তিকুমার নিজেই এক ব্যাচ রঞ্জিনীকে নাচের মুদ্রা শেখাতে ব্যস্ত। মগনলালকে দেখে সে এগিয়ে এসে অভিবাদন জানাল। বিভোরা কান্তিকুমারকে নমস্কার করতেই মগনলাল বললেন—

ঃ এই যে বিভোরা ক্যাপিটালে অসাধ্য সাধন করেছে ও। মিঃ কন্তিকুমার, দেখুন যাতে এর মত অন্যান্যরাও তৈরী হয়।

ঃ চেষ্টার ত' কোন ত্রুটি করছি না আমি স্যার।

এরপর মেয়েদের দিকে চেয়ে বলেন—

ঃ দেখ, এই যে বিভোরা, এও ঠিক তোমাদের মতই ছিল। কিন্তু এখন ওআচারে ব্যবহারে তোমাদের সবাইকে টেক্কা দিতে পারে।

: আচ্ছা বিভোরা, তুমি তবে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বল আর মিঃ কান্তিকুমার যদি কোন কাজের ভার দেন তবে যে কদিন আছ এসে ক'রে দিও।

: সত্যি বিভোরা, তুমি যদি অন্ততঃ এক ব্যাচ মেয়েকে নাচ শিখিয়ে দাও তবে ভাল হয়। এক সঙ্গে বহু প্রোগ্রাম নিতে হয়েছে ত।

: বেশ ত' স্যার, আমি রোজই আসবো একবার করে।

: তা হ'লে বিভোরা, তুমি এখানে থাক, যখন যাবে আমার রুমে চলে এসো, ড্রাইভারকে বলে দেব, কেমন ?

কথা শেষ করে মগনলাল চলে যান। ঠিক এমন সময়ই রঞ্জিনী পর্ণা এগিয়ে এসে বিভোরার হাত ধরে চলে—

: কি রে ভাই, চিনতে পারছিস ত ?

: ফাট ! চিনতে পারব না মানে !

২১

খামের উপরে বড় বড় হরফে PERSONAL কথাটা লেখা একটা চিঠি যখন অমূল্যভূষণের টেবিলে এনে রাখল বেয়ারা, তখন সবেমাত্র দপ্তরে এসেছেন তিনি। তিনি খামটা খুলে দেখলেন আঁকা-বাঁকা হাতে লেখা একটা চিঠি। কে লিখেছে দেখতে পাতা উল্টিয়ে দেখলেন যে প্রেরকের নাম নেই। ওঃ, তাহ'লে বেনামী উড়ো চিঠি। এ কথা ভেবে অমূল্যভূষণ ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে দলা মোচড়া করে সেটা ফেলে দিলেন। কিন্তু আবার কি মনে করে কৌতূহলী হ'য়ে ওয়েষ্টে পেপার বাস্কেটটা তুলে মোড়ানো চিঠিটা খুঁজে বের করলেন। তারপর সেটা টেবিলের ওপর বাঁ হাতে চেপে ধরে ডান হাতে চারটে কোন্ টান করে পড়তে লাগলেন।

চিঠিটা পড়া হ'তেই গুম হ'য়ে গেলেন অমূল্যভূষণ। মনে প্রশ্ন—এ চিঠিতে গুরুত্ব দেবেন, না দেবেন না।

চিন্তাকীর্ণ মনে নিজের চেম্বারে যখন বসেছিলেন অমূল্যভূষণ, তখনই বি, ব্যানার্জী ক'টা ফাইল হাতে ঘরে ঢুকলো।

: নমস্কার স্যার!

: নমস্কার।

: আমার স্যার মনে হয়, খাদ্যবণ্টনের ব্যবস্থায় কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে গেলে খাদ্য উৎপাদন অর্থাৎ কৃষির ব্যাপারে আমাদের প্ল্যানিংয়ে প্রায়রিটি দেওয়া উচিত।

: অবশ্যই। কেননা সাপ্লাই যদি না ঠিকমত আসে, যদি না খাদ্যে সয়ম্ভর হবার চেষ্টা করি আমরা, তা হলে শুধুমাত্র বণ্টন ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণের পর নিয়ন্ত্রণ করে কোন সুরাহা শেষ পর্যন্ত করা যাবে না। কালোবাজারের ঘুড়ির সুতোয় ঢিলে দেওয়ায় এতদিনে তারাও বেশ শক্তিশালী। সরকারী তরফে আমরা স্বীকার করি আর নাই করি, কৃষির ব্যাপারে আমরা যে অবহেলা করেছি তার জন্য জাতিকে মূল্য দিতেই হবে।

: আপনি ঠিকই বলছেন স্যার, এ দেশ রাতারাতি ইণ্ডাষ্ট্রিতে ইণ্ডাষ্ট্রিতে ছেয়ে গিয়ে মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে দেবে, এ স্বপ্নে দেখা যায়, বাস্তবে সম্ভব নয়। তাই আমাদের প্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত ছিল গ্রামে গ্রামে কৃষাণের কুটিরে কুটিরে। আমাদের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর বা গ্রাম নির্ভর। আমাদের দেশের মানুষের খাওয়ার দিকটাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করতে গেলে কৃষাণ দেবতাকে জাগ্রত করতেই হবে! তা ছাড়া অতি মুনাফার প্রবণতা এত বেড়ে গেছে যে খাদ্যের কালোবাজারীদের মত জোতদাররাও শস্যের উর্দ্ধতম দামের জন্য মজুতদার হয়ে যাচ্ছে।

: আমি বলি কি জানেন, এ বিষয়ে সব দিক বিবেচনা করে বেশ সুসমঞ্জষ একটা পরিকল্পনা তৈরী করুন—যে পরিকল্পনায়

কৃষকের স্থান থাকবে সর্বাগ্রে, খাদ্যের কালোবাজারী উচ্ছেদে সারা দেশ চষে ফেলা হবে এবং যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হবে তা সরকার সর্বশক্তি দিয়ে চালু রাখবে।

: তাই করছি স্যার কৃষি বিভাগের সেক্রেটারীর সঙ্গে কোলাবরেশনে। তবে স্যার কেন্দ্রের ও রাজ্যগুলির স্বরাষ্ট্র বিভাগকে এ জন্য ফুলেষ্ট কোঅপারেশন দিতে হবে। এদিকে স্যার ফুড ডিরেক্টরেকে সারনয় এক ধরণের কর্মীদের মধ্যে যেন মৌচাকে ঢিল পড়েছে।

: কোন রকম এ্যাজিটেশন করার প্ল্যান আঁটছে না ত'।

: সেই রকমই আঁচ পাচ্ছি স্যার।

: তা যদি হয়, চোখ কান খুলে ওয়াচ করুন। সৎ ও নিষ্ঠাবান অফিসাররা কল্যাণমূলক কাজে নামবে আর ঘুষখোর ঘুঘুরা তা বানচাল করবে, এ কোনমতেই সহ্য করা যায় না

: হ্যাঁ স্যার, সে ত' বটেই। এই ভাবে গভর্ণমেণ্টের প্রেষ্টিজ কমে যাচ্ছে জনসাধারণের কাছে। আর এদের জন্যই যেমন অনেক কাজ ভণ্ডুল হচ্ছে তেমনি সার্বিক ধারণা হচ্ছে যে সরকারী কর্মচারীমাত্রই ঘুষখোর।

: সত্যি ত', যারা অসৎ নয়, ইনসিনসিয়ার নয়, তাদের গায়ে কেন পড়বে অসৎ ও 'ইনসিনসিয়ারিটি'র লেবেল। আমার ত' মনে হয় সৎ অফিসারদের এ বিষয়ে 'অনেষ্ট কর্ণার' ধরণের একটা অরগ্যানিজেশন গড়ে তোলা উচিত।

: কিন্তু স্যার গণতন্ত্রের ধুয়া তুলে চোররা, অসৎরা বড় গলা ক'রে বলবে যে, আমরা চোর কি সাধু তা বলার তোমরা কে হে ?

: এই ত' হয়েছে বিপদ। গণতন্ত্রকে আমরা যেন সুবিধাবাদীতন্ত্রে রূপান্তরিত ক'রে ছাড়ছি।

: যা হ'ক না কেন স্যার আমি এদিকের ব্যাপারে একটা রিপোর্ট তৈরী করে ফেলছি। তবে স্যার এটাকে ফুল ক্যাবিনেট মিটিং-এ এ্যাপ্রুভ করিয়ে নেবেন পি, এম-এর ওপর চাপ দিয়ে।

ঃ হ্যাঁ, সে ত' করতেই হবে অন্ততঃ আমাদের দপ্তরের সেফ সাইডের জন্য।

ঃ আমি তবে যাই স্যার।

ঃ আচ্ছা আসুন।

বি, ব্যানার্জী চেম্বার ছেড়ে চলে যেতে অমূল্যভূষণের মন আবার সেই উড়ো চিঠির ব্যাপারটা দিয়ে নাড়া চাড়া শুরু করে। কিছুতেই যেন স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না এই চিঠির বিষয়ে গুরুত্ব দেবেন কি দেবেন না। সারা দিনের ধরাবাঁধা কাজগুলো সমাধা করার অবসরে যতটা ফুরসৎ পান, তার সবটাই আজ অমূল্যভূষণের কেটে যায় এই চিঠির সম্ভাব্য পরিণতির চিন্তায়। কিন্তু কোন রকম সিদ্ধান্তেই যেন তিনি এসে পৌছুতে পারেন না। ওঁর যেন মনে হয় যে সামান্য একটা উড়ো চিঠিতে তিনি বিচলিত হয়েছেন, একথাটা তৃতীয় পক্ষ কেউ জানলে তিনি উপহাসিত হবেন। অথচ চিঠিটার সঙ্গে প্রায় লক্ষাধিক নাগরিকের জীবন-মরণ সমস্যা রয়েছে জড়িত। তাই চিঠিটা যতটা ক্ষুদ্র তার বয়ে আনা খবরটা ত' তত ক্ষুদ্র নয়।

অনেক ভেবে চিন্তে তিনি তাই ক্যাবিনেটের সব চেয়ে দিল খোলা সদস্য, সামাজিক নিরাপত্তা দপ্তরের মন্ত্রী সতীর্থ হেমদাকান্তকে ফোন করলেন—

ঃ দাদা, ব্যস্ত আছেন নাকি, আমি অমূল্যভূষণ বলছি।

ঃ না-না ভাই ব্যস্ত থাকব কেন, ব্যস্তই যদি থাকব তবে এ চাকরি করব কেন ভাই।

ঃ তা হলে দাদা একবারটি চলে আসুন, চা খাওয়া যাবে দাদা ভাইতে বসে।

ঃ বেশ, আসছি।

ওদিকের আশ্বাস পেতে অমূল্যভূষণ ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখেন। মুখে তাঁর একটু হাসির আভাষ ফুটে ওঠে দিলখোলা হেমদাকান্তের কথা ভেবে—যিনি সোজাসুজি বলেন যে, বাবা,

আমার এমন কোন যোগ্যতা নেই আর বয়সও নেই যে কোন খানে কোন চাকরিতে আমায় নেয়; তাই এই মন্ত্রীত্বের চাকরি করি। যে চাকরিতে যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না, বয়সের কোন 'বার' নেই। বরং যোগ্যতা যদি বা থাকেও নিয়ম নিগড়ে বাঁধা পড়ে পদে পদে তোমায় তা ভুলিয়ে দেবে।

: অমূল্য ভাই, আসছি।

পুষডোর ঠেলে বললেনহেমদাকান্ত।

: আরে আসুন, আসুন,দাদা!

বলে শশব্যস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত জোড় করে নমস্কার করেন অমূল্যভূষণ। এগিয়ে এসে কার্পেটের উপর পাতা একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে হেমদাকান্ত বলেন—

: অন্য মন্ত্রীরা, বুঝলে ভাই, আমায় তাদের ঘরে একরকম ঢুকতেই দেয় না, কিন্তু তুমি দেখি ভাই ঠিক বিপরীত।

: কি যে বলেন দাদা, আপনি ক্যাবিনেটের সবচেয়ে সিনিয়র মোষ্ট মেম্বার। এমন কি পরাধীনতার আমল থেকে আছেন, আপনার মন্ত্রীগিরিতে একটা বিশেষ যোগ্যতা যে আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

: কি-ইচ্ছু না ব্রাদার, কি-ই-চ্ছু না। স্রেফ এই যে, এই।

বলে হাতজোড় করেন হেমদাকান্ত।

: বলেন কি দাদা!

: হ্যাঁ ভাই, ঠিকই বলছি, মন্ত্রীত্বে কোন যোগ্যতা দেখাতে গিয়েছ কি তোমার পতন আসন্ন। সে পতন থেকে অভ্যুদয়ের ব্যবস্থা স্বয়ং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বর মহেশ্বরও করতে পারবে না।

: সে কি দাদা!

বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বলে অমূল্যভূষণ কলিং বেলের বোতাম টেপেন। বেয়ারা ছুটে আসে। তাকে বলেন—

: চায়ের ব্যবস্থা কর।

: জি হুজুর।

বেয়ারা বেরিয়ে যেতে হেমদাকান্ত পানচর্বনরত মুখে কথা শুরু করেন—

: ভাই, বয়েস হয়েছে, এ বুড়োর কথা শুনে চল, তোমায় মন্ত্রীত্বের গদী থেকে কেউ হটাতে পারবে না।

: কিন্তু দাদা ঐ হাতজোড় করে থাকার যোগ্যতায়ই মন্ত্রীত্বে আসনে থাকা যায়, এ যে বিশ্বাসই করতে ইচ্ছে হয় না।

: বিশ্বাস না করলে কি করব বল ব্রাদার। কিন্তু জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ যে তোমার সামনেই বসে, তাকে ত আর অস্বীকার করতে পার না।

: হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক দাদা।

: তবে হ্যাঁ, শুধু হাতজোড় নয়, ঠিক ঠিক কি উদাহরণ দিই তোমায়, হ্যাঁ, মনে পড়েছে—রামভক্ত হনুমান নামে একটা বায়স্কোপের বই হয়েছিল মনে আছে ভাই তোমার, তার সেই লেজগুটিয়ে তার ওপর বসা হনুমানের ছবিটা মনে আছে? ঠিক ঐ রামভক্ত হনুমানের মত যদি বসে থাকতে পার মন্ত্রীর গদীতে, মানে নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু অবস্থা আরকি, তা হলে কে-য়ে-উ তোমায় গদীচ্যুত করতে পারবে না। অবশ্য যতদিন না শমন পরপারের সমন জারি করে পেয়াদা পাঠায়।

: সে কি দাদা, আজীবন মন্ত্রীত্ব! তবে ভোট, ইলেকশন, জনগণের সমর্থন এ সবের প্রয়োজন নেই।

: কি বললে, জনগণেশ! জনগণ ত' ভাই দেখছি এই এত বয়েস পর্য্যন্ত, সত্যই ওরা জনগণেশ। ওর সমর্থনে কিচ্ছু হয় না। ভোটে হারলেও তোমায় ব্যাক ডোর দিয়ে এনে মন্ত্রীত্বে বসাবে লিডার, যদি ঐ যে বললাম, রামভক্ত হনুমানের মত বসে থাকতে পার।

: তা হলে দাদা কাজগুলো কে করবে?

: হাঃ হাঃ হাঃ, কাজ? কাজের কথা কি বলছ ব্রাদার, আমাদে

কি কাজের জন্য রাখা হয়েছে ? এই দেখ না আমি, আমি কি কোন কাজ করি ? কচ্ছপ দেখেছ, কচ্ছপ ! সকাল দশটায় ঠিক কচ্ছপের মত গুড়গুড় করে পা ফেলে সেক্রেটারিয়েটে চলে আসি। আসামাত্র প্রধান মন্ত্রী আমাদের চিৎ করে দেন।

শুনতে শুনতে অমূল্যভূষণের চোখ বিস্ময়-বিস্ফারিত হয়।

: কিলিভ মি, হ্যাঁ ব্রাদার, ঠিক বলছি, এক বর্ণও মিথ্যে বল্‌ছি নে। চিৎ করে দিলে কচ্ছপ কি করে ? হাত-পা ছোড়ে, চল্‌তে ফিরতে কিন্তু পারে না। তারপর যখন পাঁচটা বাজে তখন প্রধান মন্ত্রী আমাদের উপুড় করে দিতেই আবার গুড়গুড় করে বাড়ী চলে যাই !

: কিন্তু তার কাজ দেখাশোনা করবে কে !

: কাজের নেশায় যদি একবার মজেছ ভাই তবে তোমার গদী কেউ রক্ষা করতে পারবে না। কাজ দেখবার তুমি কে হে ? তোমার সময় কোথায় কাজ দেখবার ? সে জন্য আছে সেক্রেটারী। সেক্রেটারীরা প্রাইম মিনিষ্টারের মেজাজ বুঝে ঠিক যা করা উচিত তাই করে যাবে, আমরা হলাম অকাজের লোক আমরা কি করে কাজ করব হে ? অফিসার বলে কথা, ওরা কত কাঠখড় পুড়িয়ে সেই বিলেত থেকে পাশ করে আই, সি, এস হয়ে এসেছে, তারপর না হয়েছে সেক্রেটারী ! ওদের কাজ বুঝাতে যাব আমরা, এই আকাঠ মুখ্যুরা ! ক্ষেপেছ তুমি !

: কিন্তু দাদা, তা হলে জনসাধারণের টাকা যে আমরা খাচ্ছি, সে কিসের জন্য !

: জনসাধারণের টাকা ! বল কি হে !

: মানে ওদের ট্যাক্সের টাকা থেকেই ত' রেভেন্যু আসে। সেই টাকায়ই ত' আমরা বেতন পাই।

: ও সব বক্তৃতাবাজীর কথা শিকেয় তুলে রাখ ব্রাদার। ওসব ভেবেছ কি তুমি সবিস্ময়ে দেখবে ক্যাবিনেট লিষ্ট থেকে তুমি নট হয়ে

গিয়েছ। পাঁচ ভাতারী মানুষ মন্ত্রীর পক্ষে কোন কাজই করা সম্ভব নয়। পার্টির লিডারের হুকুম, পার্লামেণ্টের নেতার হুকুম, ক্যাবিনেটের সকল সদস্যের মর্ন রক্ষা, অফিসারদের হাতে রাখা এত সবদিক বজিয়ে রেখে আর কাজ করার এনার্জি থাকে হে ?

এমন সময় বেয়ারা চা এনে টেবিলে সার্ভ করে। হেমদাকান্ত তাঁর ইয়া বড় গোঁফ বাঁচিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে কাপটা যথাস্থানে রেখে আবার বলেন—

: তার চেয়ে বাবা নেতার, দলের, ক্যাবিনেটের হাওয়া বুঝে 'ইয়েসম্যান' হওয়াটাই হচ্ছে বেষ্ট পলিসি। দেখ না কেন এই আমি, পঁচিশ বছর হল মন্ত্রীত্ব করছি, ষ্টিল গোয়িং ষ্ট্রং ! যদি ভগবান বিমুখ না হন, যতদিন ব াচবো গোঁফে তা দিয়ে মন্ত্রীত্ব করে যাব !

: যাক, দাদার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখা গেল আজ।

: শিখবে বৈকি, দাদা বলে যখন ডেকেছ, যা জানি, বুঝি, সবই শিখিয়ে দেব। এই যে আমি, আমি যখন পার্লামেণ্টে বিতর্কের উত্তর দিই কোন বিরোধী নেতা তর্ক করে আমার সঙ্গে ?

: না, প্রায় ক্ষেত্রেই বসে বসে হাসতে দেখি তাদের।

: দেখ ত' বুঝলাম, কিন্তু কেন দেখ ?

: তা ত' জানি নে দাদা।

: হুঁ হু ব্রাদার, পঁচিশ বছর হল মন্ত্রীত্ব করছি, ওদের কি করে বশে রাখতে হয় সব আমার নখদর্পণে।

: বলুন না দাদা, ওরা কেন আপনার পেছনে লাগে না !

: দেখ ব্রাদার, এসব গুহ্য কথা বলে দিচ্ছি, কারও কাছে বেফাঁস বলে ফেল না শেষে !

: কি যে বলেন দাদা, ভাই হয়ে দাদার সর্বনাশ করতে পারি।

: ব্যাস ব্যাস, ঐ কথাটা মনে রেখ। ওরা আমার সঙ্গে ট্যা-ফু করে না কেন জান। সবগুলো অপজিশন পার্টির তহবিলে আমি ওদের লিডারদের মারফৎ নিয়মিত কিছু কিছু চাঁদা দিয়ে আসছি।

আর হাতে ধরে বলে দি, দেখ বাপু, আর যার সঙ্গে যা-ই করিস না কেন এই বুড়োটাকে ক্যাবিনেটে শান্তিতে থাকতে দে তোরা।

: এ অনুরোধ রাখে ওরা!

: রাখে না। মানে। সেশন যখন চলে স্ব চক্ষেই ত' দেখ তুমি।

: হ্যাঁ দাদা, তা ঠিক।

: আচ্ছা ভাই অনেক বকলুম। এবার তবে চলি, কেমন ?

বলে জোড়হাত করে উঠে প্রস্থান করেন হেমদাকান্ত। অমূল্যভূষণ চেম্বারের দোর পর্য্যন্ত এগিয়ে দেন তাঁকে। ফিরে গিয়ে নিজের আসনে বসে পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞ মন্ত্রী হেমদাকান্তের কথাগুলোই ভাবতে থাকেন। সত্যিই কি তবে মন্ত্রীর পক্ষে কোন কাজ করা সম্ভব নয়? কিন্তু কারণ কি। মনে হয় এই ধরনের মানুষরা মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব পালনের চেয়েও গদিনসিন থাকার প্রতি বেশী আসক্ত। তাই শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্রী-মানুষ থেকে মন্ত্রী-পুতুল হয়ে যান এরা। এই পদে নিজে নেই এ কথা কল্পনা করতে পারেন না।। ফলে সব দিক দিয়ে সব এনার্জি নিঃশেষ করে দেন নিজের গদী নিষ্কণ্টক করার প্রয়াসে। না, এ সব ভেবে লাভ নেই। যে চিঠির কথা বলবেন বলে হেমদাকান্তকে ডেকেছিলেন তার মুখের 'সারমন' শুনে তা আর বলা হল না। হঠাৎ মনে পড়ল অমূল্যভূষণের চিঠিটার বিষয়ে বি, ব্যানার্জীর সঙ্গেই আগে পরামর্শ করা যাক। এই ভেবে তিনি ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন পাঁচটা বেজে গেছে। ফোনের রিসিভার তুলে বি, ব্যানার্জীর এক্সটেনশন বললেন। একটু পর রিং হতে থাকল। শেষ পর্য্যন্ত তার ষ্টেনো জানাল যে সাহেব সীটে নেই। রিসিভার রেখে দিয়ে অমূল্যভূষণ উঠে পড়লেন। ভি, আই, পি লিফ্‌ট দিয়ে নীচে নেমে আসতেই সিকিউরিটি অফিসার নমস্কার করল তাঁকে। প্রতি নমস্কার করে অমূল্যভূষণ গাড়ীবারান্দার নীচে অপেক্ষমান কারে গিয়ে উঠলেন।

রাজধানীর জনাকীর্ণ পথে চলমান গাড়ীতে বসে বসেও অমূল্য-

ভূষণ উড়ো চিঠিটার কথাই চিন্তা করতে লাগলেন। চিঠির বয়ানে দেখা যাচ্ছে যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সব খাদ্যশস্য আগামী শ্যামাপূজার দিন পার্শবর্তী রাষ্ট্রে পাচার করে দেওয়া হবে। যাতে পরদিন থেকে ঐ এলাকা হয়ে পড়বে সম্পূর্ণ খাদ্যশূন্য! আশ্চর্য্য! এও কি সম্ভব। দেশের কালোবাজারীরা এতই কি সুসংগঠিত যে এমন অসম্ভব কাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারে। এত তাদের সরকারের প্রতি এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

কার এসে মন্ত্রীনিবাসের গাড়ী বারান্দায় থামতেই সন্নিহিত বাগানে পায়চারিরতা ক্ষমা ছুটে এসে ড্রাইভারের আগেই গাড়ীর দরজা খুলে ধরল। অমূল্যভূষণ কার থেকে নেমে মেয়ের কাঁধে হাত দিয়ে এগিয়ে চল্‌লেন। এমন সময় তাঁর মনে হল যে ক্ষমার সঙ্গেই উড়ো চিঠিটা নিয়ে প্রথম আলোচনা করবেন। কেননা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন, যে কোন সমস্যা সম্পর্কে প্রায়ই সুসিদ্ধান্ত নেবার একটা সহজাত ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু অমূল্যভূষণ কিছু বলার আগেই ক্ষমা বলল—

ঃ আজ একটা খুব মজার চিঠি পেয়েছি বাবা, আমাদের পাশের গাঁয়ের সেই যে লিকলিকে মেয়েটা, ইলেকশনের সময় খুব খেটেছিল, তার কাছ থেকে।

ঃ তাই নাকি! কি লিখেছে রে মা তোর বন্ধু?

ঃ লিখেছে, ওখানে নাকি গুজব শোনা যাচ্ছে সরকারের হাতের সব মজুদ চাল-গম ফুরিয়ে গেছে, দেশে দুর্ভিক্ষ সুরু হবে।

এ কথা শোনামাত্র অমূল্যভূষণের মুখের স্বাভাবিক হাসি অদৃশ্য হয়ে গেল। ভাবলেন, তাই ত' তাঁর উড়ো চিঠির সঙ্গে ক্ষমার বান্ধবীর চিঠির একটা অদ্ভুত মিল রয়েছে। সব খাদ্যবস্তু পাচার করা যদি ওদের দ্বারা সম্ভব হয় তবে তার পরের অবস্থা দুর্ভিক্ষ। তবে কি উড়ো চিঠিটা সত্যই অবহেলাযোগ্য নয়? এ কথা ভাবতে ভাবতে শোবার ঘরে এসে গেলেন অমূল্যভূষণ।

: তবে ত দেখছি মা তোর বান্ধবীর চিঠিটা শুধু মজারই নয়, সেই সঙ্গে ভাববার মত চিঠিও।

: চিঠিতে ও তাই জানতে চেয়ে লিখেছে, তোর বাবা ত ভাই খাদ্যমন্ত্রী, এ সম্পর্কে যদি কিছু জানিস, জানাবি কিন্তু।

: আমিও মা আজ একটা উড়ো চিঠি পেয়েছি, তাতে লেখা হয়েছে যে আগামী কালীপূজার দিন আমার নির্বাচন এলাকার সব চাল-গম নাকি কারা পাশের রাষ্ট্রে পাচার করে দেবে।

: তা হলে বাবা কি হবে! সত্যি যদি পাচার করে দেয় তবে ত' দেশময় হাহাকার উঠবে।

গায়ের জামাটা খুলে ক্ষমার হাতে দিয়ে আরাম কেদারায় বসতে বসতে অমূল্যভূষণ বলেন—

: তা হলে তুই বলছিস মা, ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত?

: যদি সত্যিই এমন কিছু ঘটে, তবে যে তোমার সম্পর্কে লোকে যা-তা বলবে বাবা।

: আমিও তাই ভাবছি। দেখ ত' মা ক্যালেণ্ডারে কালীপূজা কবে।

: কালীপূজা ত' বাবা কাল বাদে পরশু, তার পরদিনই।

: তাই ত', হাতে সময়ও বেশী নেই। দেখা যাক, কাল ফার্ষ্ট আওয়ারেই প্রাইম মিনিষ্টারের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করি, না কি বলিস মা?

: হ্যাঁ বাবা, তাই করা ভাল। এমন কিছু সত্যিই ঘটলে দেশে গেলে আমাদেরই সবাই দুষবে।

: হ্যাঁ রে তোদের মার সাড়া ত' পাচ্ছি না?

: মা দিদিদের নিয়ে সিনেমায় গেছে।

পরদিন সেক্রেটারিয়েটে এসেই অমূল্যভূষণ প্রধানমন্ত্রীর চেম্বারে

গেলেন। তাঁকে জানালেন উড়ো চিঠিটার কথা। সব কিছু শুনে প্রধানমন্ত্রী বললেন—

ঃ অনেক সময় উড়ো চিঠি সত্যি খবরই বয়ে আনে। কিন্তু অমাবশ্যা কবে, দেখেছেন ?

ঃ পরশু।

ঃ কিন্তু মুশকিল হ'ল এই যে এ ব্যাপারে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। অবশ্য যদি চিঠিটাকে সিরিয়াসলি নিতে চান। তাই আমার মনে হয় আপনি ফ্লাই ক'রে চলে যান। গিয়ে ষ্টেটের খাদ্যমন্ত্রী অথবা তিনি অনুপস্থিত থাকলে কোন অফিসারকে নিয়ে একেবারে লোকাল এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারের কাছে গিয়ে তাকে দিয়ে প্রিভেন্টিভ এ্যাকশান নেবার চেষ্টা করুন। কারণ সত্যি যদি ঘটেই ব্যাপারটা, বিশেষ গুরুতর হবে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ শেষ করে নিজের চেম্বারে এসেই ফোনে বি, ব্যানার্জীকে ডেকে পাঠালেন অমূল্যভূষণ। একটু পরেই হন্তদন্ত হয়ে বিদ্যোত্তম ছুটে এলো। তাকে উড়ো চিঠির কথা এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শের ব্যাপারটা জানিয়ে অমূল্যভূষণ বললেন—

ঃ আজই ফ্লাই করব। আপনিও সঙ্গে চলুন।

ঃ আমি বলি কি স্যার, আপনাকে কষ্ট ক'রে যেতে হবে না, তার চেয়ে বরং আমিই চলে যাই।

ঃ আপনি গেলে যে সিনসিয়ারলি যতটা করণীয় করবেন তা জানি, কিন্তু আই অ্যাম ইন ডাউট, সেখানকার এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ শাখার কেউ কেউ যদি জড়িত থাকে ওদের সঙ্গে। তখন আপনাকে ওরা সিনসিয়ার এ্যাণ্ড অনেষ্ট এ্যাটেম্‌ট নিতে নানা ভাবে বাগড়া দেবে। তাই আমি নিজে ব্যাপারটা ট্যাক্‌ল করতে চাইছি।

ঃ তা হলে স্যার চলুন।

ঃ আপনি অসামরিক বিমান দপ্তরের সেক্রেটারীকে ফোন

করে আজকের নাইট প্লেনের দু'খানা এয়ার প্যাসেজ বুক করে প্রয়োজনীয় ফাইল পত্র নিয়ে বাড়ী চলে যান।

: কিন্তু স্যার, ষ্টেটের ফুড ডিপার্টমেণ্টকে ফোন ক'রে আপনার যাবার মেসেজটা দিয়ে দেব কি?

: না, না, ওসব করলে, বুঝলেন না ব্যাপারটা লিক-আউট হয়ে গেলে অন্য ব্যবস্থা করবে তারা। তার চেয়ে সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে যা করার সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলতে হবে।

: বেশ তাই হবে। আমি তবে যাই স্যার।

: আচ্ছা আসুন।

বিদ্যোত্তম পুষডোর ঠেলে বেরিয়ে যায়।

তবলার বোলের সঙ্গে সারেঙ্গীর সুরের মাখামাখি একদিকে অন্য দিকে পুষ্পাভরণে শকুন্তলা নৃত্যের নায়িকার রূপসজ্জায় ভূষিতা বিভোরার পায়ের ঘুঙুরের ঝমঝম শব্দ। কক্ষ গহ্বরে নৃত্যের ছন্দোময় ব্যঞ্জনা। মাষ্টারজী সবিস্ময়ে দেখছেন মাত্র ক-দিনেই বিভোরার অদ্ভুত নিষ্ঠায় নিজেকে নৃত্যময়ী করে তোলার সাধনায় সফলতা। এখন মুদ্রা থেকে মুদ্রান্তরে নেচে ফিরছে বিভোরা। মাঝে মাঝে ঘরের এক দিকের প্রমাণ সাইজের আয়নায় ভেসে ওঠা নিজের লিলায়িত দেহভঙ্গীমার ঠিকরে পড়ছে ওর আয়ত চোখের খুসীঝরা চঞ্চল দৃষ্টি। নাচের এক কঠিন মুদ্রায় মাষ্টারজীর বাহবা কুড়িয়ে বিভোরা যেই আয়নায় চোখ ফেলেছে তখনই আবিস্কার করে যে আয়নায় তার প্রতিবিম্বিত দেহের পাশে আর একটি দেহ ভেসে উঠেছে, সে দেহ বিদ্যোত্তমের। দেখামাত্র পায়ের ঘুঙুর থেমে যায় বিভোরার। মাষ্টারজীর দিকে চেয়ে বিনীত ভঙ্গীতে বলে—

: মাষ্টারজী, এক মিনিট।

নাচের সঙ্গে সঙ্গে সারেঙ্গী ও তবলাও থেমে যায়। বিদ্যোত্তমের দেহ তখন দরজার ফ্রেম থেকে সরে গেছে। বিভোরা পায়ের পাতা

পড়ার সঙ্গে ঘুঙুরের শব্দ তুলে চলে আসে নিজের বেড রুমে। এসেই ফিক করে হেসে বিদ্যোত্তমের উদ্দেশ্যে বলে—

ঃ এই, কি ব্যাপার, এ সময়ে ?

ঃ আমি এখুনি বাইরে যাচ্ছি তাই তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এলাম।

ঃ বাইরে। কোথায় ? কেন ?

ঃ আমাদের মিনিষ্টারের কনষ্টিচুয়েন্সিকে নাকি খাদ্যশূন্য করার চেষ্টা করছে ফুড গ্রেনের ব্ল্যাকমার্কেটিয়াররা। তাই সে ব্যাপারে এ্যাকশান নেবার জন্য যেতে হচ্ছে।

ঃ বাঃ, তা তুমি কেন, তোমার মন্ত্রী যেতে পারেন না ?

ঃ তুমি জান না বিভোরা আমার মন্ত্রীকে, আমি বরং তাঁকে যেতে মানা করেছিলাম, কিন্তু তিনি শোনেন নি। নিজেও যাচ্ছেন।

ঃ কিন্তু যদি বিপদ আপদ কিছু হয় তোমার।

ঃ আমার বিপদের কথাটাই শুধু ভাবছ বিভোরা! জাতির বিপদের চেয়ে ত' ব্যক্তির বিপদের মূল্য বেশী নয়।

ঃ ব্যক্তির সমষ্টিতেই ত' জাতি। তাই ব্যক্তির বিপদ কি তুচ্ছ ?

ঃ না তা হয়তো নয়। তবু কোন পবিত্র দায়িত্ব নিলে তা পালন করতে হয়। করা উচিত। তা ছাড়া তোমার দুর্বার ভালবাসাই আমাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনবে। সময় বড় হাতে নেই বিভোরা ; আমাকে হাসি মুখে বিদায় দাও।

ঃ আমার মুখের হাসি যে ত' তোমার হাতেই বিদ ?

ঃ ইউ নটি গার্ল !

একথা বলে উৎফুল্ল বিদ্যোত্তম নিজের প্রসারিত দুটি হাত বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে বিভোরাকে। তারপর ওর চোখে চোখ ফেলে চেয়ে থেকে স্ফুরিত অধরে এঁকে দেয় এক দীর্ঘ উষ্ণ চুম্বন।

ক্ষণপরে চুম্বনবিবশা বিভোরা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কপট কোপ প্রকাশ করে বলে—

: অসভ্য! মাষ্টারজী বুঝতে পারবে যে!

: পারুক না। বেশ হবে! আচ্ছা, এবার চলি।

: চলি নয়, আসি বলতে হয়।

: আচ্ছা, আসি।

হাসিমুখে বলে বিদ্যোত্তম দরজার দিকে এগিয়ে যায়। বিভোরা অস্ফুটে বলে ওঠে—

: দুর্গা! দুর্গা!

পর্দা সরিয়ে বিদ্যোত্তম ঘরের বাইরে আসে। বিভোরাও তাকে অনুসরণ করে। তারপর হাত নেড়ে অস্ফুটে বলে—

: টা—টা!

বিদ্যোত্তমও হাত নেড়ে টা-টা বলে দ্রুত বেরিয়ে যায়। বিভোরা নিজের ঘরে ফিরে ড্রেসিং টেবলের আয়নায় ভেসে ওঠা মুখের দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে ফেলে। বলে—

: উড়ো চিঠি! হিঃ-হিঃ হি! অযুধে কাজ হয়েছে তা হলে!

সঙ্গে সঙ্গে জলতরঙ্গের মত খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে ও। মুহূর্তে পায়ের ঘুঙুর বাজিয়ে হ্লাদিতা বিভোরা ছুটে যায় নাচের ঘরের দিকে।

২২

সারা মহকুমাই যেন নাচের ও যাত্রার আসরে যোগদান করার জন্য আজ উদ্বেল। চারদিকের দেয়ালে দেয়ালে লাগান প্রচারপত্রগুলি সকল শ্রেণীর মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। এমন কি মহকুমা শাসকের অন্দরমহলেও সেই নাচের আসরে যাবার জন্য সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। ঠিক এমন সময়ই হঠাৎ অমূল্যভূষণ এস, ডি, ও-র বাংলোয় বিদ্যোত্তম ও উচ্চ পদস্থ কয়েকজন অফিসার সহ এসে হাজির হলেন। সব শুনে সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠলেন মহকুমা শাসক। অফিসারদের নিয়ে মহকুমা শাসকের সঙ্গে পরামর্শ সভায় বসলেন

অমূল্যভূষণ। তার আগেই মহকুমার খাদ্য বিভাগীয় উচ্চতর অফিসারদের ফোনে ডেকে পাঠানো হল।

এরপর মহকুমা শাসক মহকুমার একটা ম্যাপ খুলে নিলেন টেবিলের ওপর। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে যাবার হাইওয়ে দেখিয়ে সকলকে বুঝিয়ে দিলেন যে কোন্ রাস্তায় চোরাই চালানদাররা যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে এও জানালেন যে, ওখানে চেকপোষ্ট রয়েছে ল্যাণ্ড কাষ্টমের।

অমূল্যভূষণ বল্লেন—

ঃ আছে ত' সবই, কিন্তু ঘুষ দিয়ে যদি বশ ক'রে থাকে, সে জন্যই ত' ভয়। আজ মানুষের মন থেকে বিশ্বাস জিনিসটা চলে যাওয়ায়ই ত' দেশে যতকিছু সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

ঃ যদি ওরা সত্যিই পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে যাবার চেষ্টা করে, তবে আমরা ওদের চ্যালেঞ্জ করব কোথায় ?

জানতে চায় বিদ্যোত্তম।

ঃ এই যে ছোট নদীটা দেখছেন, স্যার, এই নদীর পুলের ওধারে গিয়ে আমরা আমাদের আরমড ফোর্স নিয়ে অপেক্ষা করি। কারণ ওরা যদি ব্যাপক ব্যাবস্থা ক'রে থাকে, তবে এ রাস্তা ছাড়া যাবার উপায় নাই।

বলেন মহকুমা শাসক। সকলেই সম্মত হয় তাতে। আর এও ঠিক হয় যে পুলিশ বাহিনী একই সঙ্গে যাবে না এবং জনসাধারণকেও আগে থেকে কোন কিছু জানাবে না। কেননা তবে একটা ক্যায়স সৃষ্টি হতে পারে। ব্যাপক এলাকায় একটা ত্রাসের সঞ্চার হ'তে পারে। যার সুযোগ নেবে সমাজ বিরোধীরা ও চোর গুণ্ডা বদমাইসরা।

আলোচনা শেষ হওয়ামাত্র এস, ডি-পি-ও-কে ফোন করা হয়। ফোন পেয়েই ছুটে আসেন। তার কাছ থেকে জানা যায় যে সন্নিহিত এলাকার দুটি ছাড়া সব থানার ও, সি-ই ছুটিতে। শেষ

পর্যায়ে এ্যাকটিং ও, সি-দের এস-ও এস-এ মেসেজ দেওয়া হল নির্দিষ্ট স্থানে নিজের নিজের আরমৃড পুলিশদের নিয়ে তৎক্ষণাৎ চলে যেতে। মহকুমা সদরের রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সকে ও ডি, আই, জি-কেও মেসেজ দেওয়া হ'ল খাদ্যমন্ত্রীর নাম উল্লেখ করে।

অফিসার মহল অমূল্যভূষণকে বিশ্রাম নিতে বললেও তিনি তা শুনলেন না। অবশেষে মহকুমা শাসক, এস, ডি, পি,ও এবং অন্যান্য অফিসারবৃন্দসহ ওঁরা নির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

অমানিশার আঁধার সমুদ্রে নিমজ্জিতা পৃথিবী। আলোর অস্তিত্ব যেন মুছে গিয়েছে আজ। গ্রামের এখানে সেখানে আলোককন্যা কালীকা মূর্তির আরাধনার আয়োজন। আঁধার আকাশে তারকার চুমকি জ্বলছে, নিভছে, জ্বলছে। থেকে থেকে সেই কৃষ্ণকাল আকাশের অঙ্গ স্পর্শ করতে স্পর্দ্ধা সহ ছুটে যাচ্ছে হাউই। কিন্তু মাঝ পথে গিয়েই ফিরে আসছে ব্যর্থতা ও হতাশায়। সীমান্ত সন্নিহিত অঞ্চলে সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্যাণ্ডেল লোকে লোকারণ্য। শান্তি রক্ষায় প্রহরারত পুলিশ জনতা নিয়ন্ত্রণে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। নাচ গানের এমন বৃহত্তম আয়োজন এ অঞ্চলের কোন পূজা কর্তৃপক্ষই ইতিপূর্ব করতে পারে নি। এখানে দশ বিশটা গাঁয়ের লোক ছুটে আসার আর এক কারণ ঘোষিকা হিসাবে উপস্থিত থাকবে খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী বহ্নিশিখা।

কোলাহল মুখর সহস্র সহস্র জনতা মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত শান্ত হয়ে গেল, সাংস্কৃতিক মঞ্চের মুখ ঢাকা প্রলম্বিত পর্দা ধীরে ধীরে সরে যেতে সেখানে মাইক যন্ত্রে মুখ রেখে দণ্ডায়মানা বহ্নিশিখা'ক দেখে। পরক্ষণেই তুমুল হাততালিতে দর্শক-জনতা অভিনন্দন জানাল তাকে। বহ্নিশিখা সামনে-পেছনে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে অভিনন্দন গ্রহণ করে মাইক যন্ত্রের কাছে মুখ নিয়ে হাসিস্নিগ্ধ স্বরে বলল—

ঃ নমস্কার! আমি বহ্নিশিখা, আজ এই বিরাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ঘোষিকা হিসাবে আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দর্শকরা আবার প্রচণ্ড হাততালিতে ফেটে পড়ে। বহ্নিশিখা হাত তুলে তাদের তালি বন্ধ করতে ইঙ্গিত করলে হাততালি বন্ধ হয়। বহ্নিশিখা আবার বলে—

ঃ আজকের অনুষ্ঠানের প্রথম আইটেম টুইষ্ট নাচ। অংশ গ্রহণে বিশিষ্ট টুইষ্ট নর্তকী মিস ক্লারা!

জনতা আবার হাততালিসহ উদ্বেল হয়ে ওঠে। বহ্নিশিখা উইংসের আড়ালে চলে যায় ঘোষণা শেষ করে। জনৈক স্বেচ্ছাসেবক মাইকদণ্ড সরিয়ে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে অডিটোরিয়ামের আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়। পরক্ষণে স্পট লাইটের লাল আলো গিয়ে পড়ে কালো ব্যাক স্ক্রিনের গা ঘেঁষা ছন্দায়িতা ক্লারার শঙ্খধবল প্রায় নগ্ন দেহের বাঁকে বাঁকে।

গভীর রাত্রে নিজের ঘরে পায়চারি করছিলেন নেতা। মগনলাল বলে গেছে যত রাত হ'ক, সব ব্যবস্থা হিসেব মত হয়ে গেলে ট্রাঙ্ককল করে জানাবে প্ল্যানটা পুরাপুরি সাকসেসফুল হচ্ছে কিনা।

পাশের গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত দুটো বাজার ঘণ্টা পড়ল। না, আর বোধ হয় ফোন আসবে না। শুধু শুধু রাত জেগে কি লাভ? এই ভেবে নিজের শোবার ঘরে চলে যান নেতা লাইব্রেরী রুমের আলো নিবিয়ে। শোবার ঘরে ঢুকে সবেমাত্র খাটে দেহ রেখেছেন, এমন সময় ক্রি-রিং-রিং ক্রি-রিং-রিং করে ফোন বেজে উঠতেই নেতা ছুটে গেলেন আবার লাইব্রেরী ঘরে। ফোন তুলে নিয়ে কান পাততেই মগনলালের যান্ত্রিক কণ্ঠ ভেসে এলো—

ঃ দাদা, আপনার ভাই বলছি

ঃ হ্যাঁ, বুঝেছি, কতদূর কি হল?

ঃ আয়োজন পাকা হয়ে গিয়েছে। কোন রকম গন্ধ এখন

পর্যন্ত ত' পাচ্ছি না। মালপত্র সব লরী বোঝাই হয়ে গেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ষ্টার্ট করবে।

ঃ বেশ, হুঁসিয়ার হয়ে যেন যায়।

ঃ সে আর বলতে। সত্যি দাদা, আপনার লোকদের চমৎকার কো-অপারেশন পাচ্ছি।

ঃ আচ্ছা, পরে কথা হবে। এখন ছেড়ে দিচ্ছি, কেমন ?

ঃ আচ্ছা দাদা। গুড নাইট।

ফোনের রিসিভার যথাস্থানে রেখেই নেতা নিশ্চিন্ত মনে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে যান।

আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত খাদ্য বোঝাই লরিগুলো একে একে আন্ত রাষ্ট্র স্মাগলিং-এ অভিজ্ঞ লোকদের সহায়তায় দ্রুত এগিয়ে চলেছে নির্দিষ্ট পথে। আগে থেকেই চেক পোষ্ট-এ ব্যবস্থা করা আছে, তাই সেদিক থেকে কোন বিপদ আশা করছে না ব্ল্যাক কংগ্রেসের বিশ্বস্ত কর্মীরা। বাধা যদি আসে আসতে পারে হয় গ্রামকর্মীদের কাছ থেকে, নতুবা সিভিল পুলিশ মহলের কাছ থেকে। কেননা বলা ত' যায় না, খবর লিক আউট হ'তে কতক্ষণ। কিন্তু যে সকল ইনফরমার স্কুটারে চেপে বিস্তৃত এলাকার অবস্থা দেখে বেড়াচ্ছে তাঁদের দু'জন ইতিমধ্যেই ফিরে এসে জানিয়েছে যে, জনসাধারণ কোন কিছুই জানতে পারে নি। ব্যবস্থা মত তারা যাত্রা বা নাচের আসরে মশগুল। নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলে ব্ল্যাক কংগ্রেসের খাদ্য কনভয়—গন্তব্য স্থল তাদের পাশের রাষ্ট্রের আণ্ডার গ্রাউণ্ড গোডাউন। আর মাত্র মিনিট কুড়ির পথ পেরিয়ে যেতে পারলেই এ অঞ্চল এই মুহূর্ত থেকে হবে খাদ্যকণাশূন্য। হাহাকার উঠবে অমূল্যভূষণের নির্বাচন এলাকার আকাশ বাতাস মথিত করে। চারিদিকে ক্ষুধা-রাক্ষসীর রব উঠবে 'ম্যয় ভুখা হুঁ!' উপহাসের হাসি গুমরে উঠবে মগনলালের মনে, হাসি গুমরে উঠবে প্রভাবশালী নেতার মুখে।

হাতে উচ্চ পাওয়ারের ব্যাটারী চার্জড টর্চসহ স্কুটার আরোহী অগ্রবর্তী ইনফরমার এগিয়ে চলেছে। আশপাশের দু দুটি পথ পরিক্রমা সে শেষ করেছে। এই বার এই পথটির শেষ মাথা পর্যন্ত দেখে ফিরে এলেই নিরাপদে শাঁ শাঁ করে কনভয় এগিয়ে চলবে। হাতের টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এগিয়ে চলে স্কুটার বিহারী ইনফরমার।

টর্চের সূঁচোলো আলো গিয়ে পড়বি ত পড় পুলের ওধারে প্রস্তুত পুলিশ বাহিনীর উপর। সঙ্গে সঙ্গে চাঞ্চল্য পড়ে যায় রক্ষী বাহিনীতে। এস, পি, এগিয়ে এসে ডি, আই, জির সঙ্গে আলোচনা করে জানতে চায়, চার্জ করবে কি করবে না। ডি, আই, জি, মহকুমা শাসকের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করেন যে, না দেখে শুনে আগেই চার্জ করা ঠিক হবে না। শেষ পরামর্শ করার জন্য অমূল্যভূষণ ও বিদ্যোত্তম যে টেন্ট-এ ছিল, সেখানে ছুটে আসেন রাজ্যের ফুড ডিরেক্টর। সব শুনে অমূল্যভূষণ বিদ্যোত্তমকে বলেন—

ঃ আপনি কি সাজেষ্ট করেন? এখনই চার্জ করবে?

ঃ কিন্তু ভাল ভাবে না দেখে চার্জ করলে ওরা হয়তো এলার্ট হয়ে যাবে। তাই ভাল করে ওয়াচ করে, তারপর চার্জ করুন।

ওদিকে ইনফরমারের বুক ধাঁৎ করে উঠেছে। সজ্জিত পুলিশ-বাহিনীর হাতের মুঠোয় এগিয়ে আসছে খাদ্য কনভয়, অজগরের মুখে আকৃষ্ট হরিণের মত! এখন উপায়?

ভাবতে ভাবতে স্কুটার থেকে সে নেমে পড়ে। হাইওয়ের ধারের ঝোপঝাড় দিয়ে এগিয়ে চলে ব্রিজটার কাছাকাছি। মাথায় ততক্ষণে তার মতলব আঁটা শেষ।

পুলিশবাহিনী প্রস্তুত। এত রাতে টর্চ হাতে লোকটার উদ্দেশ্য কি। কাছাকাছি এলেই তাকে চ্যালেঞ্জ করা হবে। আবার ভাবে এ হয়তো পেশাদারি স্মাগলার।

ক্ষণ পরে স্কুটারে চেপেই ব্রিজের কাছ থেকে ছুটে চলে আসে

ইনফরমার। ডিনামাইটের ফিউজটা ততক্ষণে সে চার্জ করেছে। দ্রুত ছুটে চ'লে কনভয়ের দিকে। আজকের অভিযান বাতিল।

পুলিশ অফিসাররা টর্চের আলো ফেলে আর আবিস্কার করতে পারে না সেই টর্চ ফেলা লোকটাকে। তবে কি উদ্দেশ্যে এসেছিল? এ প্রশ্নের উত্তর পাবার আগেই গভীর রাত্রির নির্জনতা খান খান ক'রে প্রচণ্ড শব্দে প্রান্তরের বুকে বিদীর্ণ হয় ডিনামাইট। এদিক ওদিকে ছিটকে পড়ে, বিস্ফোরণে উড়ে যাওয়া ব্রিজের ইট-লোহা-কংক্রিট।

খাদ্য কনভয়কে সতর্ক ক'রে ফিরিয়ে নেবার জন্য স্কুটার আরোহী ইনফরমার ঊর্দ্ধশ্বাসে ফিবে চলেছে তখন।

আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার পেল এ অঞ্চলের জনতা। কিন্তু ব্ল্যাক কংগ্রেসের সদরের সেই বিরাট হাঁ-ওলা কালো দৈত্যের হাত থেকে সত্যই কি মুক্ত হল তারা মগনলালদের এই সাময়িক ব্যর্থতায়?

ডিনামাইটের কর্ণবিদারী বিস্ফোরণের বিহ্বলতা কেটে গেলে অফিসারবৃন্দ অমূল্যভূষণের কাছে এসে বললেন—

ঃ স্যার! ব্রিজটা উড়িয়ে দিলেও ওদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। বোঝা গেল এ পথে ওরা যাচ্ছিল। আর আপনার ইনফরমেশনও সেণ্ট পারসেণ্ট কারেক্ট। যা হ'ক না কেন স্যার, এখনকার মত এ অঞ্চলের জনতা আউট-অফ-ডেঞ্জার।

শুনে স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলেন অমূল্যভূষণ। পূবের আকাশ তখন প্রায় ফর্ষা হয়ে এসেছে। একটু পরেই সূর্য্যসীমন্তিনী উষার আলোয় আলোকিত হবে পৃথিবী। অমূল্যভূষণ সেদিকে চেয়ে মনে মনে ভাবেন, খাদ্যাভাবগ্রস্ত ক্ষুধাক্ষীণ জনতার জীবনে কি আনতে পারবেন তিনি ঐ উষাভাসের মত কোন আশ্বাস!

॥ শেষ ॥

দৈনিক বসুমতী

[প্রথম সম্পাদকীয়]

বাজেয়াপ্ত বই

সংবিধানে ভারতের সর্ব্বত্র বাক্য ও রচনার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। প্রচলিত আইন ভঙ্গ না করিয়া যে কোন লোক যে কোন বিষয় আলোচনা অথবা যে কোন বিষয়ে গ্রন্থ রচনার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। সমসাময়িক ঘটনাবলী নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষন এবং সমাজের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তদ্বিষয়ে মতামত প্রকাশ গণতান্ত্রিক সমাজে একটি বড় রকমের অধিকার। ভারতীয় সংবিধানে এই অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

সম্প্রতি আসাম গভর্ণমেণ্ট "মেখলা পরা মেয়ে" নামে একটি বই (১ম পর্ব) বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। সংবাদটি আসাম গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। গেজেটের ঐ বিজ্ঞপ্তি দেখিলে যে কোন স্বাধীনচিত্ত মানুষ বিস্মিত হইবেন। বইটি হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে, ইহাতে আসামীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব বইখানি আপত্তিকর বিবেচনা করিয়া উহা বাজেয়াপ্ত করা হইল। শুনিলাম এবার যত্র-তত্র বইখানির সন্ধানের নামে পুলিশ বাড়ী তল্লাস সুরু করিয়াছে এবং বাঙ্গালীদের উপরেই তাহাদের নজর বেশী পরিমাণে পড়িয়াছে।

বইটি আমরা দেখিয়াছি। উহার লেখক নিজের নাম দেন নাই, যুধাজিৎ নামে বইটি প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৬০ সালের আসাম ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বইটি লিখিত হইয়াছে। উহাতে আসামের তৎকালীন ঘটনাবলী সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে গ্রন্থকার প্রধান মন্ত্রী নেহেরুর প্রতি স্বগতোক্তি করিয়া বইটিতে একটি অভিনবত্বের সূচনাও করিয়াছেন।

আসামের ঘটনায় আসামী গুণ্ডাদের বর্ব্বরতা যেমন লেখক চিত্রিত করিয়াছেন, তেমনি অপর দিকে আসামী সমাজেও মানুষ আছে ইহা দেখাইয়াছেন। বইটির নায়িকা আসামী। এই নায়িকার চরিত্র অতি মহৎরূপে লেখক অঙ্কিত করিয়াছেন। যে কোন দেশের যে কোন জাতি নিজের মধ্যে এরূপ তরুণী থাকিলে ধন্য মনে করিবে। তৎসত্ত্বেও দেখা যাইতেছে, আসাম সরকার ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন এবং বইটি বাজেয়াপ্ত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, অতি সাধারণ রস-বোধটুকুও তাঁহাদের লোপ পাইয়া গিয়াছে। আসামী গুণ্ডাদের যে চরিত্র

মনে করেন এবং কোন জাতির গুণ্ডা চরিত্র পাইলেই যদি তাহাকে সমগ্র জাতির চরিত্র বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে অবশ্য তাঁহাদিগকে সভ্য গভর্ণমেন্ট বলিয়া গণ্য করিতে যে কেহ দ্বিধাবোধ করিবে।

আইনের দিক দিয়া বইটির বাজেয়াপ্তকরণ পদ্ধতিতেও আপত্তির কারণ রহিয়াছে। কোন লেখা মানহানিজনক বা আপত্তিকর কিনা বিচার করিবার সময় সমগ্র লেখাটি বিবেচনা করিতে হইবে—ইহাই প্রকৃত বিচার পদ্ধতি। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের ও ভারতের আদালতে ভূরি ভূরি নজির রহিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি লণ্ডনে লেডি চ্যাটার্লির প্রেম বইটি লইয়াও এই নীতিই সমর্থিত হইয়াছে। কোন বইয়ের একটি চরিত্রের জন্য উহা বাজেয়াপ্ত করিতে হইলে শেক্সপীয়রের ওথেলো বইটি আয়াগো চরিত্রের জন্য বহু পূর্বেই বাজেয়াপ্ত করা উচিত ছিল।

আসাম সরকার এই বইটি বাজেয়াপ্ত করিয়া সাহিত্য অথবা রচনা বিচারের মূলনীতি উপেক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের এই কাজে সংবাদপত্রের অধিকার ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

আসাম সরকারের এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ বাংলা দেশে কেন হইল না, আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।